পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩২ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 32, Issue 1564, Saturday, 10 February 2024 FREE www.parichoy.com

সমালোচকরা বাংলাদেশের নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

■ নেতানিয়াহুকে সরে যেতে হবে, তিনি বিশ্বাসযোগ্য নেতা নন বললেন হিলারি ক্লিন্টন -৫ম পাতায়

■ গাজায় যুদ্ধের চার মাসে প্রথমবার ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের কড়া ধমক- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ বিদ্যালয়ে কিশোর সন্তানের গুলি, খুনের দায়ে মিশিগানের এক আদালতে দোষী সাব্যস্ত মা-৬ষ্ঠ পাতায়

■ ট্রাম্প প্রার্থী হতে অযোগ্য নন, ইঙ্গিত যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের-৭ম পাতায়

■ এবার ট্রাম্প নাকি বাইডেন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, কী বলছে সেই অ্যালানের পূর্বাভাস- ৭ম পাতায়

■ সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়মুক্তি পাবেন না ট্রাম্প : ফেডারেল আদালত-৭ম পাতায়

■ মিয়ানমারে সংঘাত: কী করবে বাংলাদেশ?-৮ম পাতায়

■ মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থান শক্তিশালী করেছে বাংলাদেশ জানালেন ওবায়দুল কাদের-৮ম পাতায়

■ অনুপ্রবেশ ও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-৯ম পাতায়

■ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের চিঠি - ৯ম পাতায়

■ মার্কিন ডলার বিশ্ববাজারে এখন আরও শক্তিশালী-১০ম পাতায়

নিজের স্মৃতিশক্তি নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন বাইডেন

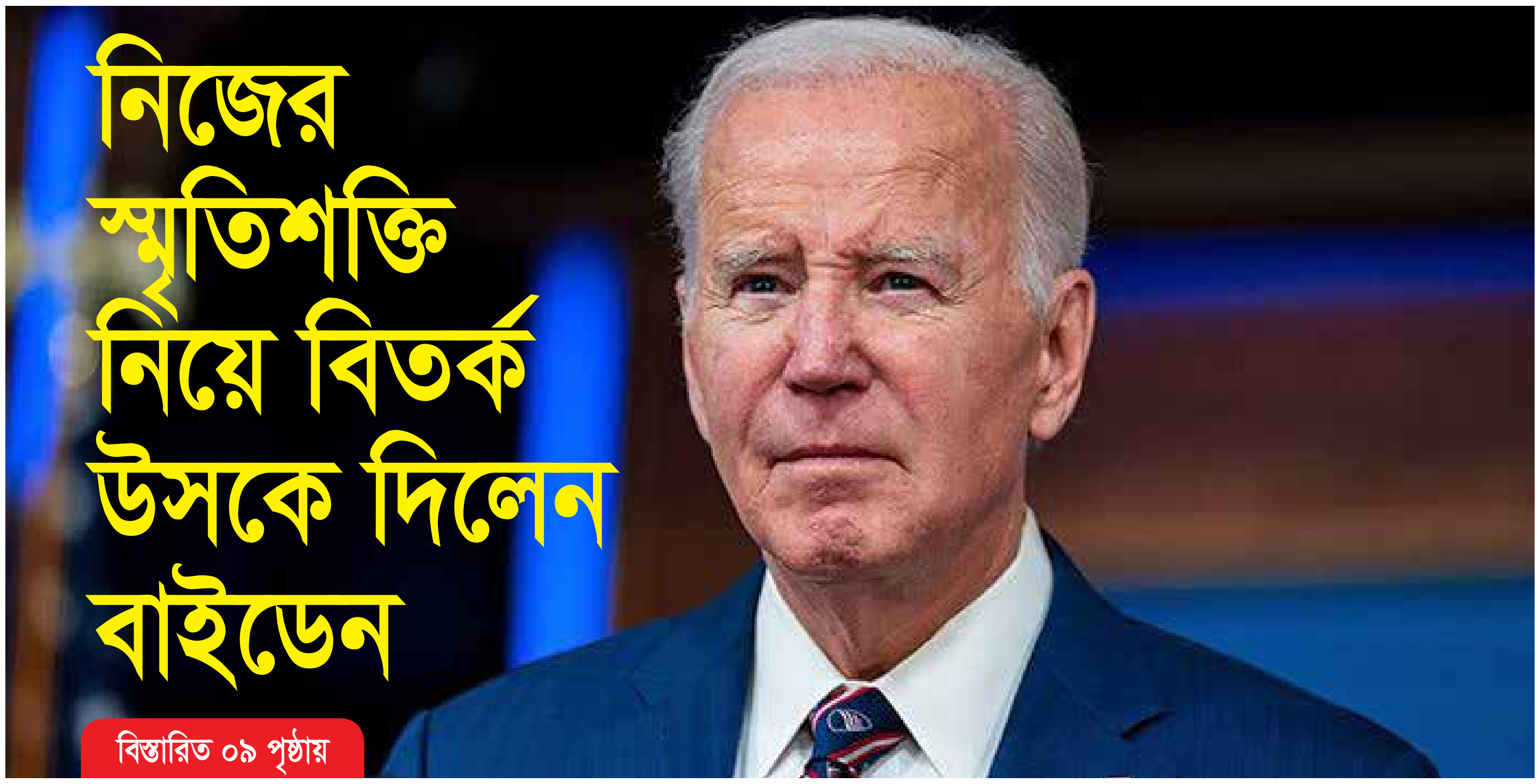

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে তালাক বেড়েছে, বড় কারণ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক

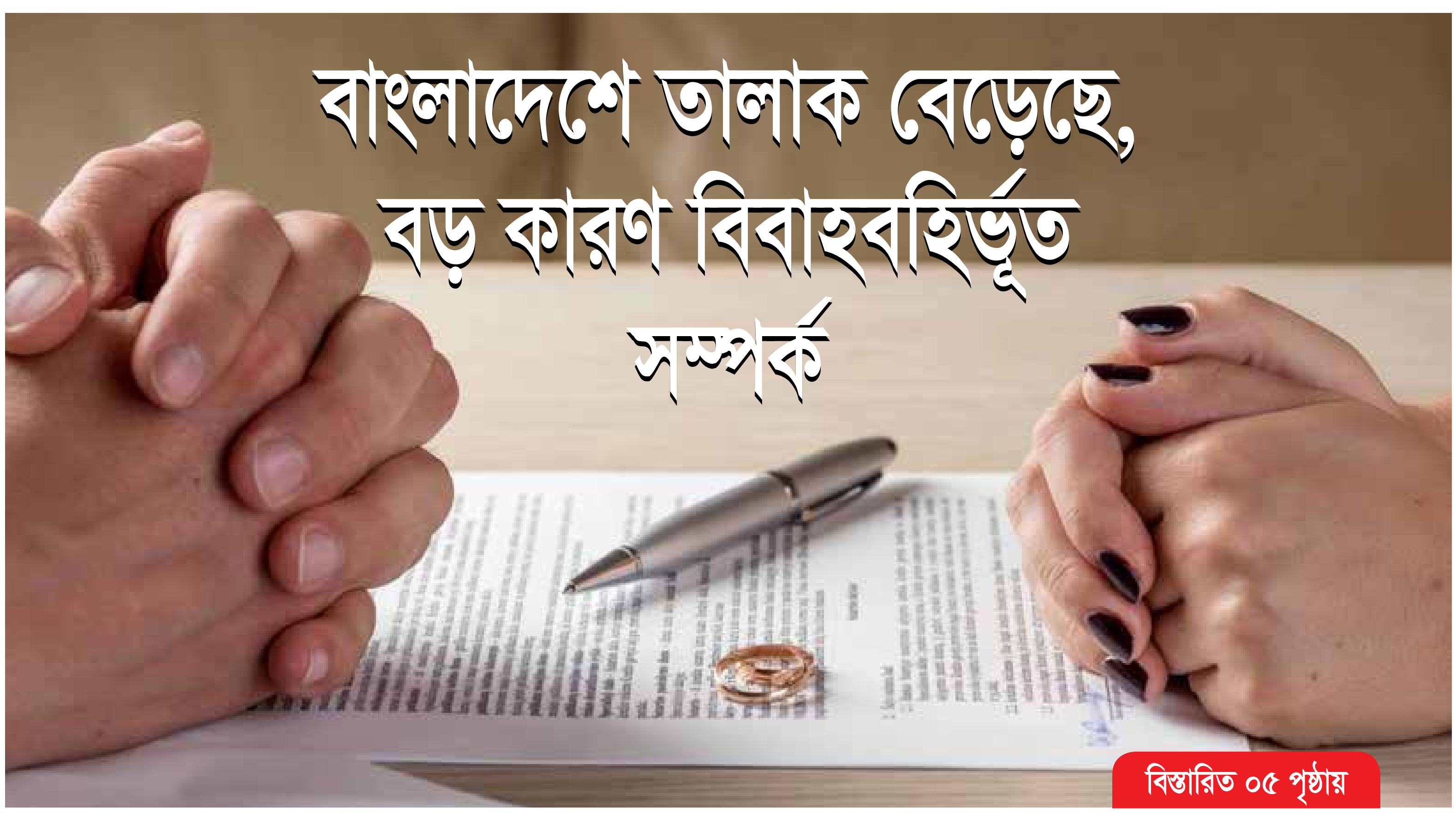

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

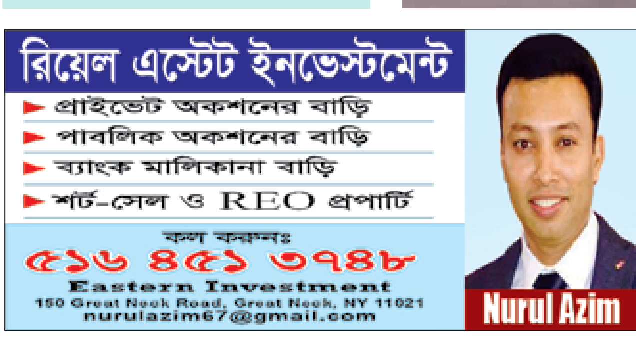

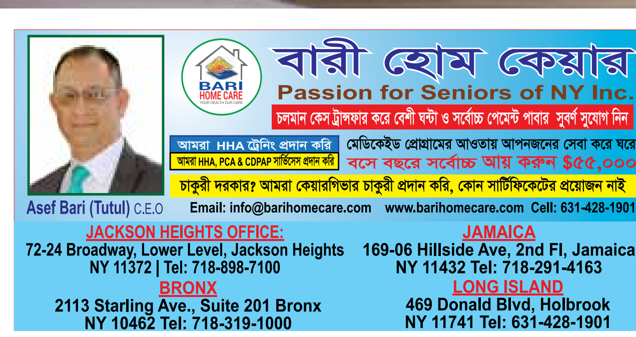

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশে তালাক বেড়েছে, বড় কারণ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক-বিবিএসের জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে বিয়ের হার বেড়েছে। বেড়েছে তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদও। আর বিবাহবিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় কারণ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং দাম্পত্যজীবন পালনে অক্ষমতা (বনিবনার অভাব)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) নতুন এক জরিপ প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটির নাম বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস্‌২০২২। জরিপ প্রতিবেদনটি গত ৩১ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয়। জরিপটিতে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছে তিন লাখের বেশি খানা (পরিবার)।

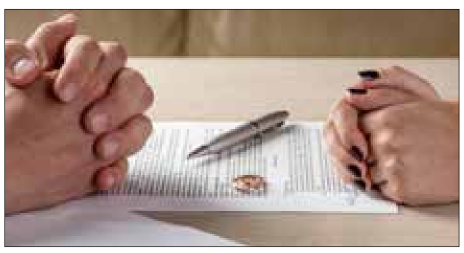

জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশকারী বিবিএসের এসভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্পের পরিচালক আলমগীর হোসেন বলেন, 'এসভিআরএস জরিপের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের কারণের তথ্য আমরা অতীতেও সংগ্রহ করতাম, তবে প্রকাশ করা হতো না। এবারের জরিপেই প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হলো।'

বিয়ে বেড়েছে : ২০২২ সালে সাধারণ বিয়ের হার পাওয়া গেছে ২৫এর কিছু বেশি। ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে ওই বছর যত জনের বিয়ে হয়েছে, সেটা সাধারণ বিয়ের হার। এই হার ২০২১ সালে ছিল ১৮.৫।

জরিপ প্রতিবেদনে ২০০৬ সাল থেকে সাধারণ বিয়ের হারের গতিধারাও তুলে ধরা হয়েছে। জরিপে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ বিয়ের হার এক বছরের ব্যবধানে অনেকটা বেড়েছে। এর আগের বছরগুলোতে তা ১৭ থেকে ২১এর মধ্যে ছিল।

২০২২ সালে সাধারণ বিয়ের হার বেড়ে যাওয়ার পেছনে করোনাকালের অর্থনৈতিক সংকট ও অনিশ্চয়তার সম্পর্ক দেখছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, ২০২০ ও ২১ সালের ধাক্কা অনেকটা কাটিয়ে ওঠার পর ২০২২ সালে বিয়ের হার বেড়েছে। গ্রামে এ হার বেশি।

সাধারণ বিয়ের হারে নারী-পুরুষের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। তবে ধর্মভেদে তারতম্য দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে হারটি বেশিড়২৬। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা ১৮এর কিছু *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

সমালোচকরা বাংলাদেশের নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচন যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, তার জন্য নির্বাচন উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। এই নির্বাচনকে কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি। যারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, তাদের কাছে প্রশ্ন, কী কী কারণে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি সেটা বলতে হবে। শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় তিনি এ কথা বলেন। বর্ধিত সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনে নৌকা আর স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা হয়েছে। নির্বাচন শেষ, এখন সেটা ভুলে যেতে হবে। সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। যেখানে যেখানে সমস্যা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

২৫০ আসনের ফল প্রকাশ, পাকিস্তানে এগিয়ে ইমরানের দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচনে এখন পর্যন্ত অর্ধেক আসনের ফল ঘোষিত হয়েছে। পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ২৫০ আসনের প্রাথমিক ফলাফলে ইমরানের দল পিটিআইয়ের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই সবচেয়ে বেশি আসনে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব কমে যাচ্ছে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব কমে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভারতবিরোধী শক্তি রয়েছে। নির্বাচনের সময় এবং মাঝেমধ্যে তারা ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরির চেষ্টা করে। তবে এই শক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ভারতের নয়াদিল্লিতে প্রেস ব্রিফিংয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আগে ভারতবিরোধী মনোভাব ছিল। এই মনোভাব বিএনপি-জামায়াত তৈরি করেছিল, তবে এখন তা নেই। বাংলাদেশে কিছু সন্ত্রাসী গ্রুপ আছে, যারা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের চেষ্টা করে। তারা অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে চায়। কিন্তু সরকার সতর্ক রয়েছে।

তিনি বলেন, ভারতবিরোধী, চীনবিরোধী, যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী, এমন বিভিন্ন স্লোগান বা পোস্টার রয়েছে। যা মালদ্বীপের 'ইন্ডিয়া-আউট' স্লোগানের মতো। তবে এসব বিষয়, ভারতবিরোধী স্লোগান আগে যেমন কাজ করত, এখন তেমন কাজ করে না।

ভারত ও বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

নেতানিয়াহুকে সরে যেতে হবে, তিনি বিশ্বাসযোগ্য নেতা নন বললেন হিলারি ক্লিন্টন

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে 'বিশ্বাসযোগ্য নেতা নন' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, নেতানিয়াহুর উচিত ক্ষমতা ছাড়া। এক সাক্ষাৎকারে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

"কে কি বললেন"

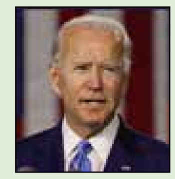

'আমার স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে।বয়স সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য আমিই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।তিনি সেদিন আমি অনেক ব্যস্ত ছিলাম। আমি তখন একটি আন্তর্জাতিক সংকট নিয়ে কাজ করছিলাম। কীভাবে এই প্রশ্ন তোলার সাহস পান? - **তার ছেলে কবে মারা গেছে তা মনে করতে পারছিলেন না স্পেশাল কাউন্সেল রবার্ট হার এর এহেন মন্তব্যের জবাবে ৮১ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট বাইডেন**

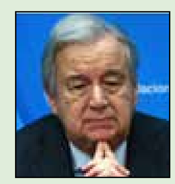

'আমার সবচেয়ে বড় হতাশা হলোড়এত বড় পরিসরে দুর্ভোগ দেখেও এটিকে থামানোর ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু এটাই বাস্তবতা। এটি বন্ধ করার ক্ষমতা আমার নেই।' অন্তত মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে মানতে বাধ্য করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।' - **জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস**

''আপনারা ডিজিটাল প্রকাশক হলে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও পৌঁছাতে পারবেন। মনমানসিকতা পরিবর্তন করে আধুনিক প্রযুক্তিটাও রপ্ত করতে হবে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে আমরা এগিয়ে যাব।"- **গত পহেলা ফেব্রুয়ারি বইমেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

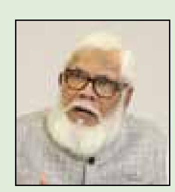

পায়রায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে সৌদি আরবের বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছে **- তিন দিনের সৌদি আরব সফর শেষে দেশে ফিরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান।**

আগামী ৫ বছরে দেশে আইটি/আইটিইএস খাতে ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আনা হবে। বিনিয়োগকারীদের জন্য এখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য বাংলাদেশ। গত সাত বছরে বাংলাদেশকে বিনিয়োগ আকর্ষণ করে ৮০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আনা সম্ভব হয়েছে - **বাংলাদেশের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক**

'দেশের চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ে ঝামেলায় আছি। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন তহবিল দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ, টাকা দিলে নতুন করে অর্থ সৃষ্টি হয়। যা মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে সরাসরি জড়িত।-**বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার**

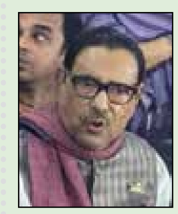

বাংলাদেশ নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে মাতামাতি করে, ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আসে, সেভাবে পাকিস্তান নিয়ে মাতামাতি করে না - **আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশেরসড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।**

বর্তমানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজে খরা চলছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিশ শতকের প্রথম ও মাঝারি শ্রেণির কবি-কথাসাহিত্যিক-নাট্যকার যারা ছিলেন, তাঁরা একে একে প্রয়াত হলে সে স্থান পূরণ করার মতো নতুন মুখ কমই চোখে পড়ে।-**বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ও বাংলা একাডেমির সাবেক সভাপতি লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ ওয়াকিল আহমেদ।**

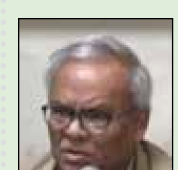

জনগণ নয়, আওয়ামী লীগ সরকারের অস্তিত্ব টিকে আছে বিদেশি শক্তির সহায়তায়। তারা পশ্চিমা প্রভুদের সহায়তায় ক্ষমতায় এসেছে।-**বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী**

বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি টাকা বিনিয়োগ করেছে আমেরিকা। কিন্তু তারাও বলেছেড় এই নির্বাচন সুষ্ঠু নয়; কিন্তু টাকা পায় বলে সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছে। তার মানে এই না যে এটা স্বীকৃতি প্রদান - **নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না**

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান নেতানিয়াহুর, সংশয়ে গাজার ভবিষ্যৎ

গাজায় যুদ্ধের চার মাসে প্রথমবার ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের কড়া ধমক

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ভূখণ্ড গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর পেরিয়ে গেছে ৪ মাস। এই দীর্ঘ সময়ে দেশটির সবচেয়ে বড় মিত্র ও মদদদাতা যুক্তরাষ্ট্র কখনোই দেশটিকে কড়াভাবে কিছু বলেনি। বরং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ইসরায়েলকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সর্বশেষ, গতকাল বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইসরায়েলকে কড়া ধমক দিয়েছেন।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র গতকাল বুধবার তেল আবিবে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ৭ অক্টোবর হামাস যা করেছে সেই ঘটনাকে লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করে অন্যদের 'মানবেতর' হিসেবে বিবেচনা করার কোনো সুযোগ ইসরায়েলের নেই।

ইসরায়েল গাজায় যেভাবে নির্বিচারে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে সেই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, 'ইসরায়েলের অন্যদের মানবেতর হিসেবে বিবেচনা করার কোনো লাইসেন্স নেই।'

ব্লিঙ্কেন বলেন, 'গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলিদের সঙ্গে সবচেয়ে ভয়ংকর উপায়ে অমানবিক আচরণ করা হয়েছিল। সেদিনের পর থেকে (হামাসের হাতে বন্দী) জিম্মিরা প্রতিদিন অমানবিক আচরণের শিকার হয়েছে। তবে এটি কখনোই অন্যদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করার লাইসেন্স হতে পারে না।'

ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো ব্লিঙ্কেনের এই মন্তব্যকে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কড়া ধমক বলেই উল্লেখ করেছে। ব্লিঙ্কেনের বক্তব্যের মধ্যে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় বেসামরিক হতাহত ও যুদ্ধের সময় সেখানকার মানবেতর পরিস্থিতি নিয়ে ইসরায়েলের প্রতি হোয়াইট হাউসের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। বুধবার ব্লিঙ্কেনের দেওয়া বক্তব্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠোর।

ব্লিঙ্কেন গতকালের সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেছেন, 'গত ৭ অক্টোবরের হামলার সঙ্গে গাজার সিংহভাগ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। গাজার অনেক পরিবারের বেঁচে থাকা নির্ভর করে ইসরায়েলি সহায়তার ওপর। তারাও তো আমাদেরই পরিবারের মতো। তারাও আমাদের মা, বাবা, ছেলে ও মেয়ের মতো। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান নেতানিয়াহুর, সংশয়ে গাজার ভবিষ্যৎ

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, অঞ্চলটিতে হামাসের বিরুদ্ধে বিজয়ের অতি সন্নিকটে তাঁর দেশ। গাজায় ইসরায়েলের একমাত্র লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত বিজয়। তবে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনার পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, মিসর ও কাতার। এই অবস্থায় গাজার ভবিষ্যৎ আবারও সংশয়ে পড়ে গেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় কোনো ধরনের যুদ্ধবিরতির পক্ষে নন। তাঁর লক্ষ্য হামাসের পুরোপুরি বিনাশ। তাঁর মতে, হামাসের চূড়ান্ত পরাজয়ই কেবল ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

ইসরায়েলি সম্প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, 'আমরা পরিপূর্ণ বিজয়ের পথে আছি। বিজয় আমাদের হাতের নাগালেই।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা বিজয় থেকে মাত্র কয়েক মাস দূরে। কেবল পরিপূর্ণ বিজয়ই আমাদের ইসরায়েলের উত্তর ও দক্ষিণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সুযোগ দেবে।'

নেতানিয়াহু এ সময় হামাস প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতিকে 'ভ্রমপূর্ণ' বলে আখ্যা দেন। সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু হামাসকে সমূলে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, হামাসকে পুরোপুরি ধ্বংস করা ছাড়া ইসরায়েলের সামনে আর কোনো পথ নেই। তিনি আরও বলেন, 'এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে দিনের পর দিন হামাসের পেছনে লেগে থাকতে হবে। এখন প্রতিটি দিনই সফলতার দিন।'

এদিকে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় গাজায় চলমান দেশটির নৃশংস আগ্রাসন বন্ধ হওয়ার বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে এই অবস্থায়ও যুদ্ধবিরতির সুযোগ দেখছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। তাঁর মতে, এখনো সব সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। আলোচনার মাধ্যমে একটি অবস্থানে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট সুযোগ আছে।

রয়টার্সের অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতাকারীরা গাজা উপত্যকায় চার মাস ধরে চলমান যুদ্ধে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

টেক্সাসে বিক্ষোভ থেকে ফেরার পথে চার তরুণের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ১

পরিচয় ডেস্ক: টেক্সাসে ফিলিস্তিনের মানবাধিকারের সমর্থনে একটি বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতের শিকার হয়েছেন চারজন। গত রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) টেক্সাসের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের অস্টিন ক্যাম্পাস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ওই হামলাকারীর নাম বার্ট জেমস বেকার। তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ। তবে হামলার শিকার ওই চারজনই মুসলিম জানা গেছে।

কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (কেয়ারের) ডালাসের পরিচালক মুস্তাফা ক্যারল এক বিবৃতিতে বলেন, রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) বার্ট জেমস বেকার নামের এক শ্বেতাঙ্গ ওই ৪ তরুণকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করতে থাকেন। তাদের গাড়ি থেকে টেনে বের করে। এক পর্যায়ে তাদের ওপর ছুরি দিয়ে হামলা করে। হামলায় চারজন গুরুতর আহত হন। এর মধ্যে একজনের বুকে ছুরি লেগে পাঁজর ভেঙে যায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে অস্টিন সিটি পুলিশ ৩৬ বছর বয়সী বার্ট জেমস বেকারকে গ্রেপ্তার করে।

কেয়ারের পরিচালক মুস্তাফা ক্যারল বিবৃতিতে আরও বলেন, আমরা এই ধরনের হামলার তীব্র নিন্দা করি। যুক্তরাষ্ট্রে ও ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত বিচারের দাবি জানাই। তিনি আরও বলেন, কাউকে বিদ্বেষমূলকভাবে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিদ্যালয়ে কিশোর সন্তানের গুলি, খুনের দায়ে মিশিগানের এক আদালতে দোষী সাব্যস্ত মা

পরিচয় ডেস্ক: কিশোর সন্তান বিদ্যালয়ে গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে হত্যা করেছিল। মিশিগানের এক আদালতের জুরি ওই কিশোরের মার বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যায় জড়িত থাকায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আলোচিত মামলাটি নিয়ে গত মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারী) এ ঘোষণা দেন জুরিরা। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বিদ্যালয়ে গুলি চালিয়ে কিশোর সন্তানের হত্যার অপরাধে মাবাবা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়া মায়ের নাম জেনিফার ক্রাম্বলে (৪৫)। তাঁর স্বামী জেমস (৪৭)।

জেনিফারের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যায় জড়িত থাকার চারটি অভিযোগ আনা হয়েছিল। মিশিগানের পন্টিয়াকের এক আদালতের জুরিরা দেড় দিনের আলোচনার পর চারটি অভিযোগেই জেনিফারকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

আগামী ৯ এপ্রিল জেনিফারের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করা হবে। তাঁর ১৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। আর তাঁর স্বামী জেমসের আগামী মার্চে আলাদাভাবে বিচার হওয়ার কথা রয়েছে।

জেনিফার-জেমস দম্পতির সন্তান ইথান ক্রাম্বলে (১৭)। ২০২১ সালের ৩০ নভেম্বর অক্সফোর্ড হাইস্কুলে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় ইথান। এতে চার শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। হত্যার দায়ে ইথান যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে।

একটি ৯ এমএম এসআইজি শুয়ের হ্যান্ডগান দিয়ে বিদ্যালয়ে গুলি চালিয়েছিল ইথান। মাবাবা ইথানকে এ বন্দুকটি কিনে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে অভিযোগ আনা হয়েছে, ইথান আগে থেকে মানসিক সমস্যায় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

নিজের স্মৃতিশক্তি নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্মৃতিশক্তি ‘ভয়াবহ রকমের দুর্বল’ হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) একটি প্রতিবেদনে দেশটির বিশেষ পরামর্শক রবার্ট হুর এমনটি মন্তব্য করেছেন। এতে সীমাহীন খেপে গেছেন বাইডেন। তিনি দাবি করছেন, তার স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো আছে। খারাপ হয়নি।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর বাইডেনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৌঁসুলি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিশেষ বৈঠক করেন। এতে তারা বাইডেনেকে বিভিন্ন বিষয়ে কয়েক ঘণ্টা প্রশ্ন করেন।

বৈঠকের সার্বিক বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার একটি বিশেষ প্রতিবেদন দিয়েছেন পরামর্শক রবার্ট হুর। হুরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলাপে বাইডেন নিজের ছেলের মৃত্যুর বছর স্মরণ করতে পারেন নাই। বারাক ওবামার সঙ্গে তিনি কোন বছর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন তাও তিনি বলতে পারেননি।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, আমার স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো আছে। এখনো খারাপ হয়নি। আমার ছেলে কখন মারা গেছে তা আমাকে কারও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

বাইডেনের দ্বিতীয় পুত্র বিউ ২০১৫ সালে মস্তিষ্ক ক্যানসারে মারা গেছেন।

হুরের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ওবামার আমলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব শেষ করার সময় অফিসের গোপন নথি সরিয়ে ছিলেন বাইডেন। গোস্টরাইটার বা ভাড়াটে লেখকদের সঙ্গে ডেমোক্রেটিক পার্টির এ প্রেসিডেন্ট গোপন নথি শেয়ার করেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন এ পরামর্শক।

তবে এসব অপরাধের কারণে বাইডেনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনা হবে না। কারণ বাইডেন তদন্ত কর্মকর্তাদের সহায়তা করছেন। তিনি শিগগির একটি জুরির কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে হাজির হবেন বলেও আশা করা হচ্ছে।

পরামর্শক হুর ট্রাম্পের আমলে দেশটির কেন্দ্রীয় কৌঁসুলি ছিলেন। বাইডেনের গোপন নথির অপব্যহার খতিয়ে দেখার জন্য হুরকে নিয়োগ দেন দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড। হুর ও তার দল বাইডেনের বাসা ও ব্যক্তিগত কার্যালয় থেকে ইতোমধ্যে বেশ কিছু বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প প্রার্থী হতে অযোগ্য নন, ইঙ্গিত যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রার্থী হতে পারবেনড় এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। ট্রাম্পকে নির্বাচনে নিষিদ্ধ করে কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলের শুনানিতে বৃহস্পতিবার (০৮ ফেব্রুয়ারী) তাঁরা এ ইঙ্গিত দেন।

শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের ৯ বিচারপতির বেশির ভাগ ইঙ্গিত দেন, ট্রাম্প আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না বলে কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন, তা বাতিলের পক্ষে তাঁরা।

টানা দুই ঘণ্টার শুনানিতে রক্ষণশীল ও উদারপন্থীড়সুপ্রিম কোর্টের দুই ঘরানার বিচারপতিরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কে প্রার্থী হতে পারবেন

আর কে পারবেন না, সেই সিদ্ধান্ত কোনো একটি রাজ্য নিতে পারে না।

আগামী মাসের শুরুতে কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকানদের দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের নির্বাচনে (প্রাইমারি) অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্প অযোগ্য কি না, এমন প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট গতকাল এই শুনানি গ্রহণ করেন। মার্কিন পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটলে হামলায় ট্রাম্প জড়িত থাকার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, এমন অভিযোগে তাঁকে প্রাইমারিতে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করেন কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটলে ওই হামলা করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকেরা।

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে সবার চেয়ে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী উদ্ধৃত করে গত ডিসেম্বরে কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, ক্যাপিটলে বিদ্রোহে ট্রাম্পের যে ভূমিকা, এ কারণে আসন্ন নির্বাচনে বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

এবার ট্রাম্প নাকি বাইডেন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, কী বলছে সেই অ্যালানের পূর্বাভাস

পরিচয় ডেস্ক: জো বাইডেন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। একজন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। অন্যজন সাবেক প্রেসিডেন্ট। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শক্তিশালী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরা। যদিও নির্বাচনী লড়াই পেরিয়ে শেষে হাসি হাসবেন একজনই। কিন্তু কে? শুধু মার্কিন নয়, বিশ্বরাজনীতির জন্যও এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। উত্তর পেতে মুখিয়ে আছে বিশ্ববাসী।

কে হচ্ছেন হোয়াইট হাউসের পরবর্তী বাসিন্দা? প্রশ্নটির উত্তর পেতে নির্বাচনের ফল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আগে থেকে অনুমান করা যেতেই পারে। সেটাই করেছেন অ্যালান লিচম্যান। তিনি মার্কিন নির্বাচন নিয়ে আগেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছেন। অবাক করা বিষয় হলো, ১৯৮৪ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যত বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়মুক্তি পাবেন না ট্রাম্প- ফেডারেল আদালত

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে করা অপরাধের জন্য আনীত অভিযোগের বিচার থেকে দায়মুক্তি পাবেন না যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁর বিচার করা যাবে। গত মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারী) ওয়াশিংটন ডিসির ফেডারেল আপিল আদালত এ অভিমত দিয়েছেন।

ফেডারেল নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁর বিচার হওয়া উচিত নয়ড় ট্রাম্পের এমন যুক্তি স্পষ্টভাবে খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। আদালতের আদেশের সমালোচনা করে একে ‘জাতি বিধ্বংসী’ বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট।

ওয়াশিংটন ডিসির তিন সার্কিট জজের প্যানেলের ৫৭ পৃষ্ঠার সর্বসম্মত অভিমতে বলা হয়েছে, একজন সাবেক প্রেসিডেন্টকে দায়িত্বে থ াকাকালে তাঁর নেওয়া পদক্ষেপের জন্য বিচারের মুখোমুখি করার সুযোগ বিচারব্যবস্থায় রয়েছে।

অভিমতে বিচারকেরা আরও বলেন, ‘প্রেসিডেন্টের দপ্তর এর সাবেক দায়িত্ব পালনকারীকে পরবর্তী পুরোটা সময়ের জন্য আইনের ঊর্ধ্বে রাখবে, আমরা তা মেনে নিতে পারি না।’

আদেশে আরও বলা হয়, ‘২০২০ সালের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরও সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষমতায় থাকার প্রচেষ্টা ছিল বলে আভিযোগ রয়েছে। যদি প্রমাণিত হয়, এটা আমাদের সরকারের কাঠামোর ওপর এক নজিরবিহীন আক্রমণ। অভিযোগ রয়েছে, তিনি নিজেকে ইলেক্টোরাল কলেজের ভোট গণনা ও প্রত্যয়নের এমন একটি প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেছিলেন, যেখানে প্রেসিডেন্টের কোনো ভূমিকা নেই। বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি এবং বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

প্রেসিডেন্ট হলে চীনের ওপর আরও শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে জিতলে তিনি চীনা পণ্যের ওপর আরও শুল্ক আরোপ করবেন। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ৬০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক হতে পারে। ট্রাম্প বলেন, আমাদের এটি করতে হবে।

রিপাবলিকান পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রয়েছে বেশ কয়েকটি অভিযোগ। এর মধ্যে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে। তিনি অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। চীনের বিরুদ্ধে অন্যায় বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

মিয়ানমারে সংঘাত: কী করবে বাংলাদেশ?

হারুন উর রশীদ স্বপন : বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার বান্দরবানের তমব্রু সীমান্তের বিজিবি ক্যাম্পে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) ৫৮ জন সদস্য। নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের বিদ্রোহী দল আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষের মুখে পালিয়ে দেশটির এই সীমান্তরক্ষীরা। তাদেরকে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবির) ৩৪ ব্যটালিয়নের একটি স্থানীয় তামব্রু ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে বলে ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম।

এদিকে গত রোববার বিকাল থেকে সীমান্তের ওই অঞ্চলে গোলাগুলির আওয়াজ আর তেমন একটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে স্থানীরা।

সীমান্ত লাগোয়া নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নের এক নাম্বার ওয়ার্ডের মেম্বার মো. শফিকুর রাহমান রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ডয়চে ভেলেকে জানান, ‘‘বিকাল থেকে মিয়ানমারে আর গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মিয়ানমারের বিজিপির সদস্যরা বাংলাদেশের বিজিবির তামব্রু ক্যাম্পে আছেন। আরাকান আর্মি মিয়ানমারে বিজিপির একটি ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি৶

নাইখংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকারিয়াও গেলাগুলির শব্দ রবিবার সন্ধ্যায় আর না পাওয়ার কথা বলেছেন।

শনিবার দুপুরের পর থেকে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইখংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। গেলাগুলির শব্দ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে শোনা যায়। সীমান্ত এলাকার বাড়িতে গুলি ও মর্টার সেল এসে পড়ে। এতে তিন বাংলাদেশি নাগরিক আহত হন।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসদুজ্জামান খান কামাল রবিবার দুপুরে সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে জানান, ‘‘মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) সদস্যরা আমাদের সীমানর মধ্যে ঢুকে সহযোগিতা চেয়েছেন। তাদের অস্ত্র জমা রেখে মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আমরা কোনো যুদ্ধে জড়াতে চাই না। আমাদের বিজিবির শক্তি সেখানে বৃদ্ধি করেছি যাতে আমাদেও সীমানায় কেউ প্রবেশ করতে না পারে৶

তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘‘তারা তো তাদের গভর্নমেন্ট ফোর্স। তাদের ফেরত নেবে না কেন? তাদেরকে ফেরত পাঠানোর জন্য পররররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আলোচনা চলছে।’’

এদিকে বাংলাদেশে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন রোববার সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে দেখা করেছেন সচিবালয়ে। পরে ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের রেশ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাতেও পড়েছে। এ বিষয়ে চীনের সহায়তা প্রত্যাশা করা হয়েছে।’’

স্থানীয় সূত্র বলছে ১৮ ঘন্টা পর রবিবার বিকেলে আরাকান আর্মি সেখানকার একটি ক্যাম্প (মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ ক্যাম্প) দখল করে নেয়ার পর সন্ধ্যায় সেখানে আর গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ঘুমধুম ইউনিয়নের এক নাম্বার ওয়ার্ডের মেম্বার মো. শফিকুর রাহমানের বাড়ি তামব্রু পশ্চিমকুল গ্রামে। তিনি বলেন, ‘‘রাত তিনটার দিকে আমার বাড়িতে মর্টার সেল পড়ে ওপার থেকে এসে। ওই সময় থেকেই ওখানে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮ ঘন্টা যুদ্ধের পর পরিস্থিতি এখন শান্ত। আমরা শুনেছি আরাকান আর্মি একটি ক্যাম্প দখল করে নিয়েছে।’’

মো. শফিকুর রহমান মেম্বার জানান, ‘‘আমরা বাড়ি ছাড়াও আরো একটি বাড়িতে মর্টার শেল পড়েছে। দুই বাড়িতে কেউ আহত না হলেও আশপাশ এলাকায় তিনজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন আতঙ্কে থাকলেও তারা এলাকা ছেড়ে চলে যায়নি। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে।

রবিবার ভোর রাত থেকে তামব্রু সীমান্তে অবস্থান করছেন স্থানীয় সাংবাদিক আব্দুল হাকিম। তার বাড়ি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায়। তিনি বলেন, ‘‘শনিবার বিকেল ৩টার দিক থেকেই ওইপাড়ে গুলির শব্দ শোনা যায়। রাতে আরো তীব্র হয়। গুলি ও মর্টারের শেল বাংলাদেশ অংশেও এসে পড়ে। রোববার বিকেল থেকে গোলাগুলির শব্দ কমে যায়। আমরা জানতে পেরেছি বিকাল পর্যন্ত ৫০ জনেরও বেশি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থান শক্তিশালী করেছে বাংলাদেশ জানালেন ওবায়দুল কাদের

পরিচয় ডেস্ক: মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের সৃষ্ট সমস্যায় সীমান্তে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গত বৃহস্পতিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সড়ক

পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের সৃষ্ট সমস্যায় সীমান্তে অবস্থান আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। আমরা সীমান্ত উদারভাবে খুলে দেওয়ার পক্ষপাতী নই এবং এ সুযোগ আমরা কাউকে দেব *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ঢাকা বইমেলা: বইয়ের প্রাঙ্গন হয়ে ই-বুকের জগতে

সমীর কুমার দে : পাঁচ দশক আগে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের বটতলায় এক টুকরো চটের উপর শুরু হয়েছিল বইমেলা। কলেবর বেড়ে মেলার বিস্তৃতি এখন বাংলা একাডেমি ছাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত।॥ ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের সামনের বটতলায় এক টুকরো চটের উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে শুরু করেছিলেন বইমেলা। এই ৩২টি বই ছিলো চিত্তরঞ্জন সাহার নিজের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমানে মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতে অবস্থানকারী বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই।

সেই বইমেলার কলেবর বেড়ে এখন বাংলা একাডেমি ছেড়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিস্তৃত হয়েছে। সাড়ে১১ লাখ বর্গফুট জায়গায় ৬৩৫টি প্রতিষ্ঠান ৯৩৭টি স্টল স্থাপন করেছে। শুধু মেলার আকারের পরিবর্তন হয়েছে বিষয়টি এমন নয়। প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে এখানেও। কাগজের বই থেকে এখন আগ্রহ বাড়ছে ই-বুক বা ডিজিটাল বুকে। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অডিও বুকেরও। নামকরা প্রকাশকেরাও ই-বুকে আগ্রহী হচ্ছেন।

গত পহেলা ফেব্রুয়ারি বইমেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু কাগজের বই প্রকাশ না করে ডিজিটাল মাধ্যমেও বই প্রকাশ করার জন্য প্রকাশকদের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘আপনারা ডিজিটাল প্রকাশক হলে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও পৌঁছাতে পারবেন। মনমানসিকতা পরিবর্তন করে আধুনিক প্রযুক্তিটাও রপ্ত করতে হবে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে আমরা এগিয়ে যাব।’’

প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল মাধ্যমে বই প্রকাশের কথা বললেও বাংলা একাডেমি এখনো সে পথে হাঁটতে পারেনি। ডিজিটাল মাধ্যমে বই প্রকাশের কোনো উদ্যোগ নেয়নি বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন বলেন, ‘‘আমরা এখনো এই ধরনের উদ্যোগ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

১৩ নেতাকে হত্যার অভিযোগ বিএনপির, কারা কর্তৃপক্ষের অস্বীকার

পরিচয় ডেস্ক: গত তিন মাসে কারাগারে নির্যাতনে বিএনপির ১৩ নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন রুহুল কবির রিজভী। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মনে করেন, প্রত্যেকটি মৃত্যুই ‘পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’। তবে কারা উপ মহাপরির্দক মো. মইন উদ্দিন ভুঁইয়া বলেছেন, ‘‘এ ধরনের কোনো অভিযোগ তারা পাননি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নিরাপত্তা, দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশে বেড়েই চলেছে বাল্যবিবাহ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের বিয়ে ৫০ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে।সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য ও সচেতনার অভাবে বাল্যবিয়ে কমানো যাচ্ছে না। বরং প্রতিবছরই বাড়ছে। সরকারি নানা পদক্ষেপ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগও কাজে আসছে না।

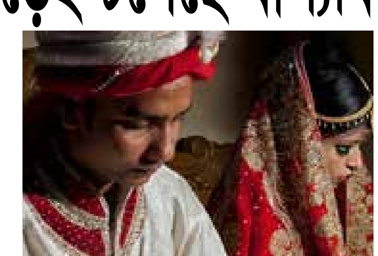

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আর্থিক সংকটের কারণে মূলত নিম্নবিত্ত মানুষ কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন।

‘বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স ২০২২’ শিরোনামের চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি গত বুধবার প্রকাশ করেছে বিবিএস। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২২ সালে ১৫ বছরের বেশি কিন্তু ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ের ঘটনা বেড়ে ৪০ দশমিক ৮৫ শতাংশে পৌঁছেছে। আগের বছর যা ছিল ৩২ দশমিক ৩৬ শতাংশ। অন্যদিকে, ১৫ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ের ঘটনা আগের বছরের চেয়ে ২০২২ সালে প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। এ ধরনের বিয়ের ঘটনা বেড়ে হয়েছে ছয় ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল চার দশমিক ৭২ শতাংশ। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পঞ্চম মেয়াদে শেখ হাসিনার ক্ষমতাগ্রহণ, বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান

ওবাই সাবানদার: গত ৭ জানুয়ারি নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতাসীন নারী সরকারপ্রধান হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একইসঙ্গে টানা চার মেয়াদসহ মোট পাঁচবার ক্ষমতায় এসেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, যিনি ১৯৭১ সালে দেশটির রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যদিও এর চার বছর পর সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের সঙ্গে তিনিও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। তবে দেশের বাইরে থাকায় এ হামলা থেকে কেবল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা বেঁচে যান।

এরপর ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলে বাংলাদেশ এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ করে, যাকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা কেবল 'মিরাকল' বলে উল্লেখ করেন। এ উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের ভূমিকা রয়েছে। বিষয়টি দেশটির কৌশলগত জোট ভারত, অর্থনৈতিক মিত্র চীন এবং আরব বিশ্ব দ্বারাও প্রমাণিত। দেশটি তৈরি পোশাকশিল্পে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থান দখল করেছে। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান বাজার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আরব নিউজে নিবন্ধ

একদিকে যুক্তরাষ্ট্র যখন দক্ষিণ চীন সাগর ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজের জোট সদস্যদের নিয়ে চীনের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক একই সময়ে জাপানের অর্থায়নে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তুলতে যাচ্ছে। যা কেবল বাংলাদেশের সামুদ্রিক সক্ষমতা বাড়াবে না, এটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যকার সংযোগ স্থাপনকারী দেশ হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করবে। ফলে আঞ্চলিক সংযোগ ও ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একক অবস্থানের ভিত্তি গড়ে তুলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে যুক্তরাষ্ট্রকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি মাথায় রাখার অনুরোধ করেছে পশ্চিমারা। কারণ এই অঞ্চলে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ এবং এটা এমন এক সময় যখন তাইওয়ান প্রণালী এবং দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে বেইজিংয়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের উত্তেজনা চলছে।

এ অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয় এবং পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেননা দেশটির জন্য এ নির্বাচন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেখানে বিরোধী দলগুলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে যাচ্ছিল এবং দেশটিও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনাকে স্ট্রং লেডি বললেন ভারতের রাষ্ট্রপতি

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দেশটিতে সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে এ সাক্ষাৎ করেন তিনি। সাক্ষাতের সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একজন স্ট্রং লেডি হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে জানিয়েছেন ড. হাছান মাহমুদ।

সাক্ষাৎ শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, তাকে আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন এবং এমন একজন স্ট্রং লেডি, যিনি পর পর চারবার এবং পঞ্চমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, সেজন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, আমি তাকে বলেছি যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুদিন আগে বলেছেন- জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে কেন একজন মহিলাকে দেখতে পাই না? দেখতে চাই। তিনি সেটির সঙ্গেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির সঙ্গে ভারত সবসময় ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

২০২২ সালে ভারতীয় *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের চিঠি

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। তাতে তিনি বাংলাদেশকে এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে উত্তরণ এবং অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা অংশীদারত্ব জোরদারে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

চিঠিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে ঋষি সুনাক লিখেছেন, 'আপনি একটি ঐতিহাসিক পঞ্চম মেয়াদে যাত্রা শুরু করায় এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় উন্নয়ন লাভের প্রতিফলন ঘটায়-আমি আমাদের দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা অংশীদারত্ব আরও জোরদার করতে এবং এলডিসি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের প্রতি আমার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের অংশীদারত্ব দুই দেশের জনগণের মধ্যকার বন্ধুত্বের শক্তিশালী বন্ধনের এক গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমি আশা করছি, অধিকার ও স্বাধীনতার অগ্রগতির পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনে সমঝোতার পরিবেশে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চিঠি

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাতে তিনি বাংলাদেশের উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সমর্থনের পাশাপাশি একটি অবাধ ও মুক্ত ভারতপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অভিন্ন স্বপ্ন পূরণে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠায় ঢাকার সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গত রোববার (০৪ ফেব্রুয়ারী) সকালে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের কাছে এই চিঠি হস্তান্তর করেছেন।

ধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো চিঠিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ অংশীদারত্বের পরবর্তী অধ্যায় শুরুর পর্বে আমি বলতে চাই, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা, বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ আরও অনেক ইস্যুতে আমাদের প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করার ঐকান্তিক ইচ্ছা আমি তুলে ধরছি।'

জো বাইডেন লিখেছেন, 'সমস্যা সমাধানে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ ও সফল ইতিহাস রয়েছে। আর আমাদের এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে দুই দেশের জনগণের শক্তিশালী সম্পর্ক।'

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর চিঠিতে বলেছেন, 'বাংলাদেশের উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সমর্থন এবং একটি অবাধ ও মুক্ত ভারতপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অভিন্ন স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

অনুপ্রবেশ ও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: মিয়ানমারে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর চলছে সংঘাত। আভ্যন্তরীণ এ দাঙ্গায় ইতোমধ্যেই মিয়ানমারের অনেক মানুষ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। এছাড়া কয়েক লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। বিষয়টি নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানতে চাওয়া হয়।

এ প্রশ্নের জবাবে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক চিঠিতে এ কথা জানিয়েছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রায় এক সপ্তাহ পর জবাব দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

গত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) মিয়ানমার ইস্যুতে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা কয়েক লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয়দানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আগের মতো এবারো সহায়তা করবে তারা।

এর আগে গত ১ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মিয়ানমারে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সংঘাত এবং বাংলাদেশে কয়েক লাখ রোহিঙ্গার আশ্রয়ের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চাওয়া হয়। প্রশ্নের প্রায় এক সপ্তাহ পর এ বিষয়ে লিখিত জবাব দিলেন ম্যাথিউ মিলার।

মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে মানবিক সংকটের পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে বলেও মনে করে যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখ করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মিলার বলেন, বেসামরিক নাগরিকদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় দেশটি।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র আরো বলেন, ইতোমধ্যে মিয়ানমারের জান্তা ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সংঘাতের আঁচ এসে পড়েছে বাংলাদেশে। মিয়ানমার থেকে ছোড়া গোলায় প্রাণ হারিয়েছেন এক বাংলাদেশি নাগরিক। সংঘর্ষ আর ওপার থেকে ভেসে আসা তীব্র গোলাবারুদের শব্দে আতঙ্কে দিন কাটছে মিয়ানমার সীমান্তে থাকা জনপদগুলো। আরাকান আর্মির সঙ্গে চলমান সংঘাতে টিকতে না পেরে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশের দুই শতাধিক সদস্য।

মার্কিন ডলার বিশ্ববাজারে এখন আরও শক্তিশালী

পরিচয় ডেস্ক: আট সপ্তাহের মধ্যে মার্কিন ডলারের দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমাবে বলে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, সেটি ঘটবে না বলে ধারণা করে বিশ্ব আর্থিক বাজারে ডলারের দাম বেড়ে গেছে। সুদের উঁচু হার সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ভালো করছে, আর সে কারণে সুদের হার এখনই কমানোর বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক।

গত সোমবার (৬ ফেব্রুয়ারী) আর্থিক বাজারে জাপানি ইয়েন এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ডলারের দাম পড়ে যায়। মার্কিন ডলারের বিপরীতে এই পতন গত দুই মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। একইভাবে এক মাসের মধ্যে সবচেয়ে নিচে নেমেছে ইউরোর দাম। প্রতি ইউরোর বিপরীতে এখন পাওয়া যাচ্ছে ১ দশমিক শূন্য ৭ ডলার।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে জানানো হয়েছে, প্রধান প্রধান মুদ্রার বিপরীতে ডলার সূচকের মান ১০৪ দশমিক ১৮-এ উঠেছে, যা গত ডিসেম্বরের পরে সর্বোচ্চ।

গত শুক্রবার (৩রা ফেব্রুয়ারী) যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। বাজারে যে প্রত্যাশা ছিল, কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক ভালো হওয়ার কারণে সুদের হার কমানো নিয়ে ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। গত সপ্তাহে জেরোম পাওয়েল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

নীতিনির্ধারণী বৈঠকে বলেছিলেন, সম্ভবত মার্চে সুদের হার কমানো হবে না।

পিপারস্টোনের গবেষণা বিভাগের প্রধান ক্রিস ওয়েস্টন বলেন, ফেডের ওপেন মার্কেট কমিটির পর সংবাদ সম্মেলনে জে পাওয়েল যা বলেছেন এবং এরপর অকৃষি খাতের শক্তিশালী কর্মসংস্থানের প্রতিবেদন- এই দুটি বিষয় সত্যিকার অর্থে মার্চে সুদের হার কমানোর রাস্তা কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে।

গত রোববার (৫ ফেব্রুয়ারী) রাতে প্রচারিত সিবিএস নিউজের ‘সিক্সটি মিনিটস’ অনুষ্ঠানে জেরোম পাওয়েল বলেছেন, ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান সুদের হার কখন কমানো হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘দূরদর্শী’ হতে পারে। অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি যে কমে আসবে, সে ব্যাপারে আস্থাবান হতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন।

আর্থিক বাজারে জাপানি ইয়েনের দাম শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ান ডলারের পতন হয়েছে শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ। দাম কমেছে পাউন্ড-স্টার্লিংয়েরও। গত ১৭ জানুয়ারির পর ব্রিটিশ মুদ্রার দাম এখন সবচেয়ে কম।

কমনওয়েলথ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়ার মুদ্রা বিশেষজ্ঞ ক্যারল কং বলেন, ডলারের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবত টেকসই হবে। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

অস্তিত্ব সংকটে টাঙ্গাইল শাড়ি

পরিচয় সংবাদ: যুগের পর যুগ ধরে কারিগরদের নিপুণ ছোঁয়ায় বাহারি ডিজাইনে তৈরি হচ্ছে টাঙ্গাইল শাড়ি। প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্য টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার পাথ রাইল, কালিহাতি উপজেলার বল্লা, সদর উপজেলার পোড়াবাড়ি ও চাড়াবাড়িসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে এ শাড়ি তৈরি করছেন তাঁতিরা। যুগের পরিবর্তনে এনেছেন আধুনিকতার ছোঁয়া। টাঙ্গাইল শাড়ি গর্ভের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে সারা দেশসহ বিশ্ব বাজারেও জায়গা করে নিয়েছে।

প্রতিবেশী ভারত টাঙ্গাইলের এ ঐতিহ্যবাহী শাড়ি তাদের দাবি করে ২ফেব্রুয়ারি জিআই স্বীকৃতি নেয়ায় তাঁত শাড়ি সংশ্লিষ্ট মালিক-শ্রমিকসহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অনেকটাই অবাক হয়েছেন। সারা বিশ্ব যেখানে জানে টাঙ্গাইল শাড়ি বাংলাদেশের ঐতিহ্য। হঠাৎ এ শাড়িকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য দাবি করে জিআই স্বীকৃতি নেয়ায় প্রকৃত টাঙ্গাইল শাড়ি এখন একরকম অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। হুমকির মুখে পড়েছেন এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় সাড়ে তিন লাখ মালিক-শ্রমিক।

তাঁত মালিক ও শ্রমিকরা বলছেন, ১৯৭১ সালে অনেক তাঁত মালিক শ্রমিক ভারতে গিয়ে টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি করছেন। কিন্তু তারা তো টাঙ্গাইল থেকেই শিখেছেন এ শাড়ি কীভাবে তৈরি করতে হয়। তাহলে কীভাবে এ শাড়ি ভারতের উৎপাদিত শাড়ি হতে পারে এমন প্রশ্ন ছুড়েছেন এ শিল্পের মালিক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন মহল।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন তাঁত মালিক ও শ্রমিকরা। এ ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি তাদের।

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল বিভাগের অধ্যাপক ড. জয়কৃষ্ণ সাহা জানান, ৫০০ বছর আগে টাঙ্গাইলে ধলেশ্বরী নদীর পাড় ঘেঁষে মসলিন শাড়িসহ অন্যান্য শাড়ি তৈরি শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইলে বসাক পরিবার এ শিল্পের বিকাশ ঘটায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িত কিছু লোক ভারতে চলে যায় এবং সামান্য কিছু তাঁতে সেখানে শাড়ি তৈরি শুরু করেন।

তিনি আরও জানান, পরবর্তী সময়ে বসাক পরিবারের একটা অংশ ভারতে যায় এবং শাড়ির ব্যবসার আরও প্রসার ঘটাতে ভারতেও তাদের শাখা ব্যবসা এবং শাড়ি উৎপাদন শুরু করেন। এভাবেই আস্তে আস্তে ভারতের ফুলিয়া অঞ্চলে টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি শুরু হয়। তবে টাঙ্গাইল শাড়ির নামকরণেই ওখানে শাড়ি তৈরি হচ্ছে।

যদি এ শাড়ির উৎপত্তি ভারতেই হতো, তাহলে কোনভাবেই টাঙ্গাইল শাড়ি নামকরণ হতো না। ফুলিয়া শাড়ি অথবা পশ্চিমবঙ্গ শাড়ি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মূল্যস্ফীতি নিয়ে ঝামেলায় আছি, এখন ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন তহবিল দেওয়া সম্ভব নয়

-বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

সময় সংবাদবাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেছেন, ‘দেশের চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ে ঝামেলায় আছি। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন তহবিল দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ, টাকা দিলে নতুন করে অর্থ সৃষ্টি হয়। যা মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে সরাসরি জড়িত। এটা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন টাকা ইস্যুর বিষয়ে সংবেদনশীল। সুতরাং, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এখন আর নতুন তহবিল দেওয়া যাবে না।’

বৃহস্পতিবার (০৮ ফেব্রুয়ারী) ঢাকার মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে মাইক্রো ফাইন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

রমজানে বাংলাদেশে পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতে ভারতকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধ

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন রমজান মাসে মূল্য স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভারতের রাজ্যসভার লিডার অব দ্য হাউস এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়ালকে অনুরোধ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। শুক্রবার (০৯ ফেব্রুয়ারী) ভারতের রাজ্যসভার লিডার অব দ্য হাউস এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গয়ালের সঙ্গে এক বৈঠকে এই অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান।

নতুন পার্লামেন্ট ভবনে পীযুষ গয়ালের অফিসে দুদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা প্রত্যাহার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন হাছান মাহমুদ। বৈঠক নিয়ে তিনি সাংবাদিকদের জানান,ওআমরা ভারত থেকে যে পচনশীল পণ্যগুলো আমদানি করি, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। রমজানের আগে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ এবং এক লাখ টন চিনি যাতে আমরা পাই, সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিও

তারা পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, সংযোগ, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, পানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দেন। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মুস্তাফিজুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের শিল্প খাতে নীরবে বেকারত্ব বাড়ছে

পরিচয়: বাংলাদেশে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটের কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে কার্যাদেশ কমে যাওয়ায় ছোট ও মাঝারি আকারের পোশাক কারখানাগুলো টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে ডলার সংকট এবং অস্থিতিশীল আর্থিক পরিস্থিতি। নানামুখী চাপ সামলাতে না পেরে মালিকরা বেশকিছু গার্মেন্টস গুটিয়ে নিয়েছেন। কেউ কেউ গোপনে ধাপে ধাপে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখার চেষ্টা করছেন। নিয়মিত বেতন–ভাতা না পেয়ে কোথাও কোথাও শ্রমিকরাই বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়ছেন। এতে শিল্প খাতে বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

এর ওপর তৈরি পোশাকসহ রপ্তানি পণ্যের ওপর সরকারি নগদ প্রণোদনা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এর নেতিবাচক প্রভাবও শ্রমিকদের ওপর পড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন। ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বড় বাজার। রাজনৈতিক কারণে ওই সব বাজার ধরে রাখা নিয়ে শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যেই গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি গোটা শিল্পের জন্য অশনিসংকেত। পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় অঞ্চল চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও সাভার এলাকার শিল্প কারখানার চালচিত্রে যা এখনই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

গার্মেন্টস শিল্পমালিকরা জানান, বৈশ্বিক মন্দায় ইউরোপ আমেরিকায় রপ্তানি কমেছে। দেশে গ্যাস-বিদ্যুৎ সঙ্কটের কারণে বেড়েছে উৎপাদন ব্যয়। তাতে লোকসানের মুখে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো মতো টিকে আছে আরো কিছু কারখানা। নীরবে শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত আছে। মাসের পর মাস বেতন-ভাতা না পেয়ে অনেক শ্রমিক গ্রামে ফিরে গেছেন। অনেকে পেশা বদল করছেন। কারখানা মালিকের কাছ থেকে পাওনা বুঝে নিয়ে সে টাকায় নিজে নিজে কিছু করার চেষ্টা করছেন অনেক শ্রমিক। ছাঁটাই কিংবা স্বেচ্ছায় শ্রমিকরা চলে যাওয়ার পর শূন্য পদ পূরণ করা হচ্ছে না। সিংহভাগ পোশাক কারখানায় নতুন নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। নতুন কারখানা চালু করা দূরে থাক বিদ্যমান কারখানাও পুরো দমে চালু রাখা যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে বেশকিছু কারখানা গুটি কয়েক ইউনিট চালু রেখে কোনোমতে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। চট্টগ্রাম গার্মেন্টস মালিকদের একাধিক সূত্র জানায়, ১৯৭৮ সালে সেখানে তৈরি পোশাক রপ্তানির গোড়াপত্তন হয়েছিল। এক সময় ছোট-বড় মিলিয়ে আট শতাধিক কারখানা ছিল। ’৯০-এর দশকেও দেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ৪০ শতাংশের বেশি হিস্যা ছিল চট্টগ্রামের। সেটি ধীরে ধীরে কমছে। বিজিএমইএর হিসাবে এখন চালু কারখানার সংখ্যা ৪০০। এর মধ্যে সরাসরি পণ্য রপ্তানি করে ২৯০টির মতো কারখানা। বাকিগুলো অন্যের হয়ে সাবকন্ট্রাক্টে পোশাক উৎপাদনের কাজ করে। পোশাক খাত সংশ্লিষ্টরা জানান, গত কয়েক মাসে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গেছেন। অনেক কারখানা মালিক নীরবে শ্রমিক ছাঁটাই করেছেন। কোনো কোনো কারখানায় মাসের পর মাস বেতন না পেয়ে শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে পেশা ছেড়ে গেছেন। মাঝে মধ্যে কোনো কোনো এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নীরবেই কারখানা ছেড়ে গেছেন। কোথাও কোথাও গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের মোট পাওনার সামান্য অংশ ধরিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের বিদায় করে দিচ্ছেন। কাজ নেই, বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়ার অবস্থাও নেই। এ অবস্থায় নিজ থেকে চলে গেছেন অনেক শ্রমিক।

বিজিএমইএর সহসভাপতি রাকিবুল আলম চৌধুরী বলেন, বৈশ্বিক মন্দায় পোশাক রপ্তানি কেবলিই কমছে। এতে চট্টগ্রামের কারখানাগুলোতে উৎপাদন ৩৫ শতাংশ কমে গেছে। অনেক কারখানার একাধিক ইউনিট বন্ধ রয়েছে। কাজ না থাকায় অনেক শ্রমিক পেশা বদল করে চলে গেছে। অনেকে শহরের জীবন ছেড়ে গ্রামে চাষাবাদ করছে। নতুন করে শ্রমিক নিয়োগও প্রায় বন্ধ। দেশে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এতে কারখানা মালিকরা লোকশানের মুখে পড়েছেন। দফায় দফায় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বর্ধিত মূল্য পরিশোধ করেও গ্যাস, বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। লোডশেডিং অসহনীয় হয়ে উঠেছে। গত কয়েক দিনে গ্যাস সংকট আরো প্রকট হয়েছে। গ্যাস, বিদ্যুৎ আর জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে পরিবহণসহ সব খাতে ব্যয় বেড়ে গেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পোশাক খাতে। ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে অনেকে উৎপাদন কমিয়ে পোশাকে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছেন। বিদেশে বাজার ধরে রাখার এই প্রচেষ্টা সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

গাজীপুরের গার্মেন্টস মালিকরা জানান, এলাকার টঙ্গী, কোনাবাড়ী, কাশিমপুর, কালিয়াকৈর, শ্রীপুরের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে লাখ লাখ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে গার্মেন্টস মালিকরা সময়মতো বেতন পরিশোধ করতে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ঋণের শর্তপূরণ: আইএমএফের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের লুকোচুরি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জন্যআইএমএফের ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের শর্ত বাস্তবায়নে লুকোচুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। শর্ত মানার ধারাবাহিকতায় আর্থিক খাতে সুশাসন ফেরাতে খেলাপি ঋণের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় খেলাপি রাতারাতি কমানো যায় না বলে আইএমএফকে খেলাপি কম দেখাতে লুকোচুরি করছে ব্যাংকগুলো। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিসহায়তাকে পুঁজি করার অভিযোগ রয়েছে। নতুন নিয়মে দুই বছরের বেশি খেলাপিড় এমন ৪৪ হাজার কোটি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি, ১২ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিল সিন্ডিকেট

পরিচয় ডেস্ক: কর্মী ভিসায় বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় যেতে একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ খরচ ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। ২০২২ সালে এক অফিস আদেশে এই খরচ নির্ধারণ করেছিল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের এই আদেশ মানছে না রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো। দেশটিতে গমনেচ্ছুক একেকজন কর্মীর কাছ থেকে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা বেশি আদায় করছে তারা। এই প্রক্রিয়ায় গত দুই বছরে মালয়েশিয়ায় যাওয়া ৪ লাখ কর্মীর কাছ থেকে অন্তত ১২ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে জনশক্তি রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত একটি সিন্ডিকেট। এ নিয়ে একের পর এক অভিযোগ জমা পড়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)। এরই মধ্যে অভিযোগ অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক।

বাংলাদেশের সঙ্গে মালয়েশিয়া সরকারের চুক্তির আওতায় ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১০টি নির্ধারিত রিক্রুটিং এজেন্সি কর্মী পাঠাত। পরবর্তী সময়ে ২০২১ সালে নতুন একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে দুই দেশ। সেই সমঝোতায় *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

জানুয়ারিতে বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে ১১.৪৫ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের রপ্তানি ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেড়ে ৫ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। মূলত পোশাক ও অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি বাড়ায় এই অগ্রগতি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-জানুয়ারি সময়ের রপ্তানি আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৫২ শতাংশ বেড়ে ৩৩ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। তবে ইপিবির তথ্য থেকে জানা গেছে, জানুয়ারির রপ্তানি মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ৫ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে শূন্য দশমিক ৬৯ শতাংশ কম। একইসঙ্গে জুলাই-জানুয়ারির রপ্তানি আয় ৩৫ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ কম।

জানুয়ারিতে বিশ্ব খাদ্য মূল্য অব্যাহতভাবে কমেছে জানালো জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) খাদ্য মূল্য সূচক জানুয়ারিতে কমেছে। গত বছরের অব্যাহত প্রবণতা মেনেই এ বছরও মূল্য সূচক কমেছে। সংস্থাটি এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে। ফাও আরো বলেছে, গম ও ভুট্টার দাম কমায় খাদ্য মূল্য কমেছে।

ফাওয়ের খাদ্য মূল্য সূচক বিশ্ব বাজারে বিভিন্ন খাদ্য পণ্যের দামের মাসিক পরিবর্তন পরিমাপ করে। সে অনুযায়ী জানুয়ারিতে খাদ্য মূল্য সূচক দাঁড়িয়েছে ১১৮ পয়েন্ট যা ডিসেম্বরের তুলনায় ১ শতাংশ এবং গত বছরের তুলনায় ১০.৪ শতাংশ কম। সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বজুড়ে

বিশ্ব এখন 'বিশৃঙ্খলার যুগে' বললেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, বিশ্ব এখন 'বিশৃঙ্খলার যুগে' প্রবেশ করছে। কারণ, নিরাপত্তা পরিষদ গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ায় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সমাধান করতে অক্ষম।

গত ৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার গাজা যুদ্ধ পঞ্চম মাসে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গুতেরেস সতর্ক করে দিয়েছেন, যদি ইসরায়েলি সশস্ত্র বাহিনী দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফাহর দিকে অগ্রসর হয় তবে এটি 'তাত্ত্বিকভাবে অবর্ণনীয় আঞ্চলিক পরিণতিসহ একটি মানবিক দুঃস্বপ্ন বৃদ্ধি করবে।'

৭ অক্টোবরের নজিরবিহীন হামলার পর হামাসকে ধ্বংস করার জন্য ইসরায়েলি বাহিনী গাজা উপত্যকায় বিরামহীন বোমাবর্ষণ করেছে এবং সর্বাত্মক স্থল আক্রমণ চালিয়েছে। যার ফলে দশ লাখেরও বেশি লোক দক্ষিণ দিকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বুধবার, ৭ ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতার সময় তার ২০২৪ অগ্রাধিকারগুলো উপস্থাপনকালে গুতেরেস বলেছেন, 'অবিলম্বে একটি মানবিক যুদ্ধবিরতি এবং সমস্ত জিম্মিদের নিঃশর্ত মুক্তির দেওয়ার এখনই সময়।'

বক্তৃতায় তিনি অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন।

সেপ্টেম্বরে তার 'সামিট অফ দ্য ফিউচার'কে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কর্মহীনতাকে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে আরও 'গভীর এবং আরও বিপজ্জনক' বলে অভিহিত করেন তিনি।

সাবেক পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী গুতেরেস বলেছেন, 'জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব শান্তির প্রশ্নগুলোর প্রাথমিক প্ল্যাটফর্ম ভূ-রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে' দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'নিরাপত্তা পরিষদ এবারই প্রথম বিভক্ত হয়নি।' তবে এবারের বিভক্তি সবচেয়ে বেশি 'গভীর এবং বিপজ্জনক।'

মহাসচিব বলেছেন, স্নায়ু যুদ্ধের সময় থেকে ভিন্ন, যখন 'সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়াগুলো পরাশক্তিকে পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিল', সেই প্রক্রিয়াগুলো 'আজকের বহুমুখী বিশ্বে' হারিয়ে গেছে।

জাতিসংঘ প্রধান সতর্ক করেছেন 'আমাদের বিশ্ব আজ একটি বিপজ্জনক এবং অপ্রত্যাশিত 'বিশৃঙ্খলার যুগে প্রবেশ করছে'।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে যে শর্ত দিল সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের জবাবে পাল্টা শর্ত দিয়েছে রিয়াদ। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবির আগ্রহের কথা জানানোর পর সৌদি আরব জানিয়েছে- স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখবে না তারা। বুধবার (৭ই ফেব্রুয়ারী) এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এর আগে সোমবার সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

একটানা 'উষ্ণতম' ১২ মাস পার করল বিশ্ব

পরিচয় ডেস্ক: প্রথমবারের মতো টানা ১২ মাস ধরে শিল্পায়ন-পূর্ব সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি উষ্ণতা ছিল বিশ্বে। বিজ্ঞানীরা একে 'মানবজাতির জন্য সতর্কবার্তা' বলছেন।

ইউরোপের জলবায়ু পর্যবেক্ষণ সংস্থা কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস (সিথ্রিএস) আজ বৃহস্পতিবার এসব কথা জানিয়েছে।

সিথ্রিএসের তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের জানুযারি পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা ১৯ শতকের তুলনায় ১ দশমিক ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্কে টানাপড়েন, যে বার্তা দিল যুক্তরাষ্ট্র

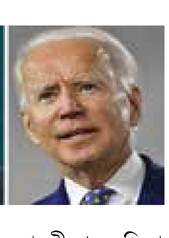

মালদ্বীপের নতুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মুইজ্জু বরাবর চীনপন্থী হিসাবেই পরিচিত। ক্ষমতায় আসার পরে প্রথমেই তিনি চীন সফর সেরে এসেছেন। চীন থেকে মালদ্বীপকে দেয়া ঋণের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু দেশ মালদ্বীপ। ভারতের পড়শিকে এমন ভাবেই ব্যাখ্যা করল যুক্তরাষ্ট্র।

বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) জানিয়েছে, ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকাকে মুক্ত, নিরাপদ এবং সুরক্ষিত রাখতে মালদ্বীপের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার এই দ্বীপরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় করতে বদ্ধপরিকর ওয়াশিংটন।

তবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বেশ কিছু ইসলামি আইন অবৈধ ঘোষণা করলো মালয়েশিয়া

পরিচয় ডেস্ক: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ মালয়েশিয়ার কেলান্তান রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কয়েক ডজন ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক আইনকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছেন দেশটির উচ্চ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ক্যানসারে আক্রান্ত ব্রিটিশ রাজা চার্লস

পরিচয় ডেস্ক:ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস। সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বাকিংহ্যাম প্যালেস থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বাকিংহ্যাম প্যালেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজা তৃতীয় চার্লস চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী জনসমক্ষে সব ধরনের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবেন।

সম্প্রতি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন চার্লস। সেখানে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরে পড়ে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। তবে তিনি কী ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন, সেটি স্পষ্ট করা হয়নি।

মা রানি দ্বিতীয় *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

অনলাইনে কীভাবে আয় করা যায়?

পরিচয় ডেস্ক: অতিমারি করোনায় সময় আমাদের কাছে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বিষয়টি খুবই পরিচিত হয়ে উঠে। আগে যেখানে অনলাইনে আয় করা কাল্পনিক কিছু মনে হতো। ইন্টারনেটের কল্যাণে তা এখন অনেকটাই সহজ। কেননা, প্রায় সবকিছুই তো এখন করা হচ্ছে অনলাইনে।

এখন যে কেউ চাইলেই ঘরে বসে বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা ব্যবহার করে আয় করতে পারেন। অনলাইনে উপার্জনের নানা পথ তৈরি হয়েছে। নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর ভর করে বাসায় বসেই অর্থ আয়ের নানা উপায় রয়েছে। এই প্রতিবেদনে সেরকম কিছু উপায়ের তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে।

১. ফ্রিল্যান্সিং : ঘরে বসে অনলাইনে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবার আগে মাথায় আসে সেটি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং। এটি বর্তমানে অনেকটা জনপ্রিয়ও বটে। আপনার যদি একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা বা প্রতিভা থাকে তবে অনলাইনে অর্থ উপার্জনের একটি দুর্দান্ত উপায় ফ্রিল্যান্সিং। বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে ফ্রিল্যান্স কাজের সুযোগ দিয়ে থাকে।

প্রচুর ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যারা আপনাকে আপনার দক্ষতার ক্ষেত্রে যেমন লেখা, গ্রাফিক ডিজাইন, প্রোগ্রামিং বা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টে কাজ খুঁজে দেয়। এসব সাইটের মধ্যে ফাইভার ডটকম, আপওয়ার্ক ডটকম, ফ্রিল্যান্সার ডটকম ও ওয়ার্কএনহায়ার ডটকমে ফ্রিল্যান্সিং কাজ পাওয়া যায়। এসব সাইট থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত আয় করা যায়।

২. গ্রাফিক্স ডিজাইন : ফ্রিল্যান্সিংয়ের পাশাপাশি ঘরে বসে অর্থ আয়ের ভালো উপায় হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইন। এক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা থাকলে আপনি যদি অনলাইন মার্কেটপ্লেসগুলোতে আপনার ডিজাইন দিয়ে রাখেন, তাহলে সেখান থেকে আয় করা সম্ভব। এমনকি আপনার তৈরি করা একটি পণ্য অনেকবার বিক্রিও হবে, অর্থাৎ একটি ভালো ডিজাইন থেকেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত আয় আসতে পারে। অনলাইনে এ ধরনের অনেক ওয়েবসাইটে গ্রাফিক্সের কাজ বিক্রি করা যায়। তাছাড়া অনলাইন মার্কেটপ্লেসগুলোতেও গ্রাফিকস ডিজাইনারদের অনেক চাহিদা রয়েছে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ফেসবুক পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে করণীয়

পরিচয় ডেস্ক: আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যদি আগে থেকে ই-মেইল বা ফোন নম্বর এড করা থাকে, সেক্ষেত্রে খুব সহজেই ফেসবুক পাসওয়ার্ড রিকভার করা যাবে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে পাসওয়ার্ড রিকভার করতে ফেসবুক ডটকম ওয়েবসাইটে (ভধপবনড়ড়শ.পড়স) এ প্রবেশ করুন। ফেসবুক লগইন করার সময় ঋড়ৎমড়ঃঃবহ চধংংড়িৎফ ক্লিক করে আপনার দেয়া নাম্বার বা ই-মেইল ব্যবহার করতে হবে।

এরপর অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাওয়ার জন্য ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করা নাম/যুক্ত থাকা ফোন নম্বর/ই-মেইল অ্যাড্রেসের মধ্যে যেকোনো একটি দিতে হবে এবং ঝবধৎপয অপশনে ক্লিক করতে হবে।

অ্যাকাউন্ট সার্চ দেয়ার প্রসেস শেষ হলে আপনি আপনার একাউন্টে খুঁজে পাবেন। এরপর পরবর্তী ধাপে যেতে এঁৎু অহড়ঃযবৎ ধিু অপশনে ক্লিক করুন। পরবর্তী ধাপে আপনি আপনার একাউন্টের নাম প্রোফাইল ছবি এবং আপনার ব্যবহার করা ফোন নাম্বার এবং ইমেইল দেখতে পারবেন। যদি শুধু ফোন নাম্বার দিয়ে যদি ফেসবুক একাউন্ট খোলা থাকেন তাহলে শুধু *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ফেসবুক আইডি হ্যাক ঠেকাতে যা করবেন

পরিচয় ডেস্ক: ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং এখন আতঙ্কে রূপ নিয়েছে। জনপ্রিয় ব্যাক্তিদের পাশাপাশি অতিসাধারণ মানুষও হচ্ছেন হ্যাংকিংয়ের শিকার। আর এতে আর্থিক প্রতারণাসগ ঘটছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মতো ঘটনাও। তবে কিছু নিয়ম মেনে পুনরুদ্ধার করতে পারবেন হ্যাক হওয়া আইডিটি।

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক খুবই জনপ্রিয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই মাধ্যমটিতে রীতিমত ব্যবহারকারীরা আসক্ত হয়ে পড়ছে। এ কারণে প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে এখন প্রতারক চক্রের লক্ষ্য ফেসবুক। প্রতারকরা বিভিন্নভাবে প্রতারণা করে থাকেন ফেসবুকে।

এর মধ্যে একটি হচ্ছে- ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট হাতিয়ে নিয়ে তা ফেরত দেয়ার কথা বলে টাকা দাবি করা। কখনো আবার ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আপত্তিজনক, অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপরাধমূলক কিছু পোস্ট করে। যে কারণে বিপদ ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

এমন ঘটনার মুখোমুখি প্রায়ই হচ্ছেন মানুষ। থানায় জমা পড়ছে শত শত অভিযোগ । কিন্তু কোনোভাবেই হ্যাকারদের লাগাম টানা যাচ্ছে না। তবে কিছু পদ্ধতি মেনে চললে সুরক্ষিত রাখেতে পারবেন আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি। চলুন

জেনে নেওয়া যাক কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন আপনার আইডিটি:

অহেতুক লিঙ্কে ক্লিক করবেন না : অনেক সময় মেসেঞ্জারে অনেক প্রমোশনাল নিউজ বা আকর্ষণীয় নিউজের লিঙ্ক আসে। ক্লিক করলে প্রায় ফেসবুকের মতো দেখতে একটি ইন্টারফেস আসে, কিন্তু আপনাকে আবারও লগইন করতে বলা হয়। আপনি কিছু না ভেবেই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে হ্যাক হতে পারে আপনার ফেসবুক। কারণ ফেসবুক মনে করে যে ওয়েবসাইটে আপনি আপনার আইডি পাসওয়ার্ড দিলেন, সেটি আসলে ফেসবুক নয়।

যখনই ব্রাউজারের মাধ্যমে ফেসবুকে লগ ইন করবেন, খুব ভালোভাবে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

হোয়াটসঅ্যাপে কল রেকর্ড করার সহজ উপায়

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমানে বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। জনপ্রিয় এ অ্যাপটিতে ভয়েস ও ভিডিও কল করতে পারেন। তবে এটিতে কল রেকর্ড করার কোনো বিল্ট-ইন ফিচার নেই। তাছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ কল এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড। তবে যদি আপনার কল রেকর্ড করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কীভাবে তা করবেন, জেনে নিন।

ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে কেবল একে অপরকে বার্তাই পাঠানো যায় না, পাশাপাশি ভিডিও এবং ভয়েস কলও করা যায়। সব রকমের বার্তা পাঠানোর জন্য ওয়ান-স্টপ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। এটির মাধ্যমে ফাইল শেয়ার থেকে শুরু করে গ্রুপ চ্যাট ও ভিডিও কলও করা যায়।

কিন্তু অ্যাপটিতে কোনো বিল্ট-ইন কল রেকর্ড ফিচার না থাকা ও হোয়াটসঅ্যাপ কল এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড হওয়ায় এটিতে ভয়েস কল রেকর্ড করা যায় না। কিন্তু আপনি চাইলেই থার্ড পার্টি অ্যাপ ব্যবহার করে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

২০ বছরে বিশ্বকে কতোটা বদলে দিলো ফেসবুক

পরিচয় ডেস্ক: হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা দিয়ে গহনা বানানো খুলনার পারুলের শখ। স্কুলে পড়ার সময় সে অন্যদেরকে নিজের তৈরি গহনা বিনে পয়সায় দিয়ে দিতো। কিন্তু কলেজে উঠার পর তার চিন্তাভাবনা বদলে যায়।

ফেসবুকে পণ্য উৎপাদন ও অনলাইনে বিক্রি করে ভালোই আয় হয় পারুলের। ভালো লাগে নিজেকে ব্যবসায়ী ভাবতে। এখন তার দুজন কর্মীও আছে। শুধু একা পারুল নয়, বাংলাদেশের থানা পর্যায়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখন পড়ালেখার পাশাপাশি ফেসবুকে পেইজ খুলে টুকটাক ব্যবসা করেন। অনেকে ফেসবুক লাইভে পণ্য দেখিয়ে, ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে তা পৌঁছে দিয়ে ভালোই আয় করছেন।

অনলাইনে যারা বিজনেস করেন, তা বই বিক্রি হোক বা খাবার, ফেসবুক তাদের ব্যবসা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এমনকি এফ কমার্স বা ফেসবুক কমার্স নামে নতুন একটি শব্দও এখন উদ্যোক্তা মহলে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর অর্থ হলো, ফেসবুক পেইজ কাজে লাগিয়ে পণ্য বিক্রি করা বা আয় করা।

ইন্টারনেট হাতের নাগালে আসায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের ব্যবহার বেড়েছে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে প্রকৃত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ কোটি ২০ লাখ। ফেসবুক পেইজেও সম্ভাব্য গ্রাহক হিসাবে পাঁচ কোটির বেশি মানুষকে দেখানো হয়।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, দেশে সোয়া চার কোটি থেকে পাঁচ কোটির মতো ফেইসবুক ব্যবহারকারী রয়েছে।

অবশ্য বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা অনেক বেশি। গত বছরের অক্টোবরে তা ছিলো ১৩ কোটি ১৯ লাখ। তখন মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিলো ১১ কোটি ৯৭ লাখ। একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ইন্টারনেট ব্যবহার করলে গ্রাহক বিটিআরসির হিসাবে চলে আসে।

সংখ্যা যাই-ই হোক না কেন, ফেসবুক বাংলাদেশের ব্যবসা ও সামাজিক যোগাযোগের অনেক কিছুই বদলে দিয়েছে। ইভেন্ট আয়োজন করা, জনমত তৈরি করা, নিজের পরিচিতি বাড়ানো, নানা কিছু শেখানোসহ অনেক বৈচিত্র্যময় কাজে ফেসবুক এখন অপরিহার্য হয়ে ওঠেছে।

এমনকি গত সাধারণ নির্বাচনে অনেক প্রার্থী ফেসবুকে প্রচারণা চালিয়েছিলেন। নিজের কর্মকাণ্ড ফেসবুকে প্রচার করে জনপ্রিয় হওয়া ব্যারিস্টার সুমন একজন সাবেক মন্ত্রীকে পরাজিত করে সংসদ সদস্যও হয়েছেন। সংসদে যোগ দেয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে ফেসবুকের এমপি বলে অভিহিত করেন।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই ফেসবুক ব্যক্তিগত যোগাযোগ থেকে গণযোগাযোগের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। চলতি বছর বিশ্বের অর্ধেক মানুষ নির্বাচনে অংশ নেবে। বাইডেন থেকে মোদি - সবাই অনলাইনে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব থাকবেন।

এ ২০ বছরে ফেসবুকের সবকিছুই কি ভালো হলো? সবশেষ ৩১ জানুয়ারির উদাহরণ টানা যায়। এদিনে মার্কিন সিনেটররা ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গকে ক্ষতিকর কনটেন্ট ছড়ানোর বিষয়ে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশেও ফেসবুক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

অস্থিরতার প্রতিযোগীতা

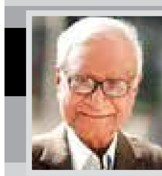

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

চারিদিকে অস্থিরতা, কখনও তা দৃশ্যমান আবার কখনও অদৃশ্য। মোটকথা অস্থিরতার প্রলম্বিত ছায়া মানুষের মনোজগত গ্রাস করেছে, এটাই বাস্তবতা। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বেশকিছু প্রশ্নও দাঁড়িছে। সবাই দৌড়াচ্ছে। অস্থিরতার প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে ছুটছে সবাই। এ অস্থিরতা আমাদের বাংলাদেশে কেবল নয়, সারা বিশ্বে। নিজেদের সঙ্গে নিজেদেরই প্রতিযোগিতায় কেউই পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে নিদারুণ অস্থির এক দৌড় সবাইকে পাগল করে তুলেছে। এই দৌড়ের দুটো কারণ আছে। একটা কারণ, বস্তুগত চাহিদা। আর দ্বিতীয়টি, অসংযত প্রতিযোগিতা। নানামাত্রিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে চাহিদা নিয়ে অসন্তোষ এবং প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা। সবার মধ্যেই ভোগবাদিতার সর্বগ্রাসী মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ একটা হচ্ছে প্রয়োজনের দিক- জীবিকার ও জীবনধারণের; আরেকটা হচ্ছে– অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার ঘটনা। প্রতিযোগিতাটাকে উত্তেজিত করা হচ্ছে পণ্যের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

আসলে আমরা একটা বিজ্ঞাপনের যুগে বাস করছি। এ যুগটাকে গণমাধ্যমের জন্য উৎকর্ষের যুগ বলা হলেও গণমাধ্যমের একটা বিরাট অংশ হচ্ছে বিজ্ঞাপন। প্রতিযোগিতার হাতিয়ার হিসেবে বিজ্ঞাপনে মানুষকে উত্তপ্ত করা হচ্ছে এই বলে যে, তুমি পিছিয়ে পড়ছ। আর বস্তুত কেউই পিছিয়ে পড়তে রাজি নয়। সবাই তাই ছুটছে। যেহেতু সবাই ছুটছে, তাই অগ্রগতি তেমন একটা ঘটছে না। ঠেলা-ধাক্কা হচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। হিংসা-বিদ্বেষই মূলত মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে প্রত্যেকের মনের ভেতরে। কারণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতিযোগী। তাই সমষ্টিগত যে অগ্রগতি, সেটা ঘটছে না।

অস্থির গতিশীলতার বাহ্যিক কারণ হয়তো বোঝা গেল; কিন্তু এ সমস্যার কেন্দ্রীয় সত্যটা যেন না ভুলি। সেটা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থার মূল ধারণাই হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ কেবল তার নিজের কথাই ভাববে। আর প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই একটা ভোগবাদিতা তৈরি হবে। পুঁজিবাদ একটা কাজ খুব ভালোভাবে করে; সেটা হলো মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়; এবং নিজের আরাম বৃদ্ধির লোভে ভোগবাদী হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদের আসল সত্য অদৃশ্যভাবে আমাদের এই ছোটাছুটির মধ্যে ব্যস্ত রাখছে। ক্ষণিকের জন্যও দাঁড়াতে দিচ্ছে না। বিশ্বব্যাপীই ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদের কারণেই। কোথাও মানুষ স্থিরভাবে নেই। ধরা যাক, আমেরিকা– যাকে স্বর্গরাজ্য মনে করা হয়ে থাকে। ধারণা করা হয় সবাই সেখানে সুখ-শান্তিতে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বসবাস করে। বস্তুত সেখানেও কেউ স্থিরভাবে থাকতে পারে না। সবাই ব্যস্ত। অন্যের কথা, এমনকি প্রতিবেশীর কথাও ভাববার ফুরসত পায় না; অন্য মানুষদের জন্য ভাবা তা দূরের কথা। ছুটির দিনগুলোতেও তাদের ছুটতে হয়। ছুটতে হয় অবসরযাপনের জন্যও। সর্বোত্তমভাবে ছোটার জন্য দিনকে দিন উন্নত ব্যবস্থাও হাতের নাগালে পেয়ে যাচ্ছে তারা। কিন্তু ইচ্ছেমতো দাঁড়ানোর সুযোগ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে এ অস্থিরতাই এ কালের বৈশিষ্ট্য। প্রতিযোগিতাটাই আসল হয়ে দাঁড়িয়েছে এ সময়ে।

তাহলে এ অস্থিরতার চক্র থেকে সরে আমাদের দাঁড়ানোর জায়গাটা আসলে কোথায়? ব্যক্তিগতভাবে যদি দাঁড়ানোর জায়গার কথা বলি, তাহলে সেটা হচ্ছে এমন একটা পরিসর যেখানে আমি কিছুটা হলেও সুস্থির অবস্থায় থাকতে পারি। কেউ বই পড়তে ভালোবাসে; কারও হয়তো খেলাধুলা পছন্দ, কিংবা মাঝেমধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। এর জন্য প্রত্যেকের মধ্যে এ রকম একটা স্থান তৈরি করা চাই, যেটা তার নিজের। যেখানে সে ইচ্ছে হলেই দাঁড়াতে পারবে। অথবা সেখানে সে অবসরযাপন করবে। এ অবসরযাপনটা ব্যক্তিগতভাবে আমরা সংস্কৃতির চর্চা তথা সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে পেতে পারি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা দাঁড়াতে চাই কি না? মানবতাবিরোধী এ অস্থিরতার মধ্য থেকে আমরা দাঁড়ানোর পরিসর তৈরি করে নিতে পারি কি না? কেননা এ পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের একটুখানি স্থির হওয়ার, একটুখানি থামার আগ্রহ তৈরি হওয়াটা কঠিন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ এবং স্থানের অভাব সে সুযোগকে আরও বেশি ধ্বংস করে দিচ্ছে। তবু এ সামগ্রিক অস্থিরতার ভেতরে থেকেই আমরা যে যেখানে আছি সেখানেই একটা সামাজিকতা গড়ে তোলা দরকার। এই সামাজিকতার মধ্য দিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। পাঠাগারকে বলা যায় সে রকমেরই একটা পরিসর। শুধু জ্ঞান চর্চাই নয়, পাঠাগার আমাদের স্থিতিশীল হতেও সাহায্য করে। খেলাধুলাও তেমনি আমাদের আনন্দময় প্রতিযোগিতার স্বাদ পাইয়ে দেয়। তা ছাড়া সামাজিক উদ্যোগে প্রত্যেকের জন্য সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পরিসর তৈরি হওয়া দরকার, যা আমাদের নেই। আমাদের এমন অনেক কিছুই নেই যেসবের অভাবে আমরা ছুটতে ছুটতে প্রত্যেকেই নিজের ভেতরে নিজে ঢুকে যাচ্ছি দিনকে দিন। আমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতাগুলো আরও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ছে।

২

আজকে সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ চলছে, যেটা আমেরিকা থেকে শুরু করে বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। অভিনব এ রকম বিক্ষোভ এর আগে কখনও দেখা যায়নি। পুঁজিবাদকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে এ রকম ঘটনা ঘটেনি। শতকরা ৯৯ জন একদিকে আর একজন অন্যদিকে– এ রকম একটি বিভাজন এর আগে এভাবে প্রচার পায়নি। মানুষের জন্য দাঁড়ানোর জায়গাটা তৈরি করতে হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে বদল করতে হবে। এ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করা আবশ্যক হবে, অর্থাৎ আমরা যাকে বলি সমাজতান্ত্রিক সে ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চাই। এ রকমের একটা ব্যবস্থা চাই, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা প্রতিযোগিতার কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার হবে না। সম্পর্কটা হবে মৈত্রীর, আদান-প্রদানের, সৌহার্দ্যের, সহমর্মিতার। আর এ ব্যবস্থাটা যেমন স্থানীয়ভাবে দরকার, তেমনি দরকার বিশ্বব্যাপীও।

এই যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন হচ্ছে তার লক্ষ্য স্থানীয়ভাবে মানুষের জন্য অবকাশের সুযোগটা তৈরি করা। যে যেখানে আছে সেখানে যেন সে সুযোগ পায় দাঁড়ানোর। যে সুযোগটা এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দিচ্ছে না। দেবেও না। মানুষকে এ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করছে, তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত রাখছে, ভোগবাদিতা আচ্ছন্ন আবদ্ধ রাখতে চাইছে। কাজেই এ বিচ্ছিন্নতা, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এ ভোগবাদিতাকে বদলাতে হলে এই ব্যবস্থাকেই বদলাতে হবে। ইচ্ছে হলেই যাতে একজন মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে, নিজের অন্তর্গত শান্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে- তেমন সুযোগসম্পন্ন ব্যবস্থা তৈরির জন্য আন্দোলন করতে হবে।

পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনকে তাই কেবল নেতিবাচক হলে চলবে না। পুঁজিবাদবিরোধী যে আন্দোলন এখন সংগঠিত হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু কেবল নেতিবাচক দিকটাই প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রত্যাখ্যানের জায়গা থেকে এ আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে। আর প্রত্যাখ্যানের জায়গাতে সীমাবদ্ধ থাকলে তো এটা একটা নৈরাজ্যের জায়গায় চলে যেতে চাইবে। তাই ইতিবাচক একটা দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। চাই একটা স্বপ্ন। সমষ্টিগত স্বপ্ন। যে স্বপ্নে আমরা সবাই অংশ নিতে পারি। সবার অংশগ্রহণেই সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর ওই স্বপ্নটা কিন্তু একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার। সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা তৈরি করা যাবে, যদি সমাজব্যবস্থাটাকে পরিবর্তন করা যায়; বিরাজমান সমাজব্যবস্থাটাকে প্রকৃতই যদি গণতান্ত্রিক করে তোলা সম্ভব হয়। সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্র জড়িত– তাই রাষ্ট্রকেও গণতান্ত্রিক করতে হবে। কেবল প্রত্যাখ্যানের নয়– প্রয়োজন রয়েছে গড়ে তোলার আন্দোলনও। চাই সমতার পরিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে তোলা। ওই ব্যবস্থা ছাড়া আমরা সুস্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে পারব না। ওই ব্যবস্থা এলেই কেবল ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা দূর হবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃজনশীল হবে, সহমর্মিতা তৈরি হবে। তখন স্থূল ভোগবাদিতার জায়গায় উচ্চতর সাংস্কৃতিক আনন্দ ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা যাবে।

বৈষম্য যদি জিইয়ে থাকে- মানুষের সঙ্গে মানুষের সমান মর্যাদা, সমান অধিকার, সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করা যদি না যায়, তাহলে গণতন্ত্রও আসবে না। প্রতিযোগিতা হিংস্রতর হবে। বৈষম্য সৃষ্টি করাই হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আমরা এখন যে বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

গণমাধ্যম কি ভিউজের পেছনে ছুটবে, নাকি নিউজের?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল লার্নার বলেছিলেন, গণমাধ্যম জনগণের মানসিকতাকে উন্নত করে। তিনি সাংবাদিকদের সমাজের৩গেট কিপার২ বলেছেন। কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বড় বাজার সৃষ্টি হওয়ায়। একটা লেখায় পড়লাম, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও সংবাদপত্রের মৃত্যুর মূল কারণ হিসেবে ইন্টারনেটের রমরমা অবস্থাকেই দায়ী করেছেন। ওবামার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল সিনেমার জন্মের পরও তো সমানভাবেই বইয়ের আকর্ষণ ছিল। মানুষ তো বই পড়তে ভুলে যায়নি। তবে কেন ইন্টারনেট কেড়ে নেবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব? ওবামা অল্প হেসে জবাব দিয়েছিলেন,৩কারণটা সহজ, ব্যবসা২ তিনি বলেছিলেন, ৩দেখুন, মধ্যবিত্তের সুখের দিন গিয়েছে। রোদে পিঠ দিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়াটা এখন বিলাসিতা২

ইদানীং সবখানে শুধু ভাইরালের ছড়াছড়ি। দেখে মনে হয় ভাইরাল না হলে, ফেইসবুকে লাইক না পেলে, ইউটিউবে ভিউজ না পেলে কোনো ঘটনাই ঘটনা নয়, কোনো খবরই খবর না। যেকোনো পেশার মানুষ, গণমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম কেউই বাদ যাচ্ছেন না এই মানসিকতা থেকে। সবারই ইচ্ছা ভাইরাল করা বা ভাইরাল হওয়া। কিন্তু এই ভাইরাল করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেললেই বাধে যত বিপত্তি। সস্তা জনপ্রিয়তা, লাখ লাখ ভিউজ পাওয়ার জন্য যখন নিম্নমানের, অসত্য, অর্ধসত্য, রুচিহীন, দৃষ্টিকটু ও আপত্তিকর কনটেন্ট তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন সেটা ভয়াবহ ফলাফল বয়ে আনে ব্যক্তির জীবনে ও সমাজে। এর চেয়েও বাজে কাজ হচ্ছে গুজব ছড়িয়ে কোনো ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের সম্মান নষ্ট করা, তাকে হেনস্তা করা।

বাজারে এসেছে ট্রল। শিল্পী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, কবি-সাহিত্যিক কেউ বাদ যাচ্ছেন না ট্রলের হাত থেকে। বিশেষ করে নায়ক-নায়িকারা বেশি শিকার হচ্ছেন ট্রলের। শুধু কি তা-ই, নারীকে যৌন হয়রানি, মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি বা মূল্যবোধকে আঘাত করা, রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থির করা ও অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করার মতো জঘন্য অপরাধও ঘটিয়ে থাকে এই ট্রল করতে গিয়ে। বিষয়টি আনন্দ বা নিছক মজা না হয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণমাধ্যম তথ্যভান্ডার, সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার ও সেইসঙ্গে বিনোদনের উৎস। গণমাধ্যম৩এজেন্ডা সেটিং২ করে। মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে সমকালীন ও আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি নয়। কীভাবে ভাবতে হবে, মতামত দিতে হবে, প্রতিবাদ জানাতে হবে, তা-ও দেখিয়ে দেয়। শুধু তা-ই নয়, জনমত তুলে ধরাও গণমাধ্যমের কাজ।

কাজেই এখানে যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হবে, তা অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। শুধু ভাইরাল হওয়ার জন্য বা ভিউ বাড়াবার জন্য সাংবাদিকরা যা খুশি লিখতে পারেন না, প্রকাশ করতে পারেন না। মানুষের সম্মান নষ্ট করা, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষিত ও বিভ্রান্ত করাটা এক ধরনের অপরাধ। অথচ যেহেতু এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জয়জয়কার, তাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই জনপ্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে অন্যরূপে ফিরে এসেছে৩ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা২।

গণমাধ্যমগুলোর বড় একটা অংশ মনে করছে পাঠক টুইস্ট, ট্রল, বুলিং, নায়ক-নায়িকার জীবন-যাপন নিয়ে রসাত্মক সংবাদ, খোলামেলা ছবি পছন্দ করেন। কোন নায়ক কতবার বিয়ে করছেন, কয়টা বাচ্চার বাবা হচ্ছেন, কোন নায়িকার ঘরে কে প্রবেশ করছে, কার উচ্চারণ কতটা কদর্য, কার বাচ্চা কার গর্ভে, কোন খেলোয়াড় কতবার পরকীয়া করল, এইসব সংবাদ যখন প্রথম শ্রেণির পত্রপত্রিকা ছাপাতে শুরু করে এবং চ্যানেলগুলোর কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুষ্ঠান করে তখন বাধ্য হয়ে বলতেই হয়, ভিন্ন চেহারায় হলুদ সাংবাদিকতা ফিরে এসেছে। এসবের উদ্দেশ্য শুধু ভিউজ বাড়ানো।

একসময় বাজারের নিম্নমানের পত্রিকা তাদের বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য এ ধরনের খবরাখবরকে আশ্রয় করে টিকে থাকত। সেইসময় তারা যা ছাপত, এখন অনেক পত্রিকাই তাদের অনলাইনে সেই ধরনের খবর আপলোড করছে। চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস সেদিন বলেছেন,৩ভিউ বাড়ানোর প্রতিযোগিতার কারণে আমাদের নানা ধরনের পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। সাইবার বুলিংয়ের নেতিবাচক প্রভাব খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। কারণে-অকারণে ভিউয়ার বাড়ানোর আশায় সাইবার বুলিং করছেন। আর এটা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কারণ আমরা সবাই পরিবার নিয়ে বসবাস করি। আমাদের একটি অবস্থান আছে। হয়তো আমরা চিত্রনায়িকা, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে অনেক নিউজের কারণে আমাদের নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়২ কথাটা খুবই সত্যি।

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল লার্নার বলেছিলেন, গণমাধ্যম জনগণের মানসিকতাকে উন্নত করে। তিনি সাংবাদিকদের সমাজের৩গেট কিপার২ বলেছেন। কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বড় বাজার সৃষ্টি হওয়ায়। একটা লেখায় পড়লাম, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও সংবাদপত্রের মৃত্যুর মূল কারণ হিসেবে ইন্টারনেটের রমরমা অবস্থাকেই দায়ী করেছেন। ওবামার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল সিনেমার জন্মের পরও তো সমানভাবেই বইয়ের আকর্ষণ ছিল। মানুষ তো বই পড়তে ভুলে যায়নি। তবে কেন ইন্টারনেট কেড়ে নেবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব? ওবামা অল্প হেসে জবাব দিয়েছিলেন,৩কারণটা সহজ, ব্যবসা২ তিনি বলেছিলেন, ৩দেখুন, মধ্যবিত্তের সুখের দিন গিয়েছে। রোদে পিঠ দিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়াটা এখন বিলাসিতা২

আমেরিকার একের পর এক সংবাদপত্রের দরজায় তালা ঝুলছে। আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রকাশনা৩ওয়াশিংটন পোস্ট২-এর মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে। এই সংবাদপত্রের মালিকানা হাতে নিতে চলেছেন৩আমাজন ডট কম২-এর প্রতিষ্ঠাতা। অনলাইনের প্রবল আধিপত্যের মুখে পশ্চিমা দুনিয়ায় সংবাদপত্র সংকটের মুখে পড়েছে। একদা মার্কিন পত্রিকা নিউজ উইক ৮০ বছর দাপটের সঙ্গে চলেছে, এখন তারা মুদ্রণ মাধ্যম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

তবে এটা ঠিক, যতই সংকট তৈরি হোক না কেন, বহুল প্রচলিত প্রকাশনাটির ৩সাংবাদিকতার ঐতিহ্য২ আগের মতই বজায় থাকবে বলে মালিকপক্ষ মনে করছেন। মিডিয়ার দুনিয়ায় সাম্প্রতিক ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ বজায় রাখা ও পাঠককে ধরে রাখা তাদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ঠিক এদিকটার প্রতিই দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ করছি। বাংলাদেশে হিরো আলমের ফলোয়ার ও ইউটিউব ভিউয়ারের সংখ্যা অসংখ্য। এই যুক্তিতে কি আমাদের গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হিরো আলমকে আশকারা দেয়নি? আজকের হিরো আলম কীভাবে তৈরি হলো? আমরা অনেকেই হিরো আলমকে নিয়ে হাসাহাসি করি, বিরক্ত হই। অথচ দেশের প্রথম সারির মিডিয়া ও অনলাইন মিডিয়াতে তার সংবাদের প্রচার ঠেকানো যায়নি। মিডিয়া কি সুস্থ কালচারকে পাশ কাটিয়ে শুধু ভিউজের জন্য পপুলার কালচারের দিকে ঝুঁকে যায়নি? উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি, উদ্ভট পোশাক, বাজে উচ্চারণ, চিৎকার-চেঁচামেচি করাকে কি গান বা অভিনয় বলা যায়? অর্থহীন এইসব আয়োজন যখন মানুষের কাছে আদৃত হয় অথবা মিডিয়া এগুলোকে প্রমোট করে তখন পুরো জাতির রুচির মান নিয়ে প্রশ্ন উঠাটাই স্বাভাবিক।

ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে একদিকে যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, তেমনি এর অপব্যবহার হলে তা অন্য মানুষের মর্যাদা, শান্তি, অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। ঠিক এই জায়গাটাতেই গণমাধ্যমকে কাজ করতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর এই প্রজন্মকে নিয়ে। প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে তাদের বুঝাতে হবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন কিছু প্রচার ও সম্প্রচার করা যাবে না, যা বিদ্বেষপূর্ণ ও ঘৃণাসূচক এবং যা জনশৃঙ্খলা বা শান্তি নষ্ট করতে পারে, সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে বা সহিংসতা *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-47 164th Street Jamaica NY 11432 646-982-9938	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারগুলো কারা পান, কেন পান, কীভাবে পান

এন এন তরুণ

সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্তির পর মেক্সিকোর কবি অক্টাভিও পাজ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'নোবেল প্রাইজ কাউকে অমরত্বের পাসপোর্ট দেয় না, কিন্তু তাঁর সাহিত্যকে বৃহত্তর পাঠকের কাছে নিয়ে যায় এবং এটাই একজন লেখকের প্রাপ্তি'। তিনি এ-ও বলেছিলেন, তিনি পুরস্কারের জন্য লেখেন না, লেখেন তীব্র এক প্রেষণা থেকে এবং সেই প্রেষণা হলো সৌন্দর্য সৃষ্টির ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার।

সৃষ্টি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও মোটামুটি একই রকম। মৃত্যুর আগে পৃথিবীকে আরও একটু সুন্দর করে রেখে যাওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তিনি। কবিতার ভাষায় তিনি বলছেন:

ধরণির তলে গগনের গায়
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটু খানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার-মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূরড়
তার পরে ছুটি নিব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ৪৮ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে সাহিত্যচর্চাই করেছেন ২৮ বছর। ২৮ বছরের সাহিত্যিক জীবনে ৫৭টি গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব কিছু নয়; কিন্তু শিল্পের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এ সব গল্প-উপন্যাস সুবিশাল। শিল্পমান অক্ষুণ্ন রেখে এই বিশাল সম্ভার কীভাবে সম্ভব হলোড়আমাদের সময়ের শিল্পী-সাহিত্যিকদের তা বোঝা দরকার।

সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, সাধনা করাই মহৎ সৃষ্টির মূলমন্ত্র। আর সৃষ্টি ও কর্মের মধ্যে একটি আন্তসম্পর্ক আছে। মহৎ চিন্তাই যথেষ্ট নয়। মহৎ চিন্তার প্রতিফলন থাকতে হয় কর্মে। তাহলে কর্মও মহৎ হয়ে ওঠে। মহৎ চিন্তা উন্নত জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। উন্নত জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা শুধু নিজের জন্য নয়; বরং সবার জন্য। সব মানুষের জন্য উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন মার্ক্সবাদে, যুক্ত হয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, আজীবন কাজ করেছেন মানুষের মুক্তির জন্য।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ছাড়া একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টি পূর্ণতা পায় না। এর জন্য দুটি জিনিস যুগপৎ দরকার। মহৎ সৃষ্টির সঙ্গে প্রয়োজন মহৎ কর্ম। এটাই সম্ভবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনই ধারণ করেছিলেন পাবলো নেরুদা, জ্যঁ পল সার্ত্রে, মাক্সিম গোর্কিড়এমনকি বার্ট্রান্ড রাসেল ও গ্রাহাম গ্রিনরাও।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ছিলেন প্রলেতারিয়েত মনে প্রাণে। পার্টি ফান্ডে পৈতৃক বাড়ির অংশীদার হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দান করে দিয়েছিলেন। নিজের চাকরি নেই, খাবার টাকা নেই, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠলে হাসপাতালে নেওয়ার মতো ভাড়াও পর্যন্ত ছিল না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অথচ কমিউনিস্টদের পত্রিকায় সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য হিসেবে নিরলস কাজ করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ক্লান্ত-শ্রান্ত এই কলমযোদ্ধা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'দেখো, দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়।'

আর আজকে কী দেখছি চারদিকে? বাংলাদেশে আজ বুদ্ধিজীবী তথা লেখক-

গবেষক-কবিকুলের অনেকেই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত যেমন আওয়ামীপন্থী, বিএনপিপন্থী, জামাতপন্থী, বামপন্থী, ভারতপন্থী, পাকিস্তানপন্থী, চীনপন্থী, আমেরিকাপন্থী, সৌদিপন্থী, ইরানপন্থী ইত্যাদি।

দেশের উন্নয়ন, দেশের সমস্যা নিজ দেশের ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সমাধা করার বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনের কোনো অভিপ্রায় এ দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নেই। না হওয়ার কারণ শুধুই অজ্ঞতা নয়; অনেক ক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যও কাজ করে।

সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে কী ঘটে, তা শুধু শিক্ষা খাতের একটা মাত্র চিত্র বর্ণনা করলে পুরো দেশের অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। কলেজের প্রিন্সিপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অচিরেই পরিবর্তন হয়ে যাবে। স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি পরিবর্তন হবে। কোনো কোনো প্রিন্সিপালকে বিরোধী পক্ষের দল ক্ষমতায় থাকাকালে পুরোটা সময় পালিয়ে থাকতে হয়। জাতীয় কমিটিগুলোতে পরিবর্তন আসবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর প্রধান ও অন্য অনেক পদ পূর্ণ হবে সরকার সমর্থক গোষ্ঠীর সদস্য দ্বারা। জাতীয় পুরস্কারগুলো চলে যাবে সরকার সমর্থক বাহিনীর হাতে। দল ও দলপ্রধানের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যই এসব পুরস্কারের প্রধান যোগ্যতা।

ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংযোগ একটি দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রে সবকিছু সম্ভব করে দেয়ড়অবৈধ আয়, পদোন্নতি, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ইত্যাদি সবকিছু। অসংখ্য ভুঁইফোড় সংগঠন গড়ে উঠেছে যারা বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার দিয়ে থাকে। এর একটি অংশ তৈরি করেছে অবৈধ টাকার মালিকেরা। উদ্দেশ্য, অবৈধ টাকার গন্ধ মুছে ফেলা ও 'জাতে ওঠা'। তাঁরা দেখাতে চান, তাঁরাও শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার, গুণীজনের প্রতিপালক। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংযোগ থাকলে ব্যক্তিমালিকানাধীন এসব পুরস্কারও জোটে। কারণ, পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংযোগ কাজে লাগিয়ে সরকারের কাছ থেকে নানাবিধ সুবিধা গ্রহণ করা যায়।

কোনো বয়সসীমার বর্ষপূর্তিতে অথবা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের ওপর স্মারকগ্রন্থ লেখার একটি প্রবণতা খুব লক্ষণীয় ইদানীং। এই তথাকথিত সাহিত্যিক-গবেষক তাঁর বিশ্বস্ত কাউকে সম্পাদনা করার ভার দেন, কিন্তু কাজটি আদতে তিনি নিজেই করেন এবং মানুষের কাছে লেখার অনুনয়-বিনয় করেন। নিজের ওপর স্মারকগ্রন্থ লেখার জন্য নিজেই অন্যের কাছে লেখার চাওয়ার মতো আত্মমর্যাদাহীন লোকেরাই আজকাল রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান।

শুধু ঘটনার বা ব্যক্তির বিবরণ উপস্থাপন করা গবেষকের কাজ নয়। 'কেন'-এর উত্তর খোঁজা, যে কারণ বা প্রেক্ষাপট মানুষের অজানা, তা উদ্‌ঘাটন করাই গবেষকের কাজ।

ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক, ড. শুভ বসু ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনী লিখছেন। আমিও তথ্য দিয়ে সহায়তা করছি এই ভালো কাজে। বইটি প্রকাশের জন্য ইতিমধ্যেই কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের চুক্তি হয়ে গেছে। এটা লিখতে গিয়ে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের বইসহ বাংলাদেশের 'গবেষণাধর্মী' সব বই, তিনি পড়ে ফেলেছেন।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে দুঃস্বপ্ন: বাংলাদেশিদের পারিবারিক নির্যাতন, কী প্রতিকার

জাকিয়া আফরীন

নওরিন নাহার তুলি তাঁর ২১ বছরের জীবনকে অনেক রঙে রাঙিয়ে তুলেছিলেন। সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে হয়ে উঠেছিলেন পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে অল্প দিনের মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় খুঁজে পাওয়ার দেরিও ছিল না বলা যায়। গর্ভে ছিল দুই মাসের সন্তান। তবু সুখী ছিলেন না নওরিন। স্বামীর হাতে পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করেছেন অনেক দিন। যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম বুঝে নিয়েছিলেন সুরক্ষা আদেশ। চেষ্টা করেছিলেন অনেক ভালো থাকার, বেঁচে থাকার। তবু ২০২৪ সালের নতুন সূর্য দেখা হয়নি তুলির।

২৪ ডিসেম্বর স্বামী নাসিব আহসান তুলিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের কলিন কাউন্টি জেলে রয়েছেন তিনি। নওরিনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই বীভৎসতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ১০ মিলিয়ন মানুষ পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন। গড়ে প্রতি সপ্তাহে একজন নারী নিহত হন স্বামীর হাতে। বাংলাদেশি অভিবাসীদের বিশেষ কোনো জরিপ করা না থাকলেও এশিয়ান এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দেখে বাংলাদেশিদের মধ্যে এ সমস্যার গভীরতার কথা আন্দাজ করা যায়।

সারভাইভারস অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড অ্যালাইস রাইজিং (সাউথ এশিয়ান এসওএআর) হচ্ছে দক্ষিণ এশীয় সংস্থাগুলোর জাতীয় মঞ্চ, তাদের ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানায়, দক্ষিণ এশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ৪৮ শতাংশ মানুষ নানা ধরনের পারিবারিক নির্যাতন ভোগ করে থাকেন।

আবার মার্কিন মুসলিম পরিবারে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করা পিসফুল ফ্যামিলিজ প্রজেক্টের ২০১১ সালের এক জরিপে উঠে এসেছে, মার্কিন মুসলিম পরিবারের মধ্যে ৩১ শতাংশ মানুষ অন্তরঙ্গ সম্পর্কে পারিবারিক নির্যাতন অনুভব করেছেন। বলা বাহুল্য, এ সংখ্যা বাংলাদেশি গোষ্ঠীর বাস্তবতা থেকে দূরে নয়।

পারিবারিক নির্যাতন নিয়ে আমরা যারা কাজ করি, আমরা প্রত্যক্ষ করি যে তুলির মতো যে নারীরা একসময়ের আপনজনের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরা দীর্ঘদিন বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নিগ্রহ সহ্য করেই বেঁচে থাকেন। পারিবারিক নির্যাতনের মূলে রয়েছে অসম সম্পর্ক, অধীনতা এবং জীবনসঙ্গীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার মনোভাব। তাই জীবনের সব ক্ষেত্রে এই আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায় নির্যাতনকারী সঙ্গীটি। মানসিক, শারীরিক, অর্থনৈতিকড়বিভিন্ন রূপে দেখা যায় অসুস্থ সম্পর্কের প্রকাশ।

অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এই প্রকাশের তালিকায় যুক্ত হয় অন্যান্য ব্যবহারও। নতুন একজন অভিবাসী তাঁর অধিকার এবং সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণত ওয়াকিবহাল থাকেন না। এ সুযোগ নিয়ে তাঁর ওপর বিভিন্ন নির্যাতন হতে থাকে। অভিবাসনের নিয়ম না জানা থাকায় স্বামী তাঁকে ভয় দেখাতে পারেন দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার, তালাক দিয়ে দেওয়ার, এমনকি সংসারে কোনো সন্তান থাকলে তাকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুমকি দেন।

এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নতুন দেশের ভাষা না জানা থাকার অসুবিধা। বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্য এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। পিউ রিসার্চ সেন্টার তাদের ২০১৯ সালের এক জরিপে দেখতে পেয়েছে, যেখানে এশিয়ান জনগোষ্ঠীর ৭২ শতাংশ মানুষ ইংরেজি ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, বাংলাদেশিদের মধ্যে এই হার মাত্র ৫৫। বাংলাদেশি নারীরা ইংরেজি ভাষা না

জানার কারণে অনেক সময় নির্যাতনের দুষ্টচক্র থেকে সহজে মুক্ত হতে পারেন না। নির্যাতনকারী এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলতে পারেন।

বাংলাদেশ থেকে তুলির মতো নববিবাহিত নারীরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করে দুঃস্বপ্নের জীবন যাপন করেন। তবে এর চেয়ে অসহায় অবস্থা হতে পারে, যদি প্রবাসী স্বামী বিয়ের পর গা ঢাকা দেন কিংবা স্ত্রীকে কোনো কারণ ছাড়াই পরিত্যাগ করেন।

এ ধরনের ঘটনা ভারতে সরকারিভাবে গণনা করা হয়। বাংলাদেশে এ বিষয়ে সচেতনতা এখনো গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী স্বামীর অপেক্ষায় থাকা নারীর সংখ্যা একেবারে কম হবে না। তাঁদের অনেকেই স্বামীর সঙ্গে অল্প সময় বসবাস করেছেন এবং পরে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছেন তাঁর পথ চেয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি নারীদের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথায় আমাদের কারও অবাক হওয়ার সুযোগ নেই। আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ২০৭ জন নারীকে তাঁদের স্বামীরা হত্যা করেছেন। জায়গা বদল হলেই যে মানসিকতার পরিবর্তন হবে, এর নিশ্চয়তা কী?

সে কারণেই নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই নারীবাদী সমাজ সংস্কারকদের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠে দক্ষিণ এশীয় নারীদের জন্য সাহায্যকারী সংস্থা। বাংলাদেশি নারীরা তাই বাংলা ভাষায় নিজেদের দুঃসময়ে যোগাযোগ করতে পারেন সাহায্যের জন্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই সংস্থাগুলো সবাই একটি মঞ্চে যোগাযোগ করতে পারে এবং বিভিন্ন সময়ে অভিবাসী নারীদের জন্য নানা প্রকল্প হাতে নেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বসে বিপদে পড়লে সাহায্য পাওয়া গেলেও পারিবারিক নির্যাতন নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে বাড়ির মেয়েকে প্রবাসী বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আগেই। ঠিকমতো সব খবর নেওয়া হয়েছে কি না, অভিবাসনের কী পরিকল্পনা, মেয়ের পড়াশোনা ও কাজ করার বিষয়ে কোনো মতবিরোধ, আগের কোনো বিয়ে কিংবা পারিবারিক নির্যাতনের ইতিহাস রয়েছে কি না, অবশ্যই তা খতিয়ে দেখতে হবে।

বিয়ের আয়োজন ও সাজসজ্জা নিয়ে আমরা যে সময় ব্যয় করি, এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জানতে হবে স্বামী ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে। বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ভিসার অধিকারী হয়ে থাকেন। জেনে নিতে হবে, এই ভিসা বিয়ের পর স্ত্রীর জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে কি না।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা পড়াশোনা বা কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান, তাঁদের স্ত্রীরা বেশির ভাগ সময় আইনগতভাবে কাজ করতে পারেন না। তাঁদের পড়াশোনার খরচও হতে পারে অত্যন্ত বেশি। সবকিছু জেনে নিয়ে ভিনদেশে সংসার শুরু করলে সংঘাত হওয়ার আশঙ্কা কম বলে আমাদের বিশ্বাস।

এত সাবধানতার পরও তুলির মতো জীবন ঝরে যেতে পারে। আইন করে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। পরিবার ও সমাজের সবাইকে তাই এগিয়ে আসতে হবে নিঃসংকোচে। আমরা অনেক সময় দেখি, মেয়েরা পরিবারের চাপের কারণে নির্যাতন সহ্য করে সংসার চালিয়ে যেতে বাধ্য হন, অভিযোগ জানাতে পারেন না কর্তৃপক্ষের কাছে।

'আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকের

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

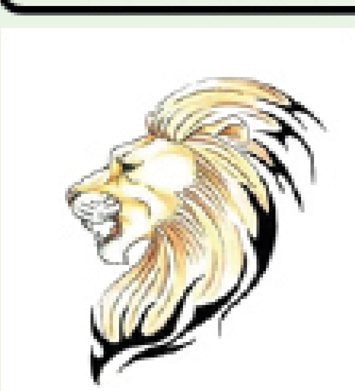

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

মার্কিনদের পতন হয়নি, তবে ট্রাম্প ফিরলে কি হবে বলা যায় না

জোসেফ এস নাই

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব পতনের দিকে বলে যখন অধিকাংশ আমেরিকান নাগরিক বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করছেন, তিনি 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' স্লোগান বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমেরিকার হারানো প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কিন্তু ট্রাম্পের এই ধারণা স্পষ্টতই ভুল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পতন ঠেকাতে যে প্রতিকারের কথা বলছেন, আদতে সেটিই দেশটির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পতন নিয়ে আমেরিকানদের উদ্বিগ্ন হওয়ার ইতিহাস দীর্ঘ। সপ্তদশ শতকে ম্যাসাচুসেটস বে কলোনি প্রতিষ্ঠার পরপরই কিছু পিউরিট্যান খ্রিষ্টান ওই এলাকার আদি মূল্যবোধ হারানোর জন্য হায় হায় করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষেরা নতুন আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের পতনের ভয় পেয়ে তা টিকিয়ে রাখার জন্য রোমান ইতিহাসের পাঠ নিচ্ছিলেন।

ঊনবিংশ শতকে চার্লস ডিকেন্সের পর্যবেক্ষণ ছিল, আমেরিকানরা 'সব সময় হতাশাগ্রস্ত, সব সময় স্থবির এবং সব সময় উদ্বেগে থাকে'। ১৯৭৯ সালের একটি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে জাতীয় পতনের আশঙ্কা তুলে ধরতে স্ট্যাচু অব লিবার্টির গাল বেয়ে অশ্রু ঝরার ছবি ছাপা হয়েছিল।

আমেরিকানরা দীর্ঘদিন ধরে 'অতীতের সোনালি আভা'য় আচ্ছন্ন আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমেরিকার ক্ষমতা ও প্রভাব অনেক বেশি থাকলেও সেই প্রভাব সম্পর্কে অনেকে যতটা ধারণা করে থাকে, আদতে দেশটির ততটা ক্ষমতা ছিল না। প্রচুর অর্থসম্পদ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়ই আমেরিকা যা চেয়েছে তা পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

যাঁরা মনে করেন, আজকের বিশ্ব অতীতের চেয়ে অনেক বেশি জটিল ও অশান্ত, তাঁদের ১৯৫৬ সালের মতো সময়ের কথা মনে করা উচিত। ওই বছরটিতে হাঙ্গেরিতে একটি বিদ্রোহ দমনে সোভিয়েত যে নির্যাতন চালিয়েছিল, তা ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছিল। ওই বছর সুয়েজ খাল এলাকায় আমাদের মিত্র দেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েল দখলাভিযান চালিয়েছিল।

অনেক আগে থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমেরিকার পতনের ভয়কে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয়। এর কারণ এই ভয় আমেরিকার রাজনীতিকে স্থূলভাবে স্পর্শ করে থাকে। এটি আমেরিকার রাজনীতিতে বিভাজন ও বিভেদের উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে। কখনো কখনো পতনের শঙ্কা সুরক্ষাবাদী রাজনীতির পক্ষে কাজ করে। এটি আমেরিকার জন্য ভালোর চেয়ে মন্দটাই বেশি বয়ে এনেছে।

কখনো কখনো এই পতনের ভয় আমেরিকাকে ইরাক যুদ্ধের মতো চরমপন্থী নীতির দিকে নিয়ে গেছে। তবে আমেরিকান শক্তিকে অহেতুক ছোট করে দেখা কিংবা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের বাড়িয়ে বলার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই।

ভূ-রাজনীতির ক্ষেত্রে অ্যাবসলিউট বা পরম পতন এবং আপেক্ষিক পতনের মধ্যে যে ফারাক আছে, সেই ফারাকটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপেক্ষিক পতনের দৃষ্টিতে বিচার করি, তাহলে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই আমেরিকার পতন ঘটেছে। সেই জায়গা থেকে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র আবার কখনই অর্ধেক বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্তা হবে না এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর একচেটিয়া অধিকার তার আর কোনো দিনই থাকবে না।

যুদ্ধ মার্কিন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে এবং অন্য সবাইকে দুর্বল করেছে। তবে ১৯৭০ সাল নাগাদ বাকি বিশ্ব নিজেদের পুনরুদ্ধার করায় বৈশ্বিক জিডিপিতে আমেরিকার হিস্যা এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে।

প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এই বিষয়টিকে পতনের লক্ষণ হিসেবে দেখেছিলেন এবং সে কারণেই তিনি ডলারকে সোনার মান থেকে তুলে নিয়েছিলেন। তবে এই অর্ধশতক পরও মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলার এগিয়ে আছে এবং বিশ্বব্যাপী জিডিপিতে আমেরিকার হিস্যা এখনো প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

আজকাল চীনের উত্থানকে প্রায়শই আমেরিকান পতনের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে চীনের ক্ষেত্রে একটি অগ্রগতিমূলক পরিবর্তন ঘটেছে। আপেক্ষিক দিক থেকে বিচার করলে চীনের এই পরিবর্তনকে আমেরিকান পতন হিসাবে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু অ্যাবসলিউট বা পরম পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে বোঝা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো চীনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও তা থাকবে।

চীন মূলত একটি নজরকাড়া সমকক্ষ প্রতিযোগী। তবে চীনের উল্লেখযোগ্য দুর্বলতাও রয়েছে। ক্ষমতার সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্র থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমপক্ষে ছয়টি দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা রয়েছে।

প্রথমটি হলো, ভৌগোলিক সুবিধা। যুক্তরাষ্ট্র দুটি মহাসাগর এবং দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত। অন্যদিকে, চীন ১৪টি দেশের সঙ্গে একটি সীমান্ত শেয়ার করছে। দেশটি ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে আঞ্চলিক বিরোধেও জড়িত।

দ্বিতীয়টি হলো, আপেক্ষিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি শক্তিতে স্বনির্ভর; যেখানে চীন আমদানির ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়টি হলো, যুক্তরাষ্ট্র তার বৃহৎ আন্তর্দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ডলারের আন্তর্জাতিক ভূমিকা থেকে শক্তি অর্জন করে। একটি আস্থাযোগ্য রিজার্ভ মুদ্রার অবশ্যই অবাধ রূপান্তরযোগ্যতা থাকতে হয়; সেই রিজার্ভের পুঁজিবাজার এবং আইনের শাসনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকতে হয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চীনের খামতি রয়েছে।

চতুর্থটি হলো, যুক্তরাষ্ট্রের একটি আপেক্ষিক জনসংখ্যাগত সুবিধা রয়েছে। দেশটি বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যা র‍্যাঙ্কিংয়ে তার স্থান (তৃতীয়) ধরে রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বের ১৫টি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে সাতটিই আগামী দশকে সংকুচিত শ্রমশক্তি হিসেবে পরিণত হবে। কিন্তু মার্কিন কর্মশক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর অন্যদিকে চীন শ্রমশক্তির শীর্ষে ছিল সেই ২০১৪ সালে।

পঞ্চম সুবিধাটি হলো, আমেরিকা অনেক আগে থেকেই মূল প্রযুক্তিতে (জৈব, ন্যানো, তথ্য) এগিয়ে আছে। চীন গবেষণা ও উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। দেশটি এখন পেটেন্টের ক্ষেত্রে ভালো স্কোর করেছে। কিন্তু তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে নিজের গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো মার্কিন প্রতিষ্ঠানের অনেক পেছনে রয়েছে।

সর্বশেষ সুবিধা হলো, আন্তর্জাতিক জরিপ অনুযায়ী, সফট পাওয়ার দিয়ে বাকি বিশ্বকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে আমেরিকা চীনকে অনেকে পেছনে ফেলে রেখেছে। এসবের আলোকে বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীর পরাশক্তির প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের হাত এখনো শক্তিশালী রয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরা যদি চীনের উত্থান সম্পর্কে হিস্টিরিয়ায় ভোগে কিংবা নিজের 'শিখর' নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তার কার্ড খারাপভাবে খেলতে পারে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী জোট এবং প্রভাবসহ যেসব দামি কার্ড রয়েছে, সেগুলোকে বর্জন করা আমেরিকার জন্য মারাত্মক ভুল হবে। এটি করা হলে তা আমেরিকাকে আবার মহান করা তো দূরের কথা, বরং তা আমেরিকাকে অনেকটাই দুর্বল করে দিতে পারে। আমেরিকানরা চীনের উত্থানের চেয়ে দেশে জনতুষ্টিবাদী জাতীয়তাবাদের উত্থানকে বেশি ভয় পায়। ইউক্রেনকে সমর্থন করতে অস্বীকার করা বা ন্যাটো থেকে সরে আসার মতো জনমোহিনী নীতি মার্কিন সফট পাওয়ারের জন্য বড় ক্ষতি করবে।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য এবার বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা

হীরেন পণ্ডিত

বাংলাদেশকে চাপে রাখার নতুন নতুন কৌশল নিয়ে সব সময় ব্যস্ত, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় প্রভাবশালী বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র। গেল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে বা বলা যায়, সুযোগ না পেয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য না মনে করেও ভোট নিয়ে ভিন্নমত আছে বলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আবার সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ করে নিতে চাইছেন।

এবার বাংলাদেশের জনগণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষাসহ আরো কিছু বিষয় নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসনের মুখপত্র ম্যাথু মিলার ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরেক মুখপত্র বেদান্ত প্যাটেল স্বীকার করেছেন ৭ জানুয়ারির সাধারণ নির্বাচন (তাদের ভাষায়) সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য না মনে করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশটি। এদিকে নির্বাচনের সময় ভোট নয়, সহিংসতা পর্যবেক্ষণের জন্য টিম পাঠিয়েছিলো তারা। তাদের পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদনও নিশ্চয়ই তাদের সামনে রয়েছে। তবে এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য পরিবেশ কাদের জন্য খারাপের দিকে গিয়েছে সে দিকে দৃষ্টি দিলে এদেশের মানুষ আরো খুশি হতেন। তবে আমাদেরকে আশাবাদী করছে সবকিছুই, এবার যদি কিছু হয়, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবার ঠিক না হয়ে কোথায় যাবে?

পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। সম্প্রতি সচিবালয়ে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি। তিনি আরো জানান ভবিষ্যতে উভয় দেশ কীভাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে অরো এগিয়ে নিতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকটি আমাদের অংশীদারত্বকে সুদৃঢ় করতে এবং সহযোগিতার জন্য নতুন উপায় খুঁজতে একটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস উল্লেখ করেন, কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাসহ অন্যান্য বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে। আমরা বাংলাদেশের জলবায়ু লক্ষ্যগুলোকে সমর্থন করার জন্য আমাদের অংশীদারত্বকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আমাদের উভয় দেশের জন্য আরো জলবায়ুসহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে একসঙ্গে কাজ করে যাব।

পরিবেশমন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত উভয়েই গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়াতে সহযোগিতামূলক উদ্যোগ বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের জলাভূমিগুলোর ম্যাপিং করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষে গতকাল রবিবার বন অধিদপ্তরে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান। জলাভূমি আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য জলাভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশে নদ-নদী আছে, খাল বিল আছে সব কিছুই জলাভূমির সম্পদের মধ্যে পড়ে। একদিকে নদী নিয়ে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ আছে, অন্যদিকে দখল ও

দূষণ। সব বিষয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।

এখানে একটা সমন্বয়ের বিষয় আছে। তবে আমাদের যতটুকু দায়িত্ব আছে সেটি আসলে আমরা কতটুকু পালন করছি- এই প্রশ্নটিও চলে আসছে। আমাদের ১৩টি ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া আছে। এর মধ্যে একটি সুন্দরবন ছাড়া বাকি ১২টি শুধু ঘোষণা পর্যায়ে আছে। ঘোষণাকে আমরা কীভাবে কার্যকর করব? এটা আমাদের একটা অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু এই সম্পদের ব্যবহার আমরা কতটুকু নিশ্চিত করতে পারছি? আমরা যদি টেকসই উন্নয়নের আলোচনা করি তাহলে সেখানে আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা কী হবে? আমি এটাকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারব? এ সময় দেশের সব প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় আরো কার্যকর করার তাগিদ দেন তিনি।

দিবসের মধ্যে আটকে না থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, আজ যদি বিশ্ব জলাভূমি দিবস না থাকত তাহলে আমরা এখানে এই ধরনের আলোচনার সুযোগ পেতাম না। আমরা চাই, সত্যিকার অর্থে সমাধানের জন্য আলোচনা করতে। আমি চাই, বন অধিদপ্তর আগামী এক সপ্তাহ থেকে ১০ দিনের মধ্যে দিনব্যাপী একটা আলোচনার আয়োজন করবে। আগামী এক বছর আমরা কোন কাজটা করব সেই লক্ষ্যটা যাতে নির্ধারণ করতে পারি। সেই দলও দিতে পারেনি বড় ধরনের ব্যত্যয়ের তথ্য। এখন কি তবে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য ভিন্ন মতের কথা বলছে তারা?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের কয়েকটি দেশের নানা রকম অযাচিত কর্মকান্ড এবং দৌড়ঝাঁপের মধ্যে গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে বিজয়ের পর বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানরা অভিনন্দন জানান শেখ হাসিনাকে। ঢাকায় থাকা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধানরাও সশরীরে গণভবনে গিয়ে অভিনন্দিত করেন আওয়ামী লীগ সভাপতিকে।

কিন্তু চুপ ছিল কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে সম্প্রতি শেখ হাসিনাকে চিঠি লেখেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চিঠিতে বাইডেন বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র। উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তুলতে যৌথভাবে কাজ করারও প্রতিশ্রুতি দেন জো বাইডেন।

এছাড়া আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি ও বৈশ্বিক বিষয়ে একত্রে কাজ করার আশা প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু চিঠিতে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় কিংবা নতুন সরকার গঠন নিয়ে কোনো বার্তা ছিল না। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে গেল বছরখানেক ধরেই নাওয়া-খাওয়া ভুলে দৌড়ঝাঁপের মধ্যে ছিলেন পিটার হাস। কখনো রাজনৈতিক দল ও তোদের দুয়ারে ধর্না দিয়েছিলেন তিনি। আবার বিএনপি জামায়াত ও জাতীয় পার্টির নেতারা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে দফায় দফায় বসেছেন তার সঙ্গে।

সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের ধুয়া তুলে নানা সবক দেয়ার চেষ্টা করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। কিন্তু গেল বছরের ২৮ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশের নামে বিএনপি জামায়াতের নজিরবিহীন তাণ্ডবের পর নীরব হয়ে যান পিটার হাস। তবে মন্ত্রিসভার শপথের সময় বঙ্গভবনে ছিলেন তিনি।

পরদিনই তিনি দেখা করেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে। এরপর ধারাবাহিকভাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে কথা বলে আসছেন পিটার হাস। সবশেষ ৪ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

বারী সুপার মার্কেট
BARI SUPERMARKET
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
GUARANTEED HALAL FOOD QUALITY
WE ACCEPT EBT
আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি
ria Money Transfer
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care
মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
info@barihomecare.com
www.barihomecare.com

WE ACCEPT EBT
ADI'S
The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (February 09 - 15, 2024) | Promo Code : PSP18
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE
SALE $3.49/LB
BEEF WITH BONE SINA MIX
SALE $6.99/LB
WHOLE SHEEP
3 KG
SALE $13.99/EA
ROHU
SALE 2/$5.00
250 GM
HAOR BRAND BAILA GURA
250 GM
SALE $3.99/EA
HAOR BRAND ROHU EGG BLOCK
SALE $4.99/EA
500 GM
SHAHJALAL KOI BLOCK
SALE 3/$5.00
KESKI TRAY (HAOR)
SALE 2/$6.99
250 GM
HAOR BRAND MOLA BLOCK
SALE $5.99/EA
500 GM
SHAHJALAL LOTIA MIX
SALE $9.99/EA
RAW Shrimp
21/25 2 LB BAG
EZ PEELED
SHRIMP
SALE $5.99/EA
500 GM
PER PACK
TAPOSHI LOOSE
SALE $19.99/EA
20 LB
KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE 2/$13.99
Paratha
25 PCS
KAWAN PARATHA
SALE 3/$5.00
300 GM
SHAHAJALAL KOCHUR LATI
SALE $3.99/EA
600 GM
ALI MIA'S NOODLES
SALE 4/$5.00
BRUNSWICK Sardines
106 GM
BRUNSWICK OIL SARDINE
SALE 2/$6.99
1 LTR
RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $14.99/EA
5 LTR
PREEMA'S SUNFLOWER OIL
SALE 5/$5.00
HOBBI Chick Peas
14.01 OZ
HOBBI CHICK PEAS
SALE 2/$6.99
REGULAR MILK GALLON
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (February 09 - 15, 2024) | Promo Code : PSP58
SALE $2.49/LB
ZABIHA HALAL
REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $2.49/LB
ZABIHA HALAL
CHICKEN BREAST & THIGH
SALE $14.99/EA
SIZE 8/10
HILSHA
SALE $24.99/EA
SIZE 10/12
HILSHA
SALE 2/$10.99
SIZE 1.5 KG
ROHU
SALE $2.99/LB
SIZE 5 KG
ROHU
SALE $3.49/LB
PANGASH WHOLE
SALE $2.99/LB
SIZE 1-2 KG
PUTI
SALE $3.49/LB
SIZE 5/7
TILAPIA FILLET
SALE 2/$5.00
250 GM
CF KOI BLOCK
SALE 2/$14.99
25 PCS
KAWAN PARATHA FAMILY PACK
SALE $5.99/EA
16 PCS
SAWERA TANDORI NAN FAMILY PACK
SALE $34.99/EA
50 LB
With Additional Purchase of $100
DELTA PARBOILED RICE
SALE $29.99/EA
50 LB
RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE
SALE $21.99/EA
20 LB
ROYAL BASMATI RICE
SALE $9.99/EA
10 LB
PREEMA'S EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE
SALE $9.99/EA
2 LT
LAXMI MUSTARD OIL
SALE $12.99/EA
1 GALLON
CRISCO CANOLA / VEGETABLE OIL
SALE $11.99/EA
900 GM
ANCHOR MILK POWDER
SALE $11.99/EA
1 KG
RED LABEL TEA
SALE 2/$7.99
4 LB
SHEHZADA BESAN
SALE 2/$6.99
24 OZ
MEHERBAN PITTED DATES
SALE 2/$3.00
400 GM
OVIJHAT PUFFED RICE
SALE $2.99/EA
6 PK
SHEHZAN MANGO JUICE
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

শীতে মাংস-ডিমের চেয়ে মাছ খাওয়া বেশি জরুরি কেন?

পরিচয় ডেস্ক: মাছে-ভাতে বাঙালি, এ কথা সবারই জানা। প্রতিদিনের খাবারে কোনো না কোনো বেলায় মাছের পদ খান কমবেশি সবাই। কারও পছন্দ ছোট মাছ তো আবার কারও পছন্দ বড় বড় মাছ। আপনার যে মাছই পছন্দ হোক না কেন, এই শীতে নিয়মিত তা খাওয়া জরুরি।

আসলে মাংস-ডিমের চেয়ে মাছ বেশি খেলে স্বাস্থ্যে বেশি উপকার মিলবে, এমনই মত বিশেষজ্ঞদের। তাদের মতে, শীতকালে প্রায় প্রতিদিনই মাছ খেতে পারলে ভালো।

মাছ যে শুধু রসনাতৃপ্তি দেয় তা তো নয়, খেয়াল রাখে শরীরেরও। শীতে এমনিতেই নানা রোগাবালাই লেগে থাকে। আর শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে মাছ। চলুন জেনে নেওয়া যাক এ সময় মাছ খেলে কী কী উপকার মিলবে-

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে : শীতে ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। কারণ এ সময় খাওয়া-দাওয়ায় একেবারেই নিয়ম মানতে ইচ্ছা করে না। তবে মাছ খেলে কিন্তু ওজন তেমন বাড়বে না। কারণ মাছে আছে প্রোটিন, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

হার্ট ভালো থাকবে : শীতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকে। তাই এমন কিছু খাবার খেতে হবে যা হার্টের খেয়াল রাখে। মাছ সেই তালিকায় একেবারে উপরের দিকে আছে।

বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ হৃদয়ের যত্ন নিতে খুবই দক্ষ। কারণ এই মাছে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড , যা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়।

পেশি মজবুত করতে : পেশিতে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা বেড়ে যায় শীতে। তাছাড়া বয়স বেশি হলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় এসব ব্যথা যেন দ্বিগুণ হয়। ব্যথার সঙ্গে লড়াই করতে ভরসা রাখতে পারেন

মন ভালো রাখতে : শীতে সূর্যের আলো কম থাকে। ফলে ভিটামিন ডি কম শোষিত হয়। ভিটামিন ডি এর অভাবে মনের কোণেও মেঘ জমতে থাকে। বাড়ে উদ্বেগ আর অবসাদ। আর এ সমস্যাতেও মাছ বেশ উপকারী। কারণ মাছে ভরপুর পরিমাণে আছে ভিটামিন ডি।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে : শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হওয়া জরুরি। এতে করে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমবে। আর সে জন্যও প্রতিদিন কোনো না কোনো মাছ পাতে রাখা জরুরি। মাছে থাকে ভিটামিন ডি, যা রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। এছাড়া মাছে থাকা সেলেনিয়াম, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সূত্র: ইন্ডিয়া টাইমস/ডিএনএ ইন্ডিয়া

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখলে হারাতে পারেন দৃষ্টিশক্তিও

পরিচয় ডেস্ক: উচ্চ রক্তচাপ যে শুধু হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় তা নয়, রক্তবাহিকাগুলোরও ক্ষতি করে। এর ফলে চোখের মারাত্মক সমস্যা হতে পারে। এর প্রভাবে সাবকঞ্জাক্টিভাল রক্তক্ষরণের মতো সমস্যা থেকে শুরু করে রেটিনার শিরাগুলো আটকে দিয়ে দৃষ্টি শক্তি বিঘ্নিত করতে পারে। এতে করে দৃষ্টিশক্তও হারাতে পারেন মানুষ। হাইপারটেনশন থেকে হতে পারে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি। দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ রেটিনায় রক্ত পরিবহনকারী রক্তবাহিকাগুলোর ক্ষতি করতে পারে।

সমস্যা তৈরি হতে পারে চোখের পেছনের স্পর্শকাতর পর্দায়। পরিবর্তন ঘটাতে পারে। রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফ্লুইড বেরিয়ে আসে।

তার ফলে রেটিনাল টিস্যুগুলোর ক্ষতি হয়। কখনো কখনো অল্প অল্প করে রক্তক্ষরণ কারণ হতে পারে। এর ফলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যেতে পারে।

১. রেটিনার শিরা ও ধমনীর পথ রুদ্ধ হওয়া- এই সমস্যার কারণেই রেটিনার স্ট্রোক হয়।

২. ইস্কেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি- মস্তিষ্কের সঙ্গে চোখের সংযোগকারী স্নায়ু এই অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উচ্চ রক্তচাপের ফলে এই স্নায়ুগুলোতে রক্ত প্রবাহ কমে যেতে পারে, যার ফলে দৃষ্টিহানি হতে পারে।

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

শুষ্ক ও খসখসে ত্বক কিডনি সংক্রমণের উপসর্গ!

অনেকের মতে, শরীরের হাল বোঝা যায় ত্বক দেখেই। অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, পানি কম পান করা- এমন কিছু কারণে কিডনিতে সংক্রমণ হতে পারে।

মানবদেহের অন্যতম অঙ্গ কিডনি। দেহের বর্জ্য পদার্থ পরিশুদ্ধ করার পাশাপাশি, শরীরে খনিজ লবণের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে। কিডনিতে কোনো সমস্যা হলে, তা ধরা পড়তে অনেকটা সময় নেয়। অনেক সময়ে এমন হয়েছে, একটি কিডনি

বিকল হয়ে গেলেও কাজ চলতে থাকে অন্যটি দিয়ে। ফলে ক্ষতি সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ পাওয়া যায় না। কিডনির প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগে সে সম্পর্কে সচেতন হন না অনেকেই। চিকিৎসকদের মতে, কিডনিতে পাথর বা অন্য কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে কি না, বাইরে থেকে সব সময়ে তা বোঝা যায় না। তবে কিডনি রোগের কিছু লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে ত্বকে। ত্বকের কোন লক্ষণগুলো দেখে বুঝবেন আপনি কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত?

১) বাতাসে অত্যধিক আর্দ্রতা শুষ্ক ত্বকের একমাত্র কারণ নয়।

ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্ত লাগছে? শুধুই কাজের চাপ, না কি শরীরে বাসা বাঁধছে নতুন রোগ?

পরিচয় ডেস্ক: মেয়েদের তো বটেই, ছেলেদের রক্তে আয়রনের ঘাটতিও এখনকার দিনে বড় সমস্যা। আর রক্তে আয়রনের অভাব পরে সৃষ্টি করতে পারে নানা জটিলতা। কোন কোন লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হবেন?

কর্মব্যস্ত জীবনে হাঁপিয়ে পড়লেও আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না শরীরকে। তখন এই ভাবনাই মাথায় ঘোরে যে, প্রচুর কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে শরীর। বিশ্রাম নিলেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবেন, এই ভাবনাই থাকে অনেকের। কিন্তু সমস্যাটা হতে পারে আরও গভীর। মেয়েদের তো বটেই, ছেলেদের রক্তে আয়রনের ঘাটতিও এখনকার দিনে বড় সমস্যা। আর রক্তে আয়রনের অভাব পরে সৃষ্টি করতে পারে নানা জটিলতা।

কোন কোন লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হবেন?

শারীরিক ক্লান্তি ছাড়াও শরীরে আয়রনের ঘাটতির নানা লক্ষণ রয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্ত লাগে শরীর। ছড়িয়ে মুখে, চোখে ফ্যাকাসে ভাব। কোষে অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে অল্পেই হাঁপ ধরা। সঙ্গে

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

প্রতিদিন আপেল খেলে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে না জেনেই প্রতিদিন আমরা নানা ধরনের ফল খেয়ে থাকি। আপেল ভীষণ উপকারী একটি ফল। আপেল উপকারী একথা মোটামুটি সবারই জানা। কিন্তু নির্দিষ্ট করে এর অনেক উপকারিতা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনি যদি প্রতিদিন অন্তত একটি করে আপেল খেয়ে থাকেন তবে তা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। এই ফলে আছে প্রচুর পানি। তাই প্রতিদিন আপেল খেলে তা পানিশূন্যতা রোধেও কাজ করবে। ॥

আপেলের পুষ্টিগুণ : এক প্রতিবেদনে আপেলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, একটি মাঝারি সাইজের আপেল থেকে পাওয়া যায় ৯৫ ক্যালোরি, ২৫ গ্রাম কার্ব, ৪ গ্রাম ফাইবারসহ ভিটামিন সি, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন কে। এছাড়া ম্যাংগানিজ, কপার, ভিটামিন বি১, বি২, বি৬, ভিটামিন এ এবং ই এর অন্যতম উৎস আপেল।

আসুন জেনে নেই আপেল যেসব রোগ প্রতিরোধ করবে :

১. ওজন কমাতে চাইলে প্রতিদিন একটি আপেল খেতে পারেন। আপেলে থাকা ফাইবার ও পানি অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখে। তাই ক্ষুধা লাগে না। ফলে ওজন কমে।

২. শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বের করে দেয় আপেল। এর ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

৩.আপেলে থাকা 'পেক্টিন' প্রিবায়োটিকের কাজ করে। এই ফল শরীরের জন্য উপকারি ও এতে থাকা ব্যাকটেরিয়া হজমের সমস্যা দূর করে।

৪. আপেলে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

৫. মস্তিষ্ক ভালো রাখে আপেল।

৬. লাংসের জন্য উপকারী আপেল শ্বাসকষ্টের ঝুঁকি কমায়।

মিষ্টি আলু খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: সারা বছরই বাজারে বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজি পাওয়া যায়। আবহাওয়া ও আপনি কোন অঞ্চলে আছেন তার ওপর নির্ভর করে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া উচিত। শীতের এই সময়ে আমাদের দেশে প্রচুর মিষ্টি আলু পাওয়া যায়। লালচে বেগুনি রঙের এই আলু দিয়ে সবজির বিভিন্ন ধরন রান্না করা যায়। কেউ সেদ্ধ করে, কেউ পুড়িয়ে খেতেও পছন্দ করেন। কিন্তু মিষ্টি আলু কি সত্যি উপকারী? মিষ্টি স্বাদের কারণে কি এটি অল্প করে খেতে হবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক মিষ্টি আলুর পুষ্টি, স্বাস্থ্য উপকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে:

মিষ্টি আলুর পুষ্টি : ইউএসডিএ- এর তথ্য অনুসারে, ১০০ গ্রাম মিষ্টি আলুতে থাকে মাত্র ৮৬ ক্যালোরি, ০.১ গ্রাম ফ্যাট। এটি পটাশিয়ামের খুব ভালো উৎস, সেইসঙ্গে এতে আছে পর্যাপ্ত প্রোটিন ও ফাইবার। মিষ্টি আলুতে থাকে নির্দিষ্ট মাত্রার ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ভিটামিন বি৬।

মিষ্টি আলুর স্বাস্থ্য উপকারিতা : পুষ্টিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা মিষ্টি আলুকে স্বাস্থ্যকর সবজি বলে উল্লেখ করেন। এটি প্রতিদিনের খাবারে যোগ করার কথাও বলেন। সেলিব্রেটি পুষ্টিবিদ রুজুতা দিবাকর বলেন, 'আঁশযুক্ত এই সবজি সবার জন্যই নিরাপদ, বিশেষ করে যারা স্থূলতা, পিসিওডি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি সমস্যায় ভুগছেন, তারাও খেতে পারবেন। মিষ্টি আলু দিয়ে দ্রুত বিভিন্ন খাবারের পদ তৈরি করা যায়।' জেনে নিন মিষ্টি আলুর কিছু চমৎকার উপকারিতার কথা-

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে এমন খাবার খুঁজছেন? মিষ্টি আলু হতে পারে সহজ সমাধান। মিষ্টি আলুতে থাকা ক্যারোটিনয়েড এবং অ্যান্থোসায়ানিন নামক দুটি উপাদান আমাদের শরীরকে ফ্রি র‌্যাডিক্যালের হাত থেকে বাঁচায় এবং সেইসঙ্গে বাড়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এটি আমাদের ত্বক ও চুলের জন্যও উপকারী।

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

প্রতিদিন কলা খেলে মিলবে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: কলা শুধুমাত্র শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতেই সাহায্য করে না, বরং চাপ কমাতে এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতেও সহায়তা করে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কলা যোগ করলে বদলে যেতে পারে আপনার ফিটনেস গেম। জেনে নিন প্রতিদিনের ডায়েটে কলা রাখলে কোন কোন উপকার মিলবে।

১। ভিটামিন বি৬ সমৃদ্ধ : কলা ভিটামিন বি৬ এর একটি ভালো উৎস, যা মস্তিষ্কের বিকাশ এবং কার্যকারিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি সেরোটোনিন এবং নোরপাইনফ্রাইনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারের সংশ্লেষণে জড়িত, যা মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভালো ঘুম নিশ্চিত করে।

২। ফাইবার : কলায় রয়েছে প্রিবায়োটিক ফাইবার। এই ধরনের ফাইবার উপকারী অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার জন্য খাদ্য হিসেবে কাজ করে ও স্বাস্থ্যকর অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বজায় রাখে। সুষম অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মানসিক সুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

৩। প্রাকৃতিক অ্যান্টাসিড : কলাতে প্রাকৃতিক অ্যান্টাসিড বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই প্রতিদিন এই ফল খেলে হজমের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্স কমে। এর ফাইবার সামগ্রী পাচনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে।

৪। হার্টের স্বাস্থ্য : কলাতে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখার

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

মটরশুঁটির উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক:বিভিন্ন প্রকার সবজি ও রান্নায় ব্যবহার করা হয় এই মটরশুঁটি। এটি বেশ সুস্বাদু। পোলাও, খিচুড়ি, নুডলস, পাস্তা তৈরিতেও ব্যবহার করা হয় মটরশুঁটি। মটরশুঁটির কচুরিও বেশ জনপ্রিয় একটি খাবার। তবে এটি কি কেবল সুস্বাদু, এর কি পুষ্টিগুণ কিংবা উপকারিতা নেই? সেকথাই বলছি। আপনার এই পছন্দের মটরশুঁটির কিন্তু রয়েছে অনেক উপকারিতা। যেগুলো আপনি হয়তো জানেন না। চলুন জেনে নেওয়া যাক মটরশুঁটির কিছু উপকারিতা সম্পর্কে-

১. প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে : আমাদের সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা জরুরি। পুষ্টিবিদদের মতে, এক বাটি মটরশুঁটি খেলে তা ২ টুকরা মাছ বা মাংসের সমপরিমাণ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে।' এই শস্যদানায় রয়েছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। তাই আপনার প্রতিদিনের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন মটরশুঁটি।

২. কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে কাজ করে : শরীরে জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। নয়তো সেখান থেকে বিভিন্ন অসুখ বিশেষ করে হৃদরোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের সমস্যা দূরে রাখতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে মটরশুঁটি। তাই কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মটরশুঁটি খেতে পারেন। সেইসঙ্গে শরীরে ট্রাই গ্লিসারাইড উৎপাদন কমাতেও সাহায্য করে এটি। ফলে বিভিন্ন অসুখ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়।

৩. ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে : আমাদের সুস্থ থাকার জন্য ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করা কতটা জরুরি তা জানা আছে নিশ্চয়ই? এই কাজে সাহায্য করে উপকারী শস্য মটরশুঁটি।

এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেকটাই কম। সেইসঙ্গে মটরশুঁটিতে থাকে উচ্চমাত্রায় ফাইবার ও প্রোটিন। যে কারণে এটি ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, টাইপ ২ ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে প্রোটিন সম্পন্ন খাবার উপকারী।

চিকেন চাউমিন

পরিচয় ডেস্ক:চিকেন চাউমিন সবার পছন্দেরেএক খাবার। ঝটপট ক্ষুধা মেটাতে এই চাউমিনের বিকল্প নেই। অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টে স্পেশাল ট্রিট সবকিছুতেই এই পদের দেখা পাওয়া যায়।

উপকরণ: চিকেন ব্রেস্ট ২টি, সয়া সস ১ টেবিল চামচ, ওয়েস্টার সস ১ টেবিল চামচ ভিনেগার ১ টেবিল চামচ, কালোমরিচ গুঁড়ো আধা চা চামচ, কর্ন ফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, কর্ন স্টার্চ ১ টেবিল চামচ, লবণ ১ চামচ, রামেন নুডলস ২ প্যাকেট, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, তেল পরিমাণ মতো, রসুন কুচি ২ কোয়া, গাজর ১/৪ কাপ, সবুজ ও লাল ক্যাপসিকাম ১/৪ কাপ করে, কাঁচা মরিচ ও ধনে পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ

পদ্ধতি : চিকেন ব্রেস্ট ধুয়ে ভালো করে স্লাইস করে কেটে নিতে হবে। এবার সয়া সস, ওয়েস্টার সস, ভিনেগার ও কালোমরিচ গুঁড়ো একসঙ্গে চিকেনের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। সেইসঙ্গে কর্ন স্টার্চ ও কর্ন ফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে নিন চিকেনের সঙ্গে। কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে দিন মেরিনেশনের জন্য। এবার একটি পাত্রে প্রয়োজনমতো পানি ফুটিয়ে নিন।

এর মধ্যে নুডলস সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি প্যানে তেল গরম করে এর মধ্যে পেঁয়াজ ও মরিচ কুচি দিয়ে ভেজে নিন। তারপর মেরিনেট করা চিকেন মিশিয়ে ৩-৪ মিনিট ভেজে নিন।

এবার গাজর কুচি মিশিয়ে নিন। এরপর সবুজ ও লাল ক্যাপসিকাম কুচি মিশিয়ে নিন। এবার পরিমাণমতো লবণ ও কালো মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। তারপর সেদ্ধ করে রাখা নুডলস মশলার মিশ্রণে ঢেলে দিন। ভালো করে নেড়েচেড়ে ওয়েস্টার সস ও সেসেমি অয়েল আধা চা চামচ করে মিশিয়ে দিন। কাঁচা মরিচ ও ধনে পাতা কুচি উপরে ছড়িয়ে একটু নেড়ে নামিয়ে নিন মজাদার চিকেন চাউমিন।

মুড়ি ঘণ্ট

পরিচয় ডেস্ক: মুড়ি ঘণ্ট হল একটি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার যাতে ভাজা মাছের মাথা গোবিন্দভোগ চালের সাথে রান্না করা হয়। এটি একটি মশলাদার, সুস্বাদু খাবার যা ভাতের সাথে সাইড ডিশ হিসাবে পরিবেশন করা হয়।

মুড়ি ঘণ্টের উপকরণ : ১ টি রুই/কাতলা মাছের মাথা ৪ টুকরো করে কাটা, ৩/৪ কাপ মুগ ডাল বা হলুদ মসুর ডাল, ৩ টেবিল চামচ সরিষার তেল. ১ টি পেঁয়াজ টুকরো করা, ১ টি টমেটো কাটা, ২ টি কাঁচা লঙ্কা , ১ চা চামচ আদা বাটা, ২ টেবিল চামচ ঘি, ২ টেবিল চামচ জিরা বীজ, ৫ গোলমরিচ, ২ টি এলাচ বাটা, ১/২ ইঞ্চি দারুচিনি স্টিক, ৫ লবঙ্গ বাটা, ১ টি তেজপাতা, ১ টেবিল চামচ হলুদ গুড়ো, ১ চা চামচ ধনে গুড়ো, ১/২ চা চামচ লাল লঙ্কা গুড়ো, ১/২ চা চামচ গরম মসলা, ১/২ চা চামচ চিনি, ২ টেবিল চামচ কাটা ধনে পাতা, ২ টেবিল চামচ ভেজানো গোবিন্দভোগ চাল, নুন স্বাদমতো

মুড়ি ঘণ্ট যে ভাবে রান্না করবেন রুই / কাতলা মাছের মাথা পরিষ্কার করে ধুয়ে লবণ ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ঘষে আলাদা করে রাখুন। একটি কড়াইতে তেল গরম করুন এবং মাছের মাথা যোগ করুন; ভাল করে ভাজুন এবং একপাশে রাখুন।একটি কড়াইতে ১ টেবিল চামচ ঘি গরম করুন, এবং মুগ ডালটি হালকা বাদামী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার হলুদের গুঁড়া, পানি ও ভেজানো গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে ভালো করে রান্না করুন (মাঝারি আঁচে ৫-৬ মিনিট সময় লাগবে)।

অন্য একটি কড়াইতে ১ টেবিল চামচ ঘি গরম করুন এবং টেম্পারিংয়ের জন্য জিরা, এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ, তেজপাতা এবং লবঙ্গ যোগ করুন। যখন তারা ছিটকে যায় এবং ঝরঝর করে, তখন কাটা পেঁয়াজ এবং গ্রেটেড আদা যোগ করুন এবং এক মিনিটের জন্য নাড়ুন।

কাটা টমেটো যোগ করুন এবং এক মিনিটের জন্য তাদের ভাজুন। এবার জিরা-ধনিয়া গুঁড়া, হলুদ এবং লাল মরিচের গুঁড়া যোগ করুন; কাঁচা গন্ধ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত নাড়ুন। সিদ্ধ মুগ ডাল যোগ করুন এবং ভালভাবে মেশান।

এবার ভাজা মাছের মাথা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। চিনি এবং নুন যোগ করুন; ভাল করে নাড়ুন। কাটা ধনে পাতা যোগ করুন; একটি সার্ভিং প্লেটে স্থানান্তর করুন এবং গরম পরিবেশন করুন মুড়ি ঘণ্ট।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL

73-07 37th Road Street, Jackson Heights NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিকেন ৬৫ বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক:চিকেন ৬৫ পদের উৎপত্তি ঘটেছে চেন্নাইয়ে। চিকেন ৬৫ এর সঙ্গে সুগন্ধি চাল মিশিয়ে তৈরি করা হয় এই বিরিয়ানি।

উপকরণ : মাংস মেরিনেশনের জন্য: ৬০০ গ্রাম হাড় ছাড়া মুরগির মাংস, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, গরম মশলার গুঁড়ো আধা টেবিল চামচ, লবণ আধা চা চামচ, মরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ, লেবুর রস দেড় টেবিল চামচ, কারি পাতা কুচি দেড় টেবিল চামচ, ময়দা দেড় চা চামচ, কর্ন ফ্লাওয়ার দেড় চা চামচ, তেল ২ টেবিল চামচ

মাংস রান্নার জন্য: পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো আধা চা চামচ, মরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ , কারি পাতা ৮-১০টি, কাঁচা মরিচের ফালি ৩-৪টি, টকদই ৪ টেবিল চামচ, চিনি আধা টেবিল চামচ, গরম মশলার গুঁড়ো ১ চা চামচ

বিরিয়ানির জন্য: লবণ পরিমাণমতো. আদা বাটা আধা চা চামচ, শাহি জিরা আধা চা চামচ, দারুচিনি ২টি,এলাচ ২-৩টি, তেজপাতা ২টি,লবঙ্গ ৪টি, বাসমতি চাল ২ কাপ, ফুড কালার সামান্য, পেঁয়াজ বেরেস্তা ৩ টেবিল চামচ, ধনেপাতা ও পুদিনাপাতা কুচি

পদ্ধতি : প্রথমে মাংস টুকরো করে কেটে ধুয়ে নিয়ে ১-১০ নম্বর পর্যন্ত সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ মেরিনেট করে রেখে এরপর ডুবো তেলে এপিঠ ওপিঠ করে ভেজে নিন। এবার একটি প্যানে সামান্য তেল গরম করে এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি বাদামি করে ভেজে নিন।

এরপর একে একে আদা-রসুন বাটা, ধনে-হলুদ-মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ ভেজে এর মধ্যে সামান্য পানি মিশিয়ে মশলা কষিয়ে নিন। কয়েকটি আস্ত কারি পাতা ও কাঁচা মরিচের ফালি মিশিয়ে দিন এ পর্যায়ে। এবার টকদইয়ের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে মশলার মিশ্রণে ঢেলে দিন। ভালো করে নেড়েচেড়ে রান্না করুন।

তারপরে ভেজে রাখা মাংসগুলো মশলার মিশ্রণে ঢেলে কিছুক্ষণ রান্না করে নিন। সবশেষে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এবার বিরিয়ানি তৈরির পালা। বাসমতির চাল আধা ঘণ্টা আগে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। চুলায় প্যান বসিয়ে তাতে পরিমাণমতো পানি ঢেলে দিন।

একে একে বিরিয়ানির সব মশলা দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে তারপর চাল পানিতে মিশিয়ে দিন। ভাত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। যখন ভাত হয়ে যাবে; তখন ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে অতিরিক্ত পানি ফেলে দিতে হবে। এভাবে রান্না করতে ভাত ঝরঝরে হবে।

ভাত সামান্য ঠান্ডা করে রান্না করা মাংসের উপরে ওই পাত্রেই ঢেলে দিন। উপরে পেঁয়াজ বেরেস্তা, ধনেপাতা ও কারিপাতা কুচি, সামান্য ফুড কালার ছড়িয়ে ঢেকে ১৫ মিনিট দমে রাখুন। এরপর নামে প্লেটে পরিবেশন করুন সুস্বাদু চিকেন ৬৫ বিরিয়ানি

দই-পোস্ত ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক:ইলিশের বিভিন্ন পদ হয়তো খেয়ে থাকবেন। বিশেষ করে ভাপা ইলিশ, সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ তো অনেক খেয়েছেন। এবার না হয় স্বাদ বদলাতে তৈরি করুন দই-পোস্ত ইলিশ। ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশের এই পদ মুহূর্তেই আপনার ক্ষুধা আরও বাড়িয়ে দেবে।

উপকরণ: ইলিশ মাছের টুকরো ৪টি, টকদই ১ কাপ, পোস্ত বাটা সামান্য. পাতিলেবু ১টি , ক্রিম ২ চামচ , লবণ পরিমাণ মতো, কাঁচামরিচের ফালি ৬টি ও, সরিষার তেল

পদ্ধতি: প্রথমে ইলিশ মাছ ভালোভাবে ধুয়ে একটা আস্ত পাতিলেবুর রস, হলুদ আর লবণ দিয়ে ২ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। এবার পোস্ত, কাজুবাদাম একসঙ্গে বেটে নিন। এর সঙ্গে ক্রিম আর ১ চামচ দুধ মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। টকদইও ভালো করে লবণ দিয়ে ফেটিয়ে নিন।

এবার ইলিশ মাছ ভালো করেই ভেজে নিতে হবে। তারপর কড়াইতে কালোজিরা ও কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিয়ে পোস্ত বাটা ঢেলে দিন। একটু কষা হয়ে এলে দইয়ের মিশ্রণ দিন। খুব ভালোভাবে মিশে তেল ছেড়ে আসলে অল্প পানি মিশিয়ে দিন। এরপর মসলার মিশ্রণে মাছ দিয়ে দিন। বেশ মাখা মাখা হয়ে এলে কাঁচামরিচের ফালি ছড়িয়ে দিন।

চাইলে নামানোর আগে ধনেপাতা কুচিও দিতে পারেন। সেইসঙ্গে লবণ ঠিক আছে কি-না তা দেখে নেবেন। এরপর গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশ করুন ইলিশের দই-পোস্ত

গণমাধ্যম কি ভিউজের পেছনে ছুটবে, নাকি নিউজের?

১৪ পৃষ্ঠার পর

উসকে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেয়েদের যৌন হয়রানি করা যাবে না।

ফেইসবুকের মাধ্যমে এত বেশি ঘৃণামূলক বক্তব্য ছড়ানো হয়েছে, যা বাংলাদেশে নানাধরনের সংঘাত বাড়িয়ে তুলেছে। একশ্রেণির মানুষ ঘৃণা বা বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করছেন এবং এর ওপর নির্ভর করে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দেশে জনগণের বড় একটা অংশ কম পড়াশোনা জানা ও নিরক্ষর। তারা ডিজিটাল মিডিয়ার প্রচার-প্রচারণা নিয়ে খুব একটা সচেতনও নন। যা দেখেন, তা-ই বিশ্বাস করেন। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগায় অসাধু ব্যক্তিরা। প্রায় শতকরা ৮৬ জন তরুণ-তরুণীর স্মার্টফোনের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এত বড় একটা অংশ ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করলেও এদের কতজন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে ভাবছেন? অথবা অনলাইনের ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন?

বাংলাদেশে শুধু রাজনীতি নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, গবেষণা, সাহিত্য প্রতিটা ক্ষেত্রেই মান নিম্নমুখী হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ যটা এগিয়েছে, মানবিক উন্নয়নে ততটাই পিছিয়েছে। হিরো আলমদের উত্থান কিন্তু একদিনে হয়নি। আমাদের রুচির যে অধোগতি হচ্ছে, তা রোধ করে কার সাধ্য। যদি বলি আমাদের গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেরও একটা দায় রয়েছে, এক্ষেত্রে তাহলে কি খুব একটা ভুল বলা হবে? এই যে তিশা নামের একটি ১৯ বছরের মেয়ে তার বাবার চাইতেও বড় একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করেছে, এটা বড় করে একটি নিউজ হয়েছে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে। ব্যস, এরপর শুরু হয়ে গেল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ গণমাধ্যমের ত্যানা পেঁচানো। খবর, ফিচার, ইন্টারভিউ, ভিডিও কিছু বাদ গেল না, যার ফলস্বরূপ এইবার বইমেলায় তাদের প্রেমকাহিনি নিয়ে বইও বের হয়েছে। এরপর দেখি একই নারীর সঙ্গে দুবার পরকীয়া, যেভাবে বিপর্যস্ত ওয়াকারের জীবন অথবা সানিয়া মির্জার সঙ্গে শোয়েব মালিকের ডিভোর্স নিয়ে নানাধরনের অরুচিকর খবর ছবি আপলোড হয়েই চলেছে। কারণ ভিউজ বেশি পাচ্ছে।

একটা সময় ছিল যখন সমাজের রুচিবান, ভদ্র, শিক্ষিত মানুষের ড্রইং রুমে ট্যাবলয়েড পত্রিকা বা এমন কোনো পত্রিকা রাখা হতো না যারা সেনসেশনাল ও রগরগে খবর ছাপাত। যারা হলুদ সাংবাদিকতাকে পুঁজি করত, তারা একসময়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতো। সাংবাদিকতার জগতে ‘হলুদ সাংবাদিকতা’ নতুন কিছু নয়। সংবাদপত্র শিল্পের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সূত্রপাতের সময় থেকেই ‘হলুদ সাংবাদিকতা’র বিষয়টি জড়িয়ে আছে। এখনও সংবাদপত্র শিল্পের বাণিজ্যকে ঘিরেই এই নিউজ-ভিউজের উত্থান। হলুদ সাংবাদিকতা হচ্ছে সেই সাংবাদিকতা যেখানে থাকে তথ্যবিকৃতি, যা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং মনগড়া ও উসকানিমূলক।

ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে সংবাদপত্রের সেই পুরোনো ইতিহাস নতুনভাবে ফিরে এসেছে। মানসম্মত কনটেন্ট নাকি প্রচারণার কৌশল কোনটা বেশি জরুরি? সংবাদপত্রগুলোই শুধু নয়, ইলেকট্রনিক মিডিয়াও তাদের কন্টেন্ট, আয়োজন, নিউজের ধরন, ফিচার ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভিউজ বাড়ানোর জন্য এমন অনেক ধরনের ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে, যা ঠিক রুচিশীল সংবাদের তালিকায় পড়ে না। মাঝেমধ্যে মিথ্যা ও সেনসেশনাল খবর আপলোড করতেও পিছপা হচ্ছেনা।

কার আগে কে সংবাদটি তুলে ধরবে, এজন্য সত্যতা যাচাইয়ের আগেই তাড়াহুড়ো করে অনলাইনে নিউজ আপলোড করছে, যাতে ভিউজ বাড়ে। এই নতুন কিছু দিতে গিয়েই খানিকটা রংচং, তথ্য বিকৃতি, রগরগে ভাষা ও ছবির ব্যবহার, অর্ধসত্য সংবাদ প্রচার করতে হয় বলে বাধে বিপত্তি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুধু বিনোদন ও তথ্য দিলেই হয় না, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংও করতে হয়। আর তখনই প্রশ্ন ওঠে রুচিকর সংবাদ না অরুচিকর কিছু দিয়ে ভিউজ বাড়ানোর।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নিন্দুকদের আমরা এখন ‘হেটার্স’ বা নিন্দুক হিসেবে চিহ্নিত করি। তাদের কাজকে দেখি ‘ট্রল’ হিসেবে। বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য করে তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কমেন্টবক্স ভরে ফেলে। এগুলোকেও কি আমরা ভিউজ হিসেবে ধরে নেব? এর ফলে দেশের মূল ধারার গণমাধ্যমও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আর পড়েছে বলেই অনলাইনের ওপর জোর দিচ্ছে। মুদ্রিত পত্রিকার সার্কুলেশন ব্যাপক হারে কমেছে, বেড়েছে অনলাইন পত্রিকার পাঠক। যেহেতু অনলাইন মিডিয়াকে ইউটিউবের অসমর্থিত নিউজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে, তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক দিকটিও দৃশ্যমান হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাউজের কি উচিত সামাজিক মাধ্যমের মতো করে কনটেন্ট আপলোড করা?

প্রযুক্তির অপব্যবহার করে অনেক খবর ও ছবিকে এডিট করে যেকোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যেমন বিপদে ফেলা যায়, তেমনি সমাজেও হাঙ্গামা সৃষ্টি করা যায়। এসব বানানো বা অর্ধসত্য জিনিস লাখ লাখ ভিউয়ার দেখে, কমেন্ট এবং শেয়ার করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত এইসব কনটেন্ট কি মূলধারার গণমাধ্যম গ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় নামবে নাকি নামা উচিত? নাকি এগুলোকে যেন প্রতিহত করা যায়, সেই চেষ্টা করবে?

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে পড়ার সময় পড়েছিলাম সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যম জনমত তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখে এবং মিডিয়া চাইলে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেহারা বদলে দিতে পারে। অবশ্য এটা নিয়েও তর্ক হতো যে আসলেই কি তা-ই? অর্থাৎ গণমাধ্যম কি মানুষের মনোজগত নিয়ন্ত্রণ করে? নাকি মানুষ যা দেখতে চায়, শুনতে চায় গণমাধ্যম সেটিই বারবার বলে?

আবার মিডিয়ার আরেকটা দিক হলো, তারা সেসব খবরই বেশি প্রচার করে যেগুলো সাধারণ মানুষ বেশি পছন্দ করে। সে খবর কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা দেখার বিষয় নয়। তাই এখানেও সেই একই তর্ক উঠতে পারে যে মিডিয়াই মতমোড়ল, নাকি পাবলিক যা চায় মিডিয়া তা-ই দেখায়? যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ মার্শাল ম্যাকলুহান মনে করেন ‘মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ’। মাধ্যমই সংবাদ, অর্থাৎ সংবাদমাধ্যম নিজেই একটা চরিত্র ধারণ করে পরে সে সেই চরিত্রকেই বাজারজাত করে। এটা বাজারের স্বার্থে, প্রতিযোগিতা করার জন্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অন্য নানা কারণে করতে পারে। তাহলে শেষ প্রশ্নটা হলো, গণমাধ্যম কি শুধু জনগণকে প্রভাবিত করে? বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে? স্বপ্ন দেখায়? নাকি গণমাধ্যম নিজেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ডিজিটাল দুনিয়ার অনিয়ন্ত্রিত তথ্য প্রবাহের কাছে? শাহানা হুদা রঞ্জনা যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও কলামিষ্ট

অস্থিরতার প্রতিযোগীতা

১৪ পৃষ্ঠার পর

সে বিশ্বায়ন হচ্ছে বাণিজ্যের। সেটা মানবিক বিশ্বায়ন নয়। আর বাণিজ্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুনাফা তৈরি করা। বিশ্বায়নের ধুয়া তুলে সারা পৃথিবী বাণিজ্যের অধীনে চলে গেছে। মানবিক বিশ্বায়নের প্রয়োজনেই বাণিজ্যিক এই বিশ্বায়নকে পরিত্যাগ করাটা দরকার। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সংস্কৃতিরই নিজস্বতা রয়েছে; বাণিজ্য সে নিজস্বতাকে স্বীকার করে না। সংস্কৃতির নিজস্বতাকে ভেঙে দিয়ে বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন মানুষকে অস্থির প্রতিযোগিতার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে; সমস্ত পৃথিবীকে একাকার করে দিতে চাইছে বাণিজ্যের স্বার্থে।

বিলীন করে দেবে ভাবছে সেই জায়গাটাকে, যেখানে ইচ্ছা হলেই আমরা একটু দাঁড়িয়ে দেখে নিতে পারি মানবিক স্বাদের সুন্দর পৃথিবীকে।

বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের পরিবর্তে যেটা চাই, সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। আন্তর্জাতিকতা আর বিশ্বায়ন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বিশ্বায়ন হচ্ছে বাণিজ্য আর আন্তর্জাতিকতা হচ্ছে সহযোগিতা, সহমর্মিতা। সবার সহযোগিতায় বিশ্বকে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে তোলাটাই আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্য। অন্যদিকে বিশ্বায়ন হলো পুঁজির দাসানুদাস। পুঁজিবাদ বিশ্বায়নকে বিস্তৃত করছে আর বিঘ্নিত করছে আন্তর্জাতিকতাকে। ফলে মানুষ চরম গতিশীলতার মধ্যে ধাবিত হতে হতে হারিয়ে ফেলছে তার স্বাধীনতার জায়গা; দাঁড়াবার নিজস্ব পরিসর।

শিক্ষাবিদ ও সমাজবিশ্লেষক।

দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ এর সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP Member of AICPA naea NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

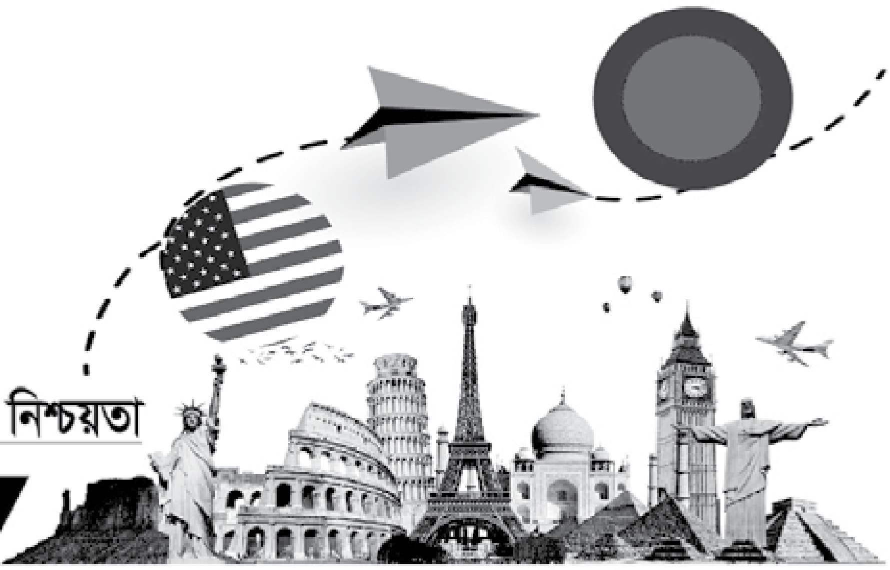

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য এবার বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা

১৮ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন নিয়ে কী কথা হয়েছে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের পরিবেশমন্ত্রী জানান, ''পিটার হাস বলেছেন, 'তারা মনে করেন, বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। তারপরও তারা সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।'' এদিকে পিটার হাসও সব মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেই গণমাধ্যমে একটি কথা বলে আসছেন - নির্বাচন নিয়ে ভিন্নমত আছে তাদের। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক মজবুত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা। তবে বিশ্লেষকদের মতে, একসঙ্গে কাজ করা তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, পিটার হাস আসলে মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার অপকৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছেন কিনা তা জানার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে।

তাদের মতে, নির্বাচনের পর থেকে পিটার হাসের মন্তব্য এবং বাইডেনের চিঠির ভাষা প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হলেও ৭ জানুয়ারির ভোট নিয়ে দেশে-বিদেশে এক অস্বস্তি তৈরি করতে চায় দেশটি। কারণ অনেকে মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র খুব করে চেয়েছিল বাংলাদেশে তাদের পছন্দের সুশীলদের নিয়ে একটি অনির্বাচিত সরকার নিয়ে আনতে।

২০০৬-২০০৭ সালে ঢাকার সে সময়ের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিকে টমাস ও প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিস অনির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠায় সফল হলেও, এবারে ব্যর্থ হয়েছেন পিটার হাস ও বাইডেন প্রশাসন। আবার এবারে বিএনপি না এলেও নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার বড় কোনো সুযোগও পাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং নির্বাচন নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে, একদিকে বাংলাদেশকে অস্বস্তিতে ফেলার পাঁয়তারা তাদের। আরেকদিকে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ভোট নিয়ে ভিন্নমত আছে বলে মন্তব্য করছে।

এই প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষকরা, প্রয়োজনে সরকারের মন্ত্রীদের উচিত হবে পিটার হাস তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও নির্বাচন নেতিবাচক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁকে একটু পরামর্শ দেয়া রাখা। বিশ্বের গণতন্ত্রের একমাত্র প্রভাবশালী ধারক ও বাহক যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী বক্তব্য থাকে এক দিকে যা অনেকটাই দৃশ্যমান, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক বিষয়টা থাকে আরেক দিকে সেটা ক্রমশ দৃশ্যমান। কারণ যুক্তরাষ্ট্র এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রয়েছে, যারা এই নির্বাচনকে সাধুবাদ জানিয়েছে। নির্বাচনের পরপরই তারা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

নির্বাচনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি বক্তব্য ছিল যে এটি সুষ্ঠু হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে তারা বলেছে যে- সরকারের সাথে কাজ চালিয়ে যাবে। এখন দেখার বিষয়, সরকার যেসব দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা শুরু করবে, সেখানে আমেরিকা কতখানি প্রবেশগম্যতা পায়। মার্কিনিদের এমন আচরণের বিষয় তারা এ দেশে গণতন্ত্র কিংবা মানবাধিকার বাস্তবায়ন করতে আসেনি। তিনি নিজ দেশের স্বার্থই দেখছেন বা দেখবেন এটা আমরা যত দ্রুত বুঝতে সক্ষম হবো ততই মঙ্গল। নির্বাচনের আগে পিটার হাস যেসব কথা বলেছিলেন, তাও নিজ দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যই বলেছেন। এখন যা বলছেন মূলত তাদের জাতীয় স্বার্থই এখানে আসল।

'বাংলাদেশে আজকে তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চাপ প্রয়োগ করেছে। যেমন, শ্রম অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে। চাপ প্রয়োগ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। তারা এই অঞ্চলে চীনের আধিপত্য কমাতে চায় এবং এটা কমানোর জন্য তারা এসব ইস্যু সামনে নিয়ে আসে।

তবে পিটার হাস এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারণে নয় আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য আমরা পরিবেশ বাচাবো, জলবায়ু পরিবর্তন থেকে দেশ বাঁচবো, দেশ বাঁচলেই আমরা বাঁচব। আমাদের অসচেতনতার কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। জীবনধারণের স্থান ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সবাই সচেতন না হলে শুধু আইন প্রয়োগে খুব বেশি সফলতা আসবে না। পরিবেশকে বিবেচনায় না রেখে একটি সুন্দর পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পরিবেশ আর উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী নয়। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। পরিবেশকে রক্ষা করে দেশের উন্নয়ন না করলে তা টেকসই হবে না। এজন্য শুধু সরকার বা বিভিন্ন সংস্থাকে কাজ করলে চলবে না, সমাজের প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করত হবে। পরিবেশ বাঁচিয়েই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সম্ভব করতে হবে।

ঢাকাসহ দেশের বেশিরভাগ নদ-নদী এখন দখল-দূষণ-বর্জ্যে মৃতপ্রায়। শুধু ঢাকা নয়, সারাদেশেই আগ্রাসী থাবায় নদী আজ ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। যে কোনো নদীর পাড়ে চোখ মেলে তাকালেই দখলবাজির পরিমাণটাও স্পষ্ট হয়ে যায়। অবস্থা এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছে, অনেক নদ-নদীর অস্তিত্বই এখন হুমকির সম্মুখিন। অনেক নদীকে আর বাস্তবে তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। দখল ও দূষণের কারণে গত ৪ দশকে দেশের ৪০৫টি নদ-নদীর মধ্যে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে ১৭৫টি। বাকি ২৩০টিও রয়েছে ঝুঁকির মুখে।

২৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথ কমে গিয়ে হয়েছে ৬ হাজার কিলোমিটার এর মতো। কৃষি, যোগাযোগ, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানুষের জীবনযাত্রা সবকিছুর জন্যই ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ। নদী-জলাশয় রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিবেশ সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, একেবারে শীর্ষ থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের পদাধিকারীরা বলে চলেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আদালতের নির্দেশও খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। সংকট তাহলে কোথায়? দখল-দূষণকারীদের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের দৃঢ়তায় ও সদিচ্ছায় অভাব রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন।

বিভিন্ন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়, কিছু দূর যাওয়ার আগেই তা আবার থেমে যায়। নদ-নদী রক্ষা করতে হবে জাতীয় স্বার্থকে সব ধরনের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে রেখে। নদী রক্ষায় নীতি ও আইন রয়েছে। এসব নীতি ও আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি পানি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করতে হবে। নদীকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দিতে হবে।

দেশের স্বার্থে নদী রক্ষা করতে হবে। বাঁচাতে হবে দেশের সব নদী। সঠিক পরিচর্যা করতে হবে। ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নদী সংস্কার ও পরিচর্যার গুরুত্ব বিবেচনা করেই কাজ করতে হবে। নদী না বাঁচলে বাংলাদেশকে বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে, অর্থাৎ বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আমাদের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের নদীগুলো সম্পর্কযুক্ত। হাজার বছর ধরেই এসব নদ-নদী আমাদের কৃষি, প্রকৃতি ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। নদী রক্ষা না করলে তাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রক্ষা পাবে না। এ জন্য নদী রক্ষাকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এ জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে নদ-নদী বাঁচাতে খুব দ্রুত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে নদী মাতৃক বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে নদী রক্ষা তথা নদীর নাব্যতা ধরে রাখার বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়নেও প্রয়োজন নদী রক্ষা ও পানির সঠিক ব্যবহার। নদীই বাংলাদেশের প্রাণ। কাজেই দেশের প্রাণশক্তি রক্ষা করতে হলে নদী দখল বন্ধ ও নদী দূষণরোধ করতেই হবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সংরক্ষণ করে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় তাকে টেকসই উন্নয়ন হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকার এজন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এমডিজি বাস্তবায়ন করেছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় নিয়ে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০৩০) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে নদীগুলো ঘন ঘন গতিপথ পরিবর্তন করে। ফলে বাংলাদেশে চর জেগে উঠা জমি একটি সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়েছে এবং চাষযোগ্য জমি ক্রমশ কমছে। সারা বাংলাদেশে ৩২টি জেলায় প্রায় ১০৯টি চর উপজেলা রয়েছে। ছোট এই দেশের মধ্যে দিয়ে ছোট বড় সাতশর মতো নদী বয়ে গেছে। মানুষের পেশা, জীবনযাপন এবং সাহিত্য সংস্কৃতি সবকিছুই নদীর উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্ভরশীল। আমাদের দেশে নদীর কাছে যে জমি চাষ করা হয় তাতে ব্যবহার করা হয় নদীর পানি। উৎপাদিত ফসল শহরে নিয়ে যাওয়া হয় নদী পথে। নদী আমাদের সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জাতীয় জীবন অর্থনীতির চালিকা শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। নদীর গুরুত্ব বোঝাটা তাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রত্যাশিত বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা বাড়বে ৫০ শতাংশ, যা ২০৫০ সালে হবে ৭০ শতাংশ, যেখানে হাইড্রো পাওয়ার এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদসহ মোট জ্বালানি চাহিদা বাড়বে ৬০ ভাগ। বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের জন্য বিপুলভাবে পানি ও জ্বালানি চাহিদা উভয়ই পানি ব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলোয় প্রতিযোগিতা বাড়বে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে মুক্তির জন্য আঞ্চলিক অভিন্ন নদী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। তার জন্য ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যে সমঝোতা রয়েছে তার ভিত্তিতেই আমাদের নদী ব্যবস্থাপনা জোর দিতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে হবে। নদী ও পরিবেশ রক্ষা করে আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে হবে। নদী রক্ষায় ১৯৯৯ সালের পানি নীতি এবং ২০১৩ সালের ওয়াটার অ্যাক্ট বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে নদী সমস্যার সমাধান করা জরুরি। তার জন্য সবার আগে যে কোনো পরিকল্পনার সাথে ভুক্তভোগি ও ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পৃক্ত করে কাজ করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে মুক্তির জন্য আঞ্চলিক অভিন্ন নদী ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদান খুব জরুরি। তার জন্য ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যে সমঝোতা রয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের নদী ব্যবস্থাপনা জোর দিতে হবে। দেশের স্বার্থে, ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে আমাদের পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে হবে। হীরেন পণ্ডিত প্রাবন্ধিক ও গবেষক। দৈনিক বাংলার সৌজন্যে

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL

NY State Exams

ELA: April 10-12

Math: May 7-9

30 Years of Excellence!

55% OFF

12-Month Common Core Programs

Visit Us Now For 1 Free Trial Class & Diagnostic:

Jackson Heights: 37th Ave & 74th St.

Astoria: 30th Ave & Crescent St.

Jamaica: Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn: Chruch & McDonald Ave

Bronx: Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park: 101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island: Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron: 5th Ave & 23rd St.

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Home Care
Immigrant Elder Home Care LLC.
হোম কেয়ার
বিস্তারিত জানতে
চলে আসুন
জ্যামাইকা অফিসে
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট
মোবাইল
৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭
87-47 164th Street Jamaica, NY 11432
ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

ANCHOR TRAVELS
এ্যাংকর ট্রাভেলস
AIRLINES TICKETS
73-05 37th Road Lower Level, Store#3 Jackson Heights, NY11372
এ্যাংকর ট্রাভেলস
516 850-1311, 631 774-0409
এ্যাংকর ট্রাভেলস
516 850-1311, 631 774-0409
SEND MONEY
BANGLADESH INDIA PAKISTAN NEPAL
HIGHEST RATE
LOWEST FEE
টাকা পাঠান
সর্বোচ্চ রেটে
BUY YOUR
DREAM HOUSE
REAL ESTATE HOUSING LOAN
FLY WITH
anchortravels.us
বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোনো দেশে
ভ্রমণ করুন
NEW BRANCH
73-05 37th Road Lower Level, Store#3
Jackson Heights, NY11372
516 850-1311, 631 774-0409
নতুন শাখা
জ্যাকসন
হাইটস

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারগুলো কারা পান, কেন পান, কীভাবে পান

১৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি মন্তব্য করেছেন, 'একটা বই পাওয়া গেল না, যাতে গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।' বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত এমন একজন 'গবেষক', ড. শুভ বসুকে তাঁর বই উপহার দিয়েছেন। বই পড়ে তিনি আমাকে বললেন 'এ বইয়ের লেখক তো একেবারে ক-অক্ষর গোমাংস'! আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'আপনার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যিনি সাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন, আপনাকে তাঁর দুটি কবিতা শোনাই?'

১. এপাং ওপাং ঝপাং / সুর ধরেছে পটাঙ
ব্যাঙ ডাকে গ্যাঙ গ্যাঙ/ হাতির কতো বড় ঠ্যাং ।।

২. নিশিরাতে জেগে দেখি, গাছের ডালে কাক, শালা আমিতো অবাক!!
চোর ঢুকেছে ঘরের ভেতর, দরজা ছিলো ফাঁক? শালা আমিতো অবাক!!

কবিতা শুনে, সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পণ্ডিতমশাই' গল্পে পণ্ডিতমশাই যখন ছাত্রদের মধ্যে, তাঁর আট সদস্যের পুরো পরিবার সাহেবের কুকুরের একটা ঠ্যাংয়ের সমানড়এই হিসাব উপস্থাপন করেন, তখন যে রকম নীরবতা নেমে এসেছিল, প্রফেসর বসুর মুখেও ঠিক সেই রকম নীরবতা ভর করেছিল। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'অন্ধকার এখন চারদিকেই, প্রফেসর বসু। বস্তুত, এ এক ঘোর অমাবস্যার রাত'।

কোনো কিছু সৃষ্টির আগে একজন মানুষকে গভীর সাধনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যা অনেকটা ধ্রুপদি সংগীতচর্চার মতোড়২০ থেকে ৫০ বছর লেগে যায় সিদ্ধিলাভ করতে। তারপরও সিদ্ধিলাভ হবে কি না, নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু বাংলাদেশে পুরস্কারপ্রাপ্তির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাতে আর সাধনার কোনো দরকার নেই। শুধু ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ করে, তাঁদের অনুকম্পা লাভই পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্যতা।

ফলে আমরা একটি মেধাহীন, সৃষ্টিহীন জাতিতে পরিণত হচ্ছি দিনে দিনে এবং এই ক্ষতি কোনো দিন কোনোকালেই আর পূর্ণ হবে না। কিন্তু আমাদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে আমাদের খ্যাতি চাই, নাম চাই, পরিচিতি চাই। এই যখন অবস্থা, তখন কীভাবে জাতীয় পুরস্কারগুলো পাওয়া যেতে পারে, তার একটা ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যাই।

প্রথমেই আপনাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তৈল প্রবন্ধটি মুখস্থ করে ফেলতে হবে এবং প্রদত্ত 'টেকনিকগুলো' রপ্ত করতে হবে। এটা যদি বিএনপির আমল হয়, তাহলে জিয়াউর রহমানের ওপর একটি বই লিখে ফেলতে হবে। আওয়ামী লীগের আমল হলে আপনাকে বঙ্গবন্ধুর ওপর অন্তত একটা বই লিখতে হবে, তা আপনি যে বিষয়ের ওপরেই পুরস্কার পাওয়ার বাসনাই মনে ধারণ করেন না কেন।

উভয় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। কারণে-অকারণে দেখা করতে হবে, জন্মদিনসহ বিভিন্ন দিবসে শুভেচ্ছা জানাতে হবে, মাঝেমধ্যে উপঢৌকন পাঠাতে হবে, তাঁদের নামে বই উৎসর্গ করলে তো কথাই নেই! এই বিষয়গুলো মেনে চললে আপনার ভাগ্যেও জুটে যাবে একটি জাতীয় পুরস্কার। ড. এন এন তরুণ ইউনিভার্সিটি অব বাথ, ইংল্যান্ড। সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রে দুঃস্বপ্ন: বাংলাদেশিদের পারিবারিক নির্যাতন, কী প্রতিকার

১৬ পৃষ্ঠার পর

জীবনের মূল্য অপরিসীম। অতএব, পাছে লোকে কিছু বলে, এটা চিন্তা না করে নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। তাহলেই প্রবাসে নারী তার জীবন নতুন করে গড়ে তুলতে পারবে'ড়বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ড. নুসরাত আমিন, যিনি টেক্সাসে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।

ডমিস্টিক ভায়োলেন্স সার্ভিসেস-ডায়া হাসটন (টেক্সাস), যেখানে ড. নুসরাত আমিন একজন জ্যেষ্ঠ পরিচালক এবং মৈত্রী (গধরঃৎর ঈঅ) যে সংস্থায় আমি জড়িত রয়েছি, আমাদের জন্য নির্যাতিত মানুষটি ছাড়াও পুরো সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক নির্যাতনবিষয়ক আইন রয়েছে, রয়েছে অসংখ্য সংস্থা, যারা বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে। বছরজুড়ে আমরা প্রচার চালানোর পরও সমাজের ভয়ে অনেকে নির্যাতিত হয়েও সাহায্য নিতে সংকোচবোধ করেন। সমাজের সবার কাছে পৌঁছাতে তাই আমরা হাজির হই মসজিদে, মন্দিরে, নববর্ষের অনুষ্ঠানে শুধু পরিচিতির জন্য। সবাই মিলে প্রবাসে নির্যাতনমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবড়সেই স্বপ্ন আমাদের প্রেরণা জোগায়। জাকিয়া আফরিন মানবাধিকারকর্মী, আন্তর্জাতিক আইনবিষয়ক প্রভাষক এবং আইনের কথা ডটকমের প্রতিষ্ঠাতা।দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

তথ্যসূত্র ও সাহায্যকারী সংস্থার ঠিকানা

www.maitri.org
https://www.dayahouston.org/
https://www.southasiansoar.org/
https://www.peacefulfamilies.org/
https://www.pewresearch.org/

মার্কিনদের পতন হয়নি, তবে ট্রাম্প ফিরলে কি হবে বলা যায় না

১৮ পৃষ্ঠার পর

নভেম্বরে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হলে এই বছরটি আমেরিকান শক্তির জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। তখন দেশটি সত্যিকারের পতনের দিকে যেতে পারে। স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ। জোসেফ এস নাই যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী প্রতিরক্ষাসচিব ও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক

ঋণের শর্তপূরণ: আইএমএফের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের লুকোচুরি

১১ পৃষ্ঠার পর

টাকা অবলোপনের সুযোগ পাচ্ছে ব্যাংকগুলো। পাশাপাশি খেলাপিযোগ্য প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা নতুন করে পুনঃ তফসিলও করা হয়েছে। যার মোট পরিমাণ প্রায় ৬৩ হাজার কোটি টাকা। এই অর্থ আইএমএফকে দেওয়া খেলাপি থেকে বাদ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ৬১টি ব্যাংকের বিতরণ করা ঋণ ১৫ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। খেলাপি ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা ঋণের ১০ শতাংশ। আর সরকারি ব্যাংকগুলোর ৩ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণের খেলাপি ৬৫ হাজার ৭৯৭ কোটি, যা মোট খেলাপির প্রায় ২২ শতাংশ। পাশাপাশি মোট অবলোপন করা বকেয়ার পরিমাণ ৬৬ হাজার কোটি থেকে দুই বছর ধরে চলমান বকেয়া প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকা খেলাপি থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। আবার গত বছরের ৯ মাসে খেলাপিযোগ্য প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। ফলে গত সেপ্টেম্বর শেষে পুনঃ তফসিল করা ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা। এই নতুন পুনঃ তফসিল ও অবলোপন করা বকেয়া অর্থের পরিমাণ ৬৩ হাজার কোটি টাকা।

সূত্র জানায়, ব্যাংকগুলোর অর্থঋণ আদালতের মামলায় আটকা অর্থ ১ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকে আটকা রয়েছে ১১ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। সব মিলে অর্থঋণ আদালতসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২ লাখ ৪২ হাজার মামলায় ঝুলে রয়েছে ২ লাখ কোটি টাকার বেশি। আর অবলোপন করা ঋণের প্রায় ৪৪ হাজার কোটি এবং নতুন করে পুনঃ তফসিলের ১৯ হাজার কোটি টাকা আইএমএফকে দেওয়া তথ্য থেকে বাদ দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ব্যাংক খাতে সংস্কারের জন্য দাবি ছিল ব্যাংক সংস্কার কমিশন গঠন করা। সেটি না করে রোডম্যাপ ঘোষণা করা করেছে। এটি বাস্তবায়ন করতে গেলে, যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে তারা প্রভাবশালী ও সরকারের নিকটজন। তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতটুকু কঠোর হতে পারে, তা দেখার বিষয়। এসব করতে না পারলে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরবে না।

বাসায় রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে একটি প্রাইভেট হাউসের বাসায় একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে । ভাড়া মাসে $900 (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট, কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ মোবাইল : 970-817-7657

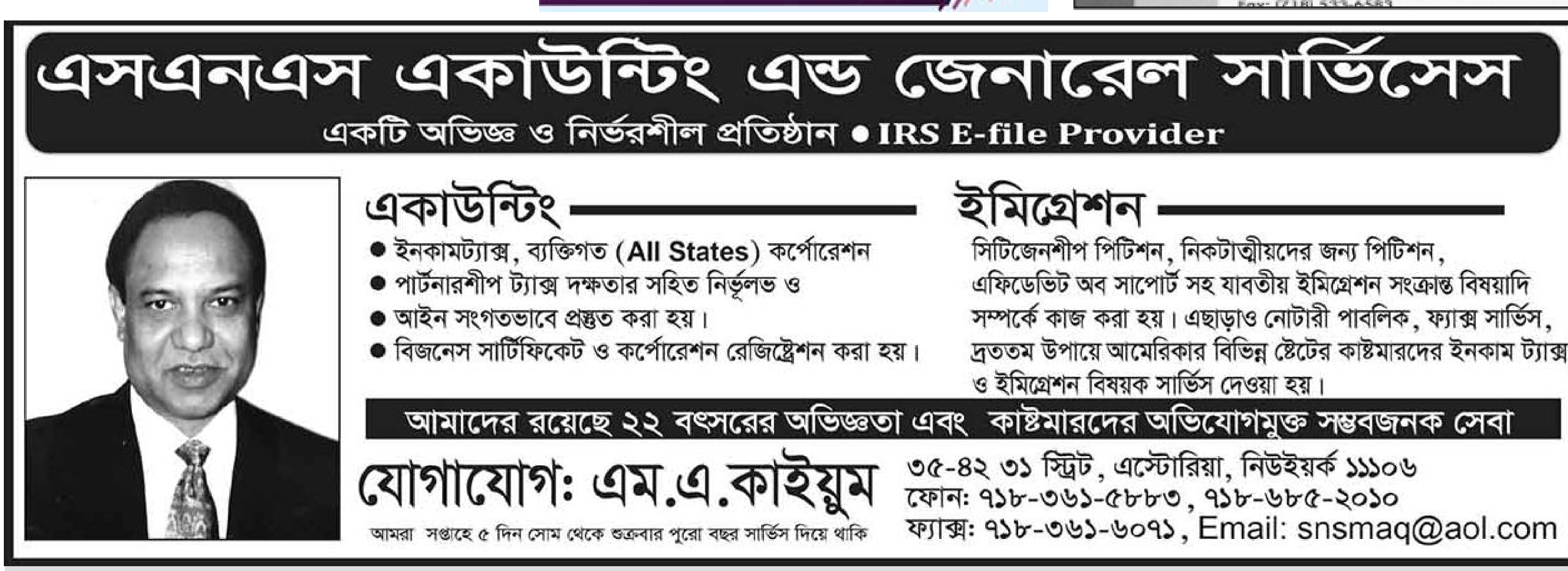

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন
২০ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER
حلال
HALAL
100% Quality Food
HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB
UBER eats
DOORDASH
PayPal
JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

বাংলাদেশের শিল্প খাতে নীরবে বেকারত্ব বাড়ছে

১১ পৃষ্ঠার পর

না পারায় বেশকিছুদিন ধরে সেখানে প্রায়ই দেখা দিচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। সংশ্লিষ্টরা জানান, সময় মতো কাঁচামাল সরবরাহ না হওয়া, গ্যাস সংকট, বিদেশি বায়ার কমে যাওয়ায় তারা অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। যে কারণে সময় মতো শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন সংকটের কারণে এরই মধ্যে গাজীপুরের একাধিক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। অপরদিকে বেতন না দিয়ে এসব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়ার কারণে বকেয়া বেতন আদায়ে মহাসড়ক অবরোধের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।

বিকেএমইএ সভাপতি মো. হাতেম বলেন, পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিকভাবে মন্দা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ঢামাডোলের কারণে আন্তর্জাতিকভাবেই সেল ও অর্ডার কমের জটিলতা তৈরি হয়েছে। এর ওপর দেশের ব্যাংকগুলো নানামুখী সংকটে পড়েছে। যার নেতিবাচক প্রভাবে শিল্পকারখানার শ্রমিকদের বেকারত্ব বাড়ছে। টেক্সটাইল মিল মালিকরা জানান, গ্যাস সংকটের কারণে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দাম বাড়ানোর সময় সরকারের তরফে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সংযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি। ট্যারিফ বৃদ্ধির আগে এবং পরে গ্যাস সরবরাহের অবস্থা শোচনীয়ই রয়ে গেছে। বাড়তি দাম দিয়েও গ্যাস পাচ্ছেন না শিল্পমালিকরা। কারখানা বন্ধ হওয়ায় শুধু রপ্তানিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, দিন দিন বাড়ছে বেকারত্ব। অনেক টেক্সটাইল মিলের বিপুলসংখ্যক শ্রমিক এরই মধ্যে বেকার হয়েছে। এ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর তথ্য মতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোয় তৈরি পোশাক রপ্তানি ১ দশমিক ২৪ শতাংশ কমে ১ হাজার ১৩৬ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ইইউর সবচেয়ে বড় বাজার জার্মানিতে পোশাক রপ্তানি ১৭ শতাংশ কমে ২৮৬ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। ইতালিতে পোশাক রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ। বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি গত বছরের প্রথম ১১ মাসে (জানুয়ারি-নভেম্বর) আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৭৯ কোটি ডলারে। ২০২২ সালের জানুয়ারি-নভেম্বর সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯০৪ কোটি ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কানাডায় তৈরি পোশাক রপ্তানি ৪ শতাংশ বেড়ে ৭৪ কোটি ১৯ লাখ ৪০ হাজার ডলারে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে তৈরি পোশাকসহ রপ্তানি পণ্যের ওপর সরকারি নগদ প্রণোদনা কমিয়ে আনার নতুন সিদ্ধান্তে গার্মেন্টস বন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এ খাতের শ্রমিকদের বেকারত্ব ভয়াবহ রূপ নিতে পারে এমনটা আশঙ্কা করছেন উদ্যোক্তরা অনেকেই। এ প্রসঙ্গে গার্মেন্টস মালিকদের প্রতিষ্ঠান বিজিএমই এর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, বিগত যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে রপ্তানি খাতে সবচেয়ে বেশি টানাপোড়েন চলছে। রপ্তানির পরিমাণ বাড়লেও মুনাফা সেই হিসেবে বাড়ছে না।

তিনি বলেন, মন্দার কারণে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় সব কিছুর উৎপাদন মূল্য বেড়ে গেছে। সেই হিসেবে রপ্তানির মূল্য বেড়ে গেছে। কিন্তু এক্সপোর্টের ভ্যালু (মূল্য) বেড়ে যাওয়া মানেই মালিকরা সেই টাকা পাচ্ছে- তা নয়। মালিকরা সিএম বা চুক্তি অনুযায়ী দাম পাচ্ছে।

মহিউদ্দিন রুবেলের দাবি, এসব বিভিন্ন কারণে আয় এখন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে, সেই সঙ্গে বাজারে এখন পর্যাপ্ত অর্ডার নেই। এছাড়া গত কয়েক বছরে সব ধরনের জ্বালানির দাম কয়েক গুণ করে বেড়েছে। এমন অবস্থায় প্রণোদনা কমানো হলে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়বেন। যার পরোক্ষ প্রভাবে শিল্পখাতে নতুন বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। এ খাতে কর্মসংস্থান কমবে। এদিকে শ্রমিক নেতারা অনেকে মনে করেন, পোশাকশিল্পে নানা সংকটের কারণে শ্রমিক উৎপাদন কমে যাওয়ায় কোথাও কোথাও শ্রমিক ছাঁটাই করা হলেও এর নেপথ্যে ভিন্ন কারণও রয়েছে। তাদের ভাষ্য, নতুন মজুরি বাস্তবায়ন না করার কৌশল হিসেবেই শ্রমিক ছাঁটাই করছেন অনেকেই।

শ্রমিক সংগঠন গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড কেন্দ্রের (জিটিইউসি) সাধারণ সম্পাদক সাদেকুর রহমান শামিমের দাবি, শুধু তাদের সংগঠনের ২২ হাজারের বেশি শ্রমিককে আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে গত দুই-আড়াই মাসে ছাঁটাই করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় এক লাখ শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।- সুত্র দৈনিক যায়যায়দিন

জানুয়ারিতে বিশ্ব খাদ্য মূল্য অব্যাহতভাবে কমেছে জানালো জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

১১ পৃষ্ঠার পর

তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে বিশ্বে গমের রপ্তানী মূল্য কমায় ফাওয়ের সিরিয়াল মূল্য সূচক আগের মাসের তুলনায় ২.২ শতাংশ কমেছে। এছাড়া ভূটার দামও কমেছে।

এদিকে গত সাতমাস ধরে মাংসের মূল্য সূচকও অব্যাহতভাবে কমছে। গত ডিসেম্বরের তুলনায় এ হার ১.৪ শতাংশ কমেছে। তবে একইসময়ে চিনির মূল্য বেড়েছে বলে ফাও জানিয়েছে। আগের মাসের তুলনায় জানুয়ারিতে চিনির মূল্য সূচক ০.৮ শতাংশ বেড়েছে। - বাসস

মার্কিন ডলার বিশ্ববাজারে এখন আরও শক্তিশালী

১০ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন সুদের হার আরও বেশি সময় উচ্চপর্যায়ে থাকবে, এই প্রত্যাশায় যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিলের সুদের হারও বেড়ে গেছে। দুই বছর মেয়াদি বিলের আয় বেড়ে ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশে উঠেছে। আর ১০ বছর মেয়াদি বিলের সুদের হার বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ।

অন্যদিকে চীনে শেয়ারের দাম পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে নিচে নেমে যাওয়ার পর দেশটির পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বাজারের অস্বাভাবিক ওঠানামা বন্ধ করতে অঙ্গীকার করছে। তবে তারা নির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ ঘোষণা করেনি। তবে এই পদক্ষেপ ইউয়ানের জন্য কোনো সুবিধা বয়ে আনেনি। ডলার শক্তিশালী হওয়ার কারণে ইউয়ানের দাম সামান্য কমে গেছে।

ছবির নিচে ক্যাপশন: যুগের পর যুগ ধরে কারিগরদের নিপুণ ছোঁয়ায় বাহারি ডিজাইনে তৈরি হচ্ছে টাঙ্গাইল শাড়ি। ছবি: সময় সংবাদ

বেশ কিছু ইসলামি আইন অবৈধ ঘোষণা করলো মালয়েশিয়া

১২ পৃষ্ঠার পর

আদালত। স্থানীয় সময় শুক্রবার (৯ ফেব্রুয়ারি) এ ঘোষণা দেন দেশটির ফেডরেল কোর্ট। এ ঘোষণা দেশটির অন্যান্য রাজ্যে প্রচলিত শরিয়াহ আইনকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, দেশটিতে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের পাশাপাশি মুসলিমদের জন্য ইসলামী ফৌজদারি এবং পারিবারিক আইন সহ দুই ধারা বিশিষ্ট আইনি ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি দেশটির সংসদে প্রাদেশিক আইনে শরিয়াহ আইনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ আইন পাস করা হয়েছে।

আদালতের এক রায়ে আজ কেলান্তান রাজ্যের অন্তত ১৬টি শরিয়াহ ভিত্তিক ফৌজদারি আইনকে অকার্যকর বা অবৈধ বলে রায় ঘোষণা করেছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। অকার্যকর হওয়া আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে যৌন হয়রানি, অজাচার এবং জুয়া বিষয়ক আইন।

মালয়েশিয়ার প্রধান বিচারপতি তেংকু মাইমুন তুয়ান মাত এ রায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ওই রাজ্যের আইন প্রণয়নের কোনো অধিকার নেই। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র সংসদের। যেসকল শরিয়াহ আইনকে অবৈধ বা অকার্যকর ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো সংসদীয় ধারায় পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কেলান্তান মালয়েশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি রাজ্য। এটি পার্টি ইসলাম সে-মালয়েশিয়া (পিএএস) কর্তৃক শাসিত একটি অঞ্চল। দলটি ইসলামিক শরিয়াহ অনুশীলনের ক্ষেত্রে কট্টরপন্থী মতবাদের পক্ষে রয়েছে। খবর রয়টার্স।

মূল্যস্ফীতি নিয়ে ঝামেলায় আছি, এখন ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন তহবিল দেওয়া সম্ভব নয়

১০ পৃষ্ঠার পর

এমএফআইসিআইবি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ‘আমরা ধীরে ধীরে কেয়ারলেস সোসাইটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ২০২৬ সালের মধ্যে আমাদের ৭৫ শতাংশ লেনদেন ক্যাশলেসভিত্তিক হয়ে যাবে। তাই তথ্যের জন্য অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থায় যাওয়া খুবই জরুরি।’

ক্ষুদ্র ঋণদাতা এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহের অনুরোধে গভর্নর বলেন, ‘এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আলাদা কোনো তহবিল দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আমরা এখন মূল্যস্ফীতি নিয়ে ঝামেলায় আছি। বাংলাদেশ ব্যাংক কাউকে টাকা দিলে মার্কেটে মানি ক্রিয়েশন হয়। এর ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।’ কোনো সিস্টেমকে ডিজিটাল করলেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না, সিস্টেমকে মেইনটেন্যান্স করাটা প্রধান সমস্যা বলে উল্লেখ করেন গভর্নর।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের প্রতি সর্বজনীন পেনশনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান আব্দুর রউফ তালুকদার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এবং আইসিটি বিভাগের প্রধান দেবদুলাল রায় বলেন, এই পুরো সিস্টেমটি এনআইডিভিত্তিক। এই মুহূর্তে ৫০টি প্রতিষ্ঠানে ডেটা আপলোড করা আছে।

পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের (পপি) নির্বাহী পরিচালক মোরশেদ আলম সরকার বলেন, ‘বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাদেরকে ঋণ দিতে চায় না আমরা তাদের নিয়েই কাজ করি। আমরা তাদেরকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলছি। আমরা নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছি। আমাদের ঋণে ৯৬ শতাংশই ফেরত এসেছে। আমাদের গ্রাহকেরা অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত নয়।’ সুতরাং, এমআরএ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে এর জন্য গভর্নরের কাছে আলাদা তহবিল দাবি করলেন পপির এই শীর্ষকর্তা। তিনি আরও বলেন, ‘যেসব গ্রাহক ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই রাখে না, তাদেরই আমরা গ্রাহক হিসেবে গড়ে তুলছি। কিন্তু আমানত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন শর্ত দেওয়া হয়েছে।’ এ ক্ষেত্রে সব ধরনের শর্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। এ ছাড়া এমআরএফ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কীভাবে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আনা যায় সে বিষয়ে নীতিমালা দাবি জানিয়েছেন তিনি। সাজেদা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাহেদা ফিজ্জা কবির বলেন, ‘এমআরএ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু আমাদের এখানে তথ্যের ব্যাপক অভাব রয়েছে। এ জন্য আমাদের তথ্য আরও সমৃদ্ধ করা দরকার। বর্তমানে শীর্ষ ১০ এমআরএ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ বাজারের ৮০ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করছে। এ ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে এই ১০ প্রতিষ্ঠানের তথ্যকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করা দরকার। এ ছাড়া ক্ষুদ্রঋণের বিতরণের ক্ষেত্রে এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো গবেষণা নেই।’ এ জন্য গবেষণার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ঋণগ্রহীতার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) যাচাই করে সিআইবি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এআইপি তথ্যভান্ডার থেকে লিংক নিয়ে গ্রাহকের তথ্য যাচাই করা হবে। এ জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের ফলে যথাযথ গ্রাহক নির্বাচন, গ্রাহকের ঋণ যোগ্যতা যাচাই ও ইতিহাস জানা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে, গ্রাহকের আর্থিক সেবাভুক্তি সহজতর করা, মাইক্রোফাইনান্স সেক্টরের সচ্ছতা আনয়ন এবং গ্রাহকের ঋণপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা দূর করা সহজ হবে। উদ্যোক্তা সৃষ্টির পথ সুগম করা তথা প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক খাতের সঙ্গে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের সংযোগ আপনের পথ আরও সুগম হবে। এমআরএ আরও জানায়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিত করে টেকসই জনবান্ধব ক্ষুদ্রঋণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এমআরএ প্রতিষ্ঠা করা হয়। জুন ২০২৩ অনুযায়ী এমআরএ এর সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৩১টি, গ্রাহকসংখ্যা ৪ কোটি ৮ লাখ, বিতরণকৃত ঋণ ১ লাখ ৯১ হাজার কোটি টাকা, ঋণস্থিতি ২ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা, শাখার সংখ্যা ২৫ হাজার ৩৩৬টি। বর্তমানে এ খাতে ২ লাখ ৬ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের ৪ কোটি ৮০ লাখের বেশি পরিবার ক্ষুদ্রঋণ পরিষেবার আওতায় রয়েছে। গ্রামীণ অর্থায়নের প্রায় ৭৩ শতাংশ জোগান আসে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৫০ শতাংশ কৃষি এবং ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ হয় ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে।

একটানা ‘উষ্ণতম’ ১২ মাস পার করল বিশ্ব

১২ পৃষ্ঠার পর

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০২৩ সালে মারাত্মক ঝড়, খরা ও দাবানলের মুখে পড়ে বিশ্ব। এল নিনোর প্রভাবে যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। এ কারণে ২০২৩ সালে রেকর্ড উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। গত বছরটি সম্ভবত গত এক লাখ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণতম বছর ছিল।

২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধি শিল্পায়ন-পূর্ব সময়ের চেয়ে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আটকে রাখতে চুক্তি হয়েছে। জার্মানির জলবায়ুবিষয়ক গবেষণা সংস্থা পটসডাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চের গবেষক জোহান রকস্ট্রম বলেন, ‘তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছেছে। আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এর বিরূপ প্রভাবের খেসারত দিচ্ছি।’ তিনি বলেন, ‘১ দশমিক ৫ একটি বড় সংখ্যা এবং বিশ্বব্যাপী তাপপ্রবাহ, খরা, বন্যা, শক্তিশালী ঝড় ও জলের ঘাটতি আমাদের সত্যিই খুব বাজেভাবে আঘাত করছে। ২০২৩ সাল আমাদের এটাই শিখিয়েছে।’ সাম্প্রতিক মাসগুলোয় আমাজন অববাহিকায় মারাত্মক খরা, দক্ষিণ ইউরোপের কিছু অংশে অস্বাভাবিক ঠান্ডা, দক্ষিণ আমেরিকায় ভয়াবহ দাবানল এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় রেকর্ড বৃষ্টির মতো চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। গবেষক জোহান রকস্ট্রম এএফপিকে বলেন, ‘এটি স্পষ্টতই মানবসমাজের জন্য একটি সতর্কতা। আমরা নির্ধারিত ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমার দিকে ধারণাও চেয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। তবে এল নিনো শেষ হলে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।’ কোপারনিকাস জানিয়েছিল, ১৮৫০-১৯০০ সালের জানুয়ারির গড় তাপমাত্রার তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাপমাত্রা ১ দশমিক ৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ছিল। সে অনুযায়ী এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে উষ্ণতম জানুয়ারি মাস।

সিথ্রিএসের উপব্যবস্থাপক সামান্থা বার্গেস বলেন, ‘২০২৪ শুরু হয়েছে আরেকটি রেকর্ড ভঙ্গের মাস দিয়ে। জানুয়ারি শুধু রেকর্ড গড়া সবচেয়ে উষ্ণতম মাস ছিল না, আমরা টানা ১২ মাস শিল্পায়ন-পূর্ব সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা অনুভব করেছি।’

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির মূল কারণ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এর ব্যবহার বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আগামী এক দশকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্তসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) সতর্ক করে বলেছে, এ অবস্থা চলতে থাকলে ২০৩০-এর দশকের গোড়ায় দিকে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারে।

উষ্ণতম ১২ মাস পার হওয়ার বিষয়টি মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ের জন্য খারাপ খবর বলে মন্তব্য করেন ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের জলবায়ুবিজ্ঞান ও নীতিবিভাগের অধ্যাপক জোয়েরি রোজেলস। তিনি যদি বৈশ্বিক নির্গমন (কার্বন) দ্রুত শূন্যে না নামানো হয়, তাহলে বিশ্ব শিগগিরই প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে নির্ধারিত তাপমাত্রার (১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

কোপারনিকাসের তথ্যমতে, গত জানুয়ারিতে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার পাশাপাশি পূর্ব কানাডা ও দক্ষিণ ইউরোপের তাপমাত্রা ছিল গড়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু উত্তর ইউরোপ, পশ্চিম কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলে তাপমাত্রা গড়ের চেয়ে কম ছিল। অন্যদিকে চিলিকে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ও খরার কবলে পড়তে হয়েছে। এতে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থা চলতি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বজায় রয়েছে। দাবানলে উপকূলীয় ভালপারাইসো অঞ্চলে ১৩০ জনের বেশি মানুষের প্রাণ গেছে। এদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করছে। এএফপি

ক্যানসারে আক্রান্ত ব্রিটিশ রাজা চার্লস

১২ পৃষ্ঠার পর

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেনের রাজা হিসেবে অভিষেক ঘটে চার্লসের। বাকিংহাম প্রাসাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চিকিৎসায় সেরে ওঠার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে ৭৫ বছর বয়সী রাজা চার্লসের। যত দ্রুত সম্ভব আবার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে ফিরবেন বলেও আশাবাদী তিনি।

বিবিসি জানিয়েছে, রাজা তৃতীয় চার্লস ব্যক্তিগতভাবে তার দুই ছেলে প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারিকে নিজের ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে জানিয়েছেন। এরপর প্রিন্স উইলিয়াম তার সার্বক্ষণিক খবর রাখছেন। এ ছাড়া বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রিন্স হ্যারি কয়েকদিনের মধ্যে বাবাকে দেখতে যুক্তরাজ্যে আসবেন।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে যে শর্ত দিল সৌদি আরব

১২ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকের পরদিন দোহায় সংবাদ সম্মেলনে ব্লিংকেন সৌদি আরব-ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহের কথা জানান। ব্লিংকেন বলেন, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়টি নিয়ে সৌদি যুবরাজ আগ্রহের কথা বলেছেন। তবে এজন্য গাজায় সংঘাতের নিরসন এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সুনির্দিষ্ট সময়সীমার একটি প্রক্রিয়া নির্ধারণের কথা জানিয়েছেন।

গত বছরের জুনে সৌদি আরব সফর করেন অ্যান্টনি ব্লিংকেন। সম্পর্ক জোরদারে তেল সমৃদ্ধ দেশটিতে তিন দিনের সফরে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে ব্লিংকেনের খোলামেলা, আন্তরিক আলোচনা হয়। আলোচনার বড় অংশজুড়ে ছিল সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি। তবে কর্মকর্তারা জানান, খুব সহজে বা তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন।

এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে ২ পক্ষ একমত হয়েছে। সৌদি আরব নিজেদের বেসামরিক পারমাণবিক প্রকল্প চালু, এর বাস্তবায়নে মার্কিন সহযোগিতা ও এ-সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিনিময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি হয়েছে। বৈঠকে সুদান ও ইয়েমেনে সংঘাত নিরসনের প্রচেষ্টার ওপরও আলোকপাত করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মার্কিন কর্মকর্তা জানান, দুই দেশের স্বার্থ জড়িত আছে এ রকম কিছু সম্ভাব্য যৌথ উদ্যোগ ও মতভেদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয় তাদের মধ্যে।

ওয়াশিংটন মনে করে, কয়েক দফা আলোচনার মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে এবং এ অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান রুশ ও চীনা আধিপত্য কমবে। খবর- রয়টার্স।

ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্কে টানাপড়েন, যে বার্তা দিল যুক্তরাষ্ট্র

১২ পৃষ্ঠার পর

দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ায় দায়িত্বে থাকা সহকারী সচিব ডোনাল্ড লু মালদ্বীপ সফরে গিয়েছিলেন। গত নভেম্বরেই মালদ্বীপে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সেই নতুন শাসকের সঙ্গে কথাবার্তা, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্যই আমেরিকার প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছিলেন ডোনাল্ড। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন তিনি।

তার গত ২৯-৩০ জানুয়ারির মালদ্বীপ সফর প্রসঙ্গে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মুখপাত্র বলেন, ‘‘মালদ্বীপের সঙ্গে সহযোগিতা আরো দৃঢ় করতে আমেরিকা আগ্রহী। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মালদ্বীপ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু।’’

মালদ্বীপে আমেরিকার কোরো দূতাবাস এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। তা তৈরির কাজ চলছে। দূতাবাস দ্রুত গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে দুই রাষ্ট্রের।

উল্লেখ্য, মালদ্বীপের নতুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মুইজ্জু বরাবর চীনপন্থী হিসাবে পরিচিত। ভারতের সঙ্গেও এই দ্বীপরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে গত কয়েক মাসে। এই পরিস্থিতিতে মালদ্বীপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্ব অর্থ সংস্থা আইএমএফ। তারা মালদ্বীপকে সতর্ক করে জানিয়েছে, ঋণের দায়ে ফেঁসে যেতে পারে মুইজ্জু সরকার। ঋণ নেয়ার নিরিখে তারা ‘বড় ঝুঁকি’র মধ্যে রয়েছে। উল্লেখ্য, মালদ্বীপকে দেয়া ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে চীন। আইএমএফ চীনের নাম না করেই দ্বীপরাষ্ট্রটিকে সতর্ক করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষদ্বীপ সফরকে কেন্দ্র করে মালদ্বীপের মন্ত্রীদের অবমাননাকর মন্তব্য ভারতের সঙ্গে এই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছে। মুইজ্জু মালদ্বীপের মাটি থেকে ভারতের সেনা সরিয়ে নিতে বলেছেন। এমনকি বেঁধে দিয়েছেন সময়। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে মালদ্বীপের ঘনিষ্ঠতা ভারতের পক্ষে আশার, না হতাশার, তার উত্তর কেবল সময়ই দেবে।

২০ বছরে বিশ্বকে কতোটা বদলে দিলো ফেসবুক

১৩ পৃষ্ঠার পর

পোস্টের জের ধরে দাঙ্গা, ঘরবাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। প্রতারণা, নিগ্রহের অভিযোগ আছে বিস্তর।

ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের একটি সম্পদ। একদিনে তা গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘ সময় ধরে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা দিয়ে, ইন্টারনেট ব্যবহারের মুন্সিয়ানাও অর্জন করেছেন অনেকে। ফেসবুকের হিসাবেই, তার তিন বিলিয়নেরও বেশি গ্রাহক রয়েছে।

মোবাইল স্ক্রিনে কাটানো সময়ের অর্ধেকই সামাজিক যোগাযোগের অ্যাপগুলো দখল করে আছে। মানুষের জেগে থাকার সময় বাড়ছে। দ্য ইকোনমিস্টের হিসাবে ২০২০ সালের তুলনায় এখন ৪০ ভাগ বেশি সময় ইন্টারনেট ব্যবহারে ব্যয় হয়। এর কারণ একটাই - বিশ্ব চলে গেছে অনলাইনে। আয়, জীবিকা ও রাজনীতির মতো জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বেশ জায়গা করে নিয়েছে।

২০ বছর আগে, যখন ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছিলো না, তখন দেখা করা বা ফোনে কথা বলে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা হতো। ফেসবুকের প্রথম দিকে পোস্টে বন্ধু বা আত্মীয়রা মনোযোগ দিতো। কিন্তু এখন টিকটক বা অন্য কোনো অ্যাপের মতো ফেসবুকেও ভিডিওর সংখ্যা বাড়ছে। পোস্টের মাধ্যমে আড্ডাবাজির সংখ্যা কমছে। ফলে, আপনি বলতেই পারেন, মাত্র ২০ বছরেই সামাজিকতাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

২০২০ সাল থেকে যেসব আমেরিকান অনলাইনে তাদের জীবনের সব কিছুই নথিভুক্ত করতে পছন্দ করতেন, তাদের সংখ্যা ৪০ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। তারপরও ২০ বছরে সমাজ ও ব্যবসায় যে ভূমিকা রেখেছে ফেসবুক, তা নিশ্চয়ই চলবে আরো অনেক দিন। ৪ ফেব্রুয়ারি ফেসবুকের জন্মদিন। এর ২০ বছর পূর্তিতে এমন একটা ধারণা করাই যায়।

অনলাইনে কীভাবে আয় করা যায়?

১৩ পৃষ্ঠার পর

৩. সামাজিক মাধ্যমে ব্যবসা : আপনার যদি একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে, যেমন কারুশিল্প বা গয়না তৈরি ইত্যাদি। আপনি পণ্য তৈরি করে, সেগুলো ফেসবুক মার্কেটপ্লেসে বা ইনস্টাগ্রামে বিক্রি করতে পারেন। তাছাড়া আপনি যদি নিজের পণ্য বা সেবা বিক্রি করতে চান, তাহলে একটি অনলাইন দোকানও খুলতে পারেন।

৪. কনটেন্ট রাইটিং : আপনি যদি লেখালিখিতে ভালো হন কিংবা একাধিক ভাষায় সাবলীলভাবে লিখতে পারেন, তাহলে সেই প্রতিভা ব্যবহার করে আয় করতে পারবেন। আপনার আর্টিকেল লেখার মানের ওপর ভিত্তি করে আয় আসবে। এক্ষেত্রে কাজদাতা নির্দিষ্ট নীতি মেনে লেখার জন্যও বলতে পারেন। তাছাড়া আপনার যদি ইংরেজি কিংবা অন্য কোনো ভাষায় ভালো দক্ষতা থাকে, তাহলে সেটি কাজে লাগিয়ে আপনি ঘরে বসেই আয় করতে পারবেন। অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ডকুমেন্ট অনুবাদ করে আয় করা সম্ভব। যাদের স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, আরবি, জার্মানসহ অন্যান্য ভাষা জানা রয়েছে, তারা এসব ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ বা ইংরেজি থেকে এসব ভাষায় অনুবাদ করতে পারলে ভালো আয় করতে পারবেন। ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলোতে এ ধরনের কাজ পাওয়া যায়। ৫. ইউটিউব : নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুলে তাতে ভিডিও আপলোড করে সেখান থেকে আয় করতে পারেন। এ জন্য অবশ্য সৃজনশীল ও ভালো এডিটিং জানতে হবে। যে বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বেশি, সেই বিষয়ে আপনার চ্যানেলে ভিডিও না রাখলে মানুষ তা দেখবে না। ভিডিও না দেখলে আয় হবে না। চ্যানেলের সাবসক্রাইবার ও ভিডিও দেখার সময় বাড়লে আয়ের সম্ভাবনা বাড়বে।

হোয়াটসঅ্যাপে কল রেকর্ড করার সহজ উপায়

১৩ পৃষ্ঠার পর

হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস কল রেকর্ড করতে পারেন।

অ্যান্ড্রয়েডে যেভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস কল রেকর্ড করবেন

কল রেকর্ডার অ্যাপ কিউব এসিআর ব্যবহার করে আপনি নির্বিঘ্নে হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস কল রেকর্ড করতে পারবেন। এ অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোরে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। নিচে দেয়া পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি সহজেই কিউব এসিআরের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস কল রেকর্ড করতে পারবেন।

১. প্রথমেই গুগল প্লে স্টোরে যান এবং কিউব কল অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে বের করুন;

২. অ্যাপটি ইনস্টল করা হলে সেটিতে প্রবেশ করুন এবং তারপরে হোয়াটসঅ্যাপে যান;

৩. হোয়াটসঅ্যাপে কোনো কল ধরার আগে বা কাউকে কল করার আগে কিউব কল উইজেট দেখা যাবে। যদি তা না দেখতে পারেন, সেক্ষেত্রে আবারও কিউব কল অ্যাপে যান এবং ভয়েস কল হিসেবে ফোর্স ভিওআইপি কল বেছে নিন;

৪. এতে অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস কল রেকর্ড করবে এবং রেকর্ড করা ফাইলগুলো আপনার ডিভাইসের অভ্যন্তরীণ মেমরিতে সেভ করবে। হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়াও অন্যান্য অ্যাপ যেমন স্ল্যাক, জুম, টেলিগ্রাম, সিগন্যালসহ আরও বেশকিছু অ্যাপের ভয়েস কল রেকর্ড করতে কিউব এসিআর ব্যবহার করা যেতে পারে।

আইফোনে যেভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস কল রেকর্ড করবেন

অ্যান্ড্রয়েডের তুলনায় আইফোনে হোয়াটসঅ্যাপ কল রেকর্ড করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ আইফোনে এ ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপটির কল রেকর্ড করার জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন নেই। তবে একটি পন্থা ব্যবহার করে আপনি চাইলেই কল রেকর্ড করতে পারেন। তবে এর জন্য আপনার প্রয়োজন একটি ম্যাক এবং একটি আইফোন। নিচে দেয়া পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি সহজেই আইফোনে হোয়াটসঅ্যাপ কল রেকর্ড করতে পারবেন:

১. প্রথমেই আপনার ম্যাকে কুইকটাইম অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন;

২. আপনার আইফোনটিকে ম্যাকের সঙ্গে কানেক্ট করুন এবং কুইকটাইম অ্যাপ্লিকেশনটিতে প্রবেশ করুন;

৩. অ্যাপ্লিকেশনটির ফাইল অপশনটিতে যান এবং নতুন অডিও রেকর্ডিং অপশনটিতে ক্লিক করুন;

৪. এরপর অপশন হিসেবে আইফোন অপশনটি ক্লিক করুন এবং কুইকটাইমে রেকর্ড বাটনে চাপুন;

৫. এ পর্যায়ে আপনি আইফোন ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে কল করুন এবং অ্যাড ইউজার আইকনে ক্লিক করুন। ফলে আপনার ভয়েস কল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হবে। পরে রেকর্ড করা ফাইলটি ম্যাকে সেভ হবে। সূত্র: বিজনেস ইনসাইডার ইন্ডিয়া

টেক্সাসে বিক্ষোভ থেকে ফেরার পথে চার তরুণের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ১

৬ পৃষ্ঠার পর

আক্রমণ করা উচিত নয়। বর্ণবাদ ও মুসলিমবিরোধীতার স্থান টেক্সাস বা অন্য কোথাও নেই। ছুরিকাঘাতের শিকার ২৪ বছর বয়সী মুসলিম তরুণের বাবা বলেন, ছেলের সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। সে সুস্থ আছে। এদিকে অস্টিন মুসলিম কমিউনিটি গত মঙ্গলবার (৬ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে রবার্ট জেমস বেকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য স্টেট এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে দাবি জানিয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

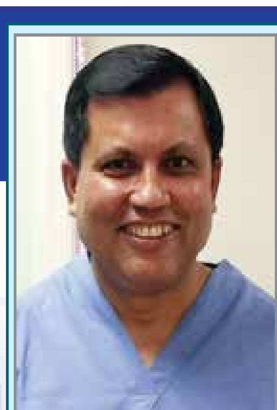

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়মুক্তি পাবেন না ট্রাম্প- ফেডারেল আদালত

৭ পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেসের ইচ্ছাকে ক্ষুণ্ন করে।'

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি থেকে ট্রাম্পের মনোনয়ন অনেকটাই নিশ্চিত। আদালতের এই আদেশকে তাঁর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। অবশ্য ট্রাম্পের প্রচার মুখপাত্র স্টিভেন চেউং বলেছেন, এ আদেশের বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চ আদালতে যাবেন।

সুপ্রিম কোর্টে আপিলের জন্য ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় পাবেন ট্রাম্প। এরপর এ আদেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন কি না, সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবেন।

এদিকে মঙ্গলবারের (৬ ফেব্রুয়ারী) আদেশের কড়া সমালোচনা করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্টকে সঠিকভাবে কাজ করতে এবং আমাদের দেশের ভালোর জন্য যা করতে হবে, তা করার অবশ্যই পূর্ণ দায়মুক্তি থাকতে হবে। এ রকম জাতি-বিধ্বংসী আদেশ বহাল রাখতে দেওয়া যাবে না।'-সিএনএন ও বিবিসি

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান নেতানিয়াহুর, সংশয়ে গাজার ভবিষ্যৎ

৬ পৃষ্ঠার পর

একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে এখনো কাজ করে যাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্য সফররত অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, এখনো চুক্তির সুযোগ আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'হামাস যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে যুদ্ধবিরতি এগিয়ে নেওয়ার স্পষ্ট সুযোগ কম।' তিনি আরও বলেন, 'তবে আমরা যে আলোচনার করছি, তাতেও আমরা দেখছি যে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর সুযোগ আছে।'

এর আগে গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি শুরুর আগে তিন ধাপের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় হামাস। তিন ধাপের এই যুদ্ধবিরতির প্রতিটি ধাপের স্থায়িত্ব হবে ৪৫ দিন করে। অর্থাৎ যুদ্ধবিরতির মোট সময়কাল হবে ১৩৫ দিন। হামাসের প্রস্তাব অনুসারে, গোষ্ঠীটি তাদের হাতে জিম্মি থাকা বাকি ইসরায়েলিদের মুক্তি দেবে। বিনিময়ে ইসরায়েলকেও বিপুল পরিমাণ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিতে হবে।

হামাস প্রস্তাবিত এই সময়ের মধ্যে গাজার পুনর্গঠন শুরু হবে এবং অঞ্চলটি থেকে ইসরায়েলি বাহিনী ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করা হবে। এমনকি উভয় পক্ষের কাছে থাকা মৃতদেহ ও অন্যান্য উপকরণও বিনিময় করা হবে এই সময়ে।

হামাসের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনুসারে, ইসরায়েলি কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের মুক্তির বিনিময়ে প্রথম ৪৫ দিনে সমস্ত ইসরায়েলি নারী জিম্মি, ১৯ বছরের কম বয়সী পুরুষ, বয়স্ক ও অসুস্থদের মুক্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্বে অবশিষ্ট পুরুষ বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ইসরায়েলি কারাগার থেকে ফিলিস্তিনি পুরুষ বন্দীদের ছাড়তে হবে।

হামাসের প্রস্তাব অনুসারে, তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ধাপে হামাস আশা করে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে এটি স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি হামাসের প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি ধাপেই গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জন্য প্রচুর ত্রাণসহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, হামাস চায় অন্তত ১ হাজার ৫০০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বন্দীর তালিকা দেবে হামাস। যারা ইসরায়েলি আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

প্রেসিডেন্ট হলে চীনের ওপর আরও শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্য চর্চা এবং মেধা সম্পত্তি চুরির অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই করে যাচ্ছেন সাবেক এ প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, আপনি জানেন, স্পষ্টতই আমি চীনকে আঘাত করতে চাই না। আমি চীনের সঙ্গে মিলে থাকতে চাই। আমি মনে করি এটি অসাধারণ। কিন্তু তারা সত্যিই আমাদের দেশের সুবিধা নিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্প বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের মধ্যে একটি তিক্ত বাণিজ্য যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিলেন। তখন তিনি শত শত বিলিয়ন ডলার মূল্যের চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করেন। ট্রাম্প প্রশাসন প্রথমে ২০১৮ সালে চীনা আমদানি রোধ করার লক্ষ্যে শুল্ক আরোপ করা শুরু করে।

সেই বছরের শেষের দিকে সামুদ্রিক খাবার থেকে রাসায়নিক পর্যন্ত পণ্যের শুল্ক বাড়ানো হয়। বেইজিং অবশ্য সয়াবিন, গম ও পৌলট্রিসহ মার্কিন আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করে প্রতিক্রিয়া জানায়।

বিদ্যালয়ে কিশোর সন্তানের গুলি, খুনের দায়ে মিশিগানের এক আদালতে দোষী সাব্যস্ত মা

৬ পৃষ্ঠার পর

ভুগছিল। সেটা নিয়ে কিশোর ইথানের অভিভাবকেরা আগে থেকে সতর্ক করে দেননি।

যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের শেষ পর্যায়ে সরকারি কৌসুলি কারেন ম্যাকডোনাল্ড জুরির উদ্দেশে বলেন, সন্তানের সাধারণ যত্ন নিতেও ব্যর্থ হয়েছেন জেনিফার। অথচ তাঁর মর্মান্তিকভাবে সরল ও ছোট উদ্যোগ এমন ঘটনা এড়াতে পারত।

কারেন ম্যাকডোনাল্ড আরও বলেন, তিনি (জেনিফার) গুলি বন্ধ জায়গায় তুলে রাখতে পারতেন। বন্দুকটিও তুলে রাখতে পারতেন। এমনকি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখতে পারতেন, ছেলেকে তাঁরা (জেনিফার ও জেমস) বন্দুক উপহার দিয়েছেন।

ইথান মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আগেও সংকটে পড়েছে, এটি জেনিফার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগে থেকে জানাতে পারতেন। কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাইতে পারতেন বলেও আদালতে উল্লেখ করেছেন ম্যাকডোনাল্ড।

বিবাদীপক্ষের আইনজীবী শ্যানন স্মিথ আদালতকে বলেন, বিদ্যালয়ে গুলি ছুড়েছে ইথান। সন্তানের এমন কর্মকাণ্ডের জন্য জেনিফার ক্রাম্বলে কোনোভাবেই দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন না।

শ্যানন স্মিথ আরও বলেন, এমন ঘটনা কেউই দেখতে চান না। প্রত্যেক মা-বাবা কি সন্তানের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী হতে পারেন? এ মামলাটি অভিভাবকদের জন্য খুব বিপজ্জনক।-এএফপি

গাজায় যুদ্ধের চার মাসে প্রথমবার ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের কড়া ধমক

৬ পৃষ্ঠার পর

যারা ভালো জীবিকা অর্জন করতে চান, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে চান এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চান। তাদের প্রকৃত পরিচয়ই এটা।'

এদিকে, গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, অঞ্চলটিতে হামাসের বিরুদ্ধে বিজয়ের অতি সন্নিকটে তাঁর দেশ। গাজায় ইসরায়েলের একমাত্র লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত বিজয়। তবে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনার পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, মিসর ও কাতার। এই অবস্থায় গাজার ভবিষ্যৎ আবারও সংশয়ে পড়ে গেছে।

ইসরায়েলি সম্প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, 'আমরা পরিপূর্ণ বিজয়ের পথে আছি। বিজয় আমাদের হাতের নাগালেই।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা বিজয় থেকে মাত্র কয়েক মাস দূরে। কেবল পরিপূর্ণ বিজয়ই আমাদের ইসরায়েলের উত্তর ও দক্ষিণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সুযোগ দেবে।'

নেতানিয়াহু এ সময় হামাস প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতিকে 'ভ্রমপূর্ণ' বলে আখ্যা দেন। সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু হামাসকে সমূলে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, হামাসকে পুরোপুরি ধ্বংস করা ছাড়া ইসরায়েলের সামনে আর কোনো পথ নেই। তিনি আরও বলেন, 'এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে দিনের পর দিন হামাসের পেছনে লেগে থাকতে হবে। এখন প্রতিটি দিনই সফলতার দিন।'

নিরাপত্তা, দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশে বেড়েই চলেছে বাল্যবিবাহ

৮ পৃষ্ঠার পর

বিবিএসের এসডিজি প্রকল্পের পরিচালক আলমগীর হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''যে লক্ষ্যে জরিপ, সে সংক্রান্ত তথ্যই সাধারণত আমরা সংগ্রহ করে থাকি। তাই জরিপ থেকে বাল্যবিয়ের কারণ খোঁজা হয়নি। তবে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে আমরা যেসব কারণ জানতে পেরেছি তার মধ্যে অন্যতম হলো, বাবা-মায়ের চোখে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাব। বয়স লুকিয়ে আদালতের মাধ্যমে বিয়ের ঘটনাও বাড়ছে। বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যয় এবং ঝামেলা এড়াতে বাবা-মা এতে সহযোগিতা করছেন। তবে আমাদের কাছে মেয়েদের বয়সের তথ্য থাকায় আমরা বিষয়টি শনাক্ত করতে পেরেছি। এ ছাড়া করোনা অতিমারির অভিঘাতও বাল্যবিয়ের কারণ হতে পারে। ওই সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ছিল বাবা-মায়ের মধ্যে।''

গত ডিসেম্বরে 'কনে হওয়ার জন্যই জন্ম' এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্র্যাকের সোশ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড লিগ্যাল প্রোটেকশন (সেলপ) কর্মসূচি। বাল্যবিবাহের প্রবণতা ও কারণ জানতে ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচি ২৭টি জেলায় এই জরিপ চালিয়েছে। জরিপের তথ্য বলছে, এসব জেলায় ৪৪ দশমিক সাত শতাংশ মেয়ে ১৮ বছরের আগেই বাল্যবিবাহের শিকার হয়।

৬০ শতাংশেরও বেশি পরিবারে বাল্যবিয়ে

ব্র্যাকের গবেষণায় দেখা যায়, বাল্যবিয়ের শিকার মেয়েদের ছয় দশমিক নয় শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পিরোজপুর, সেখানে বাল্যবিয়ের হার ৭২ দশমিক ছয় শতাংশ। এই হার সবচেয়ে কম নেত্রকোনায় ২৪ দশমিক এক শতাংশ। শীর্ষে থাকা অন্য জেলাগুলোর মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বাল্যবিয়ের হার ৬৫ দশমিক দুই শতাংশ, নওগাঁয় ৬৫ দশমিক দুই শতাংশ, ঠাকুরগাঁওয়ে ৬২ দশমিক পাঁচ শতাংশ এবং জয়পুরহাটে ৬১ দশমিক চার শতাংশ। এছাড়া যোগ্যপাত্র পাওয়ার কারণে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন ৪৪ শতাংশ অভিভাবক।

কারণগুলোর মধ্যে ১৮ শতাংশ দারিদ্র্য, ১০ শতাংশ বরপক্ষ যৌতুক কম বা না চাওয়া, সাত শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, মেয়ে পড়ালেখায় ভালো না হওয়াকে ৬ শতাংশ এবং অন্যান্য কারণের কথা বলেছেন আরও ১৫ শতাংশ অভিভাবক।

ব্র্যাকের গবেষণা থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশের ৬০ শতাংশেরও বেশি পরিবারে বাল্যবিবাহের চর্চা হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে এসব পরিবারে যেসব মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা পুত্রবধূ হিসেবে যারা এসেছে তাদের বয়স বিয়ের সময় ১৮ বছরের কম ছিল। এছাড়া ৫৬ শতাংশ বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েদের মাধ্যমিক পাশ করার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে বলে ব্র্যাকের এই গবেষণায় উঠে এসেছে।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বাল্যবিয়ের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে জলবায়ুর প্রভাব। অনেক এলাকার মানুষকে প্রতিনিয়তই বাড়িঘর ছাড়তে হচ্ছে। ফলে যে কোন বিপর্যয়ের আগে অভিভাবক মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। কারণ তাদেরই গন্তব্যের ঠিক নেই, মেয়ে সঙ্গে রাখাকে তারা বাড়তি ঝামেলা মনে করছেন। পাশাপাশি করোনা পরবর্তী সময়ে আর্থিক সমস্যাও একটা কারণ। সামাজিক নিরাপত্তার কারণে অনেক অভিভাবক মেয়েকে নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। সবকিছু মিলিয়েই বাল্যবিয়ে কমানো যাচ্ছে না।"

বাল্যবিয়েতে এশিয়ায় বাংলাদেশ শীর্ষে

বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি-২০২৩ প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, ২০৪টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে বাল্যবিবাহের হারের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম এবং এশিয়ায় প্রথম। বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ (বিডিএইচএস) ২০২২ প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ে বা বাল্যবিবাহের হার ৫০ শতাংশ। জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করার দ্বারপ্রান্তে চলে আসা মেয়েরা সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে। ১৬-১৭ বছর বয়সি মেয়েদের বিয়ের হার ৬৩ শতাংশের বেশি। স্কুল থেকে ঝরে পড়া মেয়েদের চেয়ে পড়াশোনায় থাকা অবস্থায় সবচেয়ে বেশি বাল্যবিবাহ হয়েছে। এ হার ৫৬ শতাংশ। বাকি ৪৪ শতাংশ বাল্যবিবাহ হওয়া মেয়েদের কেউ ছয় মাস, কেউ এক থেকে সাত বছরের বেশি সময় স্কুলে পড়েছে, আবার কেউ কখনোই স্কুলে যায়নি।

এত উদ্যোগের পরও কেন থামানো যাচ্ছে না বাল্যবিয়ে? জানতে চাইলে ফাউন্ডেশন ফর ল' এন্ড ডেভেলপমেন্টের চেয়ারপার্সন সিনিয়র আইনজীবী ফৌজিয়া ফিরোজ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "সামাজিক একটা চাপ তো থাকেই। আর এখন দেখছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এই ধরনের সংকট এখন অনেক বেড়ে গেছে। এখন তো সামাজিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অনেক বেড়ে গেছে। একজন রাজনৈতিক কর্মী নিজেকে সবার উপরে মনে করে। ফলে সে যা খুশি তাই করতে পারে। আবার দেখেন ফ্রি এডুকেশনের কথা আমরা বলছি। আসলে কি ফ্রি? অনেক কিছুই কিনতে হচ্ছে। সরকারের দেওয়া বইও কোথাও কোথাও কিনতে হয়। এই খরচটা অনেক অভিভাবক সামলাতে পারছেন না। আবার মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার কারণে অনেক ছেলে-মেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় বিয়ে ছাড়া সমাধান হয় না।"

সবচেয়ে বেশি রাজশাহীতে

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী, নারীর বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮। এ বয়সের আগে বিয়ের ঘটনাকে মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন বিবেচনা করা হয়। কারণ, বাল্যবিয়ের কারণে অপরিণত বয়সে অনেক মেয়ে মা হন। এতে তার যেমন স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়, তেমনি শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার সুযোগও কমে যায়।

স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্সকে বিবিএস-এর মৌলিক জরিপগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে জনমিতির ১৩৮টি সূচকের তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ২৭ সূচক এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৭টি সূচকের তথ্য-উপাত্ত রয়েছে সেখানে। সারাদেশের ২ হাজার ১২টি নমুনা এলাকার প্রায় ১৩ লাখ মানুষের কাছ থেকে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিবিএসের প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাল্যবিয়ের ঘটনার দিক থেকে সারাদেশের মধ্যে রাজশাহী বিভাগের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। এ বিভাগে বাল্যবিয়ের ঘটনা সারাদেশের মোট বাল্যবিয়ের গড়ের দ্বিগুণ। ১৫ বছরের আগে বাল্যবিয়ের ঘটনা রাজশাহীতে ১১ দশমিক ৯৮ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা খুলনা বিভাগের এ হার ৯ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

বাল্যবিয়ের ঘটনা কমে আসার দিক থেকে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে সিলেট বিভাগ। এ বিভাগে এ ধরনের ঘটনা এক দশমিক ০৪ শতাংশ। অন্যদিকে, ১৫ বছরের বেশি কিন্তু ১৮ বছরের কম বয়সসীমার বাল্যবিয়ের ঘটনাও রাজশাহী বিভাগেই বেশি। রাজশাহীতে এ বয়সসীমার মেয়েদের বিয়ের ঘটনা ৫২ দশমিক ২১ শতাংশ। এ হারের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে বরিশাল। সেখানে এ বয়সি মেয়েদের বিয়ের হার ৪৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। এ ক্ষেত্রেও সারাদেশের মধ্যে সিলেটের অবস্থান ভালো। সিলেটে এ ধরনের বিয়ের ঘটনা মাত্র ১৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

'আইন দিয়ে বন্ধ করা যাবে না'

বিবিএস বলছে, দেশের সম্পদশালী পরিবারের মধ্যেও বাল্যবিয়ের প্রবণতা বাড়ছে। এ শ্রেণির ১৫ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ের গড় হার দুই দশমিক ৯০ শতাংশ। ১৫ বছরের বেশি ১৮ বছরের কম বয়সসীমার মেয়েদের বিয়ের হার ২৪ দশমিক ৯৫ শতাংশ। তবে অতিদরিদ্র পরিবারে বাল্যবিয়ের ঘটনা তুলনায় বেশি। অতিদরিদ্র পরিবারে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের গড় হার ৮ দশমিক ০১ শতাংশ। অন্যদিকে, ১৮ বছরের মধ্যে থাকা বয়সিদের অতিদরিদ্র পরিবারে এই হার ৪৯ দশমিক ৪২ শতাংশ।

জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ কে এম নুরুন্নবী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বাল্যবিয়ে বাড়ার আকস্মিক এ প্রবণতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বাল্যবিয়ের ঘটনা আর্থসামাজিক অনেক সমস্যা তৈরি করে। এ ধরনের প্রবণতায় দেশ পিছিয়ে পড়ে। ১৮ বছর বয়সের আগে কোনো মেয়ের প্রজনন স্বাস্থ্য পরিপুষ্ট হয় না। এ কারণে আইন করে বিয়ের ন্যূনতম বয়সসীমা ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরিণত বয়সে বিয়ের পর একটি মেয়েকে সামাজিকভাবে অনেক পরিণত দায়িত্ব নিতে হয়। বিয়ের এক বছরের মাথায় সন্তান জন্ম দিয়ে তাকে প্রমাণ দিতে হয়, সে বন্ধ্যা নয়। এতে মেয়েটার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর অন্যতম বড় কারণও বাল্যবিয়ে। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে বাল্যবিয়ের ঘটনা বাড়ছে। শুধু আইন দিয়ে এ ধরনের প্রবণতা রোধ করা যাবে না।"

মহিলা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের এসডিজির প্রধান অন্তরায় বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য সরকার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, যেন বাল্যবিবাহটা না হয়। যে ঘরে কিশোরী মেয়ে আছে, আমরা সেই কিশোরীর মাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, তাকে চাল দেওয়া হয় এই শর্তে যে, তাদের খাদ্যের নিরাপত্তা আছে, মেয়েটারও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের কিশোর কিশোরী ক্লাব আছে, এছাড়া আরো নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তারপরও কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না বাল্যবিয়ে। - সমীর কুমার দে, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

বিদ্যারত্নং মহাধনম্
VIRTUE IS KNOWLEDGE
সুধী,
আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪ (শুক্রবার) বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি বিদ্যাদেবী শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজার আয়োজন করছে। মাতৃবন্দনার এই পুণ্যলগ্নে মাঙ্গলিক কার্যে অংশগ্রহনের জন্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল।
NAZU AKHAND
KAJOL
পূজার অনুষ্ঠান সূচীঃ
পূজা অনুষ্ঠানের সময়কালঃ বিকাল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।
পূজারম্ভ বিকেল ৪-৩০ মিনিট, পৌরহিত্য করবেনঃ শ্রী টিটন আচার্য্যী।
পর্যায়ক্রমে থাকবে হাতেখড়ি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রসাদ বিতরণ
এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি রাত ১০ টা।
PUJA VENUE / পূজা মন্ডপ
Golden Years Party Hall
258-20 Hillside Ave, Floral Park, NY-11004
Note: Q43 Bus to 258 st, Hillside Ave. From 179 st F train Station.
SANANNITA
ANIKA
RITU
ANURAG
SWAPNIL
SANTI
বিনীত
DEBU CHOWDHURY
পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী
সভাপতি
646-477-8314
রীনা সাহা
সাধারণ সম্পাদক
347-891-9978
DEBASREE & SHUPTI
সদস্যবৃন্দ
অসীম সাহা, রতন দাস, উত্তম দাস, আশীষ সাহা, দেবব্রত দাস, জিতেন মন্ডল, বিশ্বজিত সরকার, ফনীন্দ্র সাহা, মাধব সাহা,
উৎপল চৌধুরী, রিংকী নিয়োগী, তপন সাহা, কল্যানী চ্যাটার্জী, সনৎ সাহা, বননী রায়, ঝুনু সাহা।
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

মিয়ানমারে সংঘাত: কী করবে বাংলাদেশ?

৮ পৃষ্ঠার পর

মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্য বিজিবির বাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তবে বিজিবি ১৪ জনের পর আর কিছু জানায়নি। তাদেও প্রেস ব্রিফিং করার কথা ছিলো তাও করেনি।"

পুরো এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। সীমান্তের আশপাশের বাড়িতে পুরুষরা থাকলেও নারীদেও সরিয়ে নেয়া হয়। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। স্থানীয় পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের ৩৪ নাম্বার পিলারের ওপারে মিয়ানমারের অংশে একটি ক্যাম্প দখল নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে বিজিপি এং আরাকান আর্মির মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। শনিবার বিকাল ৩টা থেকে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি হয়। নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ এফ এম সায়েদ বলেন, "সীমান্ত বিজিবি সদস্যরা দেখছেন। আর নাগরিকদের নিরাপত্তার কোনো সমস্যা হলে আমরা দেখব। এখনো তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।"

আর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাকারিয়া রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে জানান, "আমরা এখন আর গোলাগুলির শব্দ শুনছি না। কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে।"

তিনি বলেন, "সীমান্তের লোকজনের জন্য আমরা আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছি। তবে কেউ আশ্রয় কেন্দ্রে আসেননি। কেউ কেউ ওই এলাকা ছেড়ে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে বলে শুনেছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রেখেছি। আরো একদিন বন্ধ থাকবে"

বাংলাদেশের করণীয়

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনীরুজ্জামান বলেন, "আমাদের বর্ডারকে আরো সুরক্ষিত করতে হবে। আর ওখানে (মিয়ানমার) কী ঘটছে তার গোয়েন্দা তথ্যের ব্যাপারে আমাদের ঘাটতি আছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। তাই সেই তথ্যের নেটওয়ার্ক আমাদের আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাহলে আমরা আগাম ব্যবস্থা নিতে পারব।" তার কথা, "মিয়ানমারের ভিতরে যুদ্ধ কতটা বিস্তৃত হচ্ছে সেটা আমাদের জেনে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ একবার যদি রোহিঙ্গারা আসা শুরু করে তাহলে কিন্তু ঠেকানো যাবে না। ২০১৭ সালে আমরা বলেছিলাম আমাদের প্রস্তুতি ছিলে না। এবার যেন সেরকম না হয়।" "আর আমাদের এই বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে আসিয়ানের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান জেনে আমাদের কথা বলছে হবে। আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর প্রভাব কী পড়ে তাও খেয়াল রাখতে হবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সেই ধরনের তৎপরতা আমি দেখছিনা এখনো।"

আর মিয়ানমারে বাংলাদেশের সাবেক সামরিক অ্যাটাশে এবং সাবেক রাষ্টদূত মেজর জেনারেল (অব.) এম শহীদুল হক বলেন, "আরাকান আর্মি পালাতেয়া নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এখন বাংলাদেশ-মিয়ানমার বর্ডার তারা নিয়ন্দ্রণে নিতে চাইছে। এখন যে যুদ্ধটা হচ্ছে সেটা মূলত আরকান আর্মি ও মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে। পালাতেয়া নিয়ন্ত্রণে নেয়ার ফলে মিয়ানমার-ভারত সীমান্ত এরইমধ্যে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।"

তার কথা, "মিয়ানমারের ভেতরে আরো অনেক জায়গায় যুদ্ধ চলছে। সিটুয়েতে যুদ্ধ চলছে। পুরাতন আকিয়াব বন্দর যেখানে ওটার টাউনশিপের আশেপাশে যুদ্ধ চলছে। ওই সব এলাকায় দুই লাখের বেশি মুসলমান আছে। এর আগে ক্লিনজিং করা হয়েছিলো। এখন যদি আবার শুরু হয় তাহলে বাংলাদেশে কিন্তু তারা চলে আসতে পারে বলে আমার আশঙ্কা।" "সীমান্তে বিজিবি মোতায়েনের পরও আরো অনেক জায়গা আছে, পাহাড়ি এলাকা আছে যেখান থেকে মিয়ানমারের লোকজন ঢুতে পড়তে পারে। ওইসব জায়গা থেকে সব সময়ই তারা আসা-যাওয়া করে। ২০১৭ সালে এসেছে। এখনো আসা-যাওয়া করছে। ওই গ্যাপগুলো বন্ধ করতে হবে। সেখান থেকে কেউ আসলে তাদেও বুঝিয়ে পুশব্যাক করতে হব্ব বলে জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আরাকান আর্মি পালাতেয়া দখল করলেও সেখানে চীনের অনেক স্থাপনা ও ব্যবসা আছে। আরাকান আর্মি চীনা কোনো স্থাপনায় হামলা চালায়নি। তারা ভারতের স্থাপনায় হামলা করেছে। আরাকান আর্মির সঙ্গে চীনের একটা সম্পর্ক আছে। তাই বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে বিষয়টি নিয়ে চীনের সঙ্গে কথা বলা। তাদের সঙ্গে এটা নিয়ে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।"-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.

★ Income Tax
★ Sales Tax
★ Corporate Tax
★ Partnership Tax
★ Business Setup
★ Payroll (W2, 1099)
★ All Immigration Services
★ Accounting & Bookkeeping

MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO

MOHAMMED HOSSAIN, CPA
Certified Public Accountant

165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-251-9921, 718-751-5644
Email: Hillsidetax21@gmail.com

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION of Bangladesh Inc. (ATAAB)
আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্‌ক (আটাব)
আপনার বিশ্বস্ততার প্রতীক আটাব
এয়ার লাইন্সের টিকেটের জন্য ঝামেলা এড়াতে আটাব অনুমোদিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে টিকেট সংগ্রহ করুন।

Rahmania Travel Mohammed K. Rahman Ph: 718-205-3270	Karnafully Travel Mohammad Salim (Haroon) Ph: 718-205-6050	Meghna Travel Mohammad M. Rahman Ph: 718-930-1494	World Tours and Travel Md. Shamsuddin (Bashir) Ph: 347-445-0443	Skyland Travel Masud Morshed Ph: 718-779-0011
Safwan Travel Mohammed Abdul Khaleque Ph: 718-300-7429	Bangladesh Travel Jafor Ferdous Ph: 718-930-0688	Nabila Air Travel Mohammed Azad Kalam Ph: 917-478-6131	Express Air Travel Mohammad K. Zaman (Ranju) Ph: 646-420-6472	Digital Travel Astoria Nazurl Islam Ph: 718-721-2012
Fly Hit Travel Tahmina Begum Ph: 917-753-7500	Universal Travel KM Rezwan Ph: 347-837-5996	Rashid Travels LLC Md. Harunur Rashid Ph: 718-314-3927	Asis Travel & Multi Services Mohammad G. Ripon Ph: 347-835-5383	Jumbo Travel Inc. Ali Ahmed Chowdhury Ph: 917-478-7131
Nazma Travel & Tours Inc. Rokeya Begum (Nazma) Ph: 917-574-0921	Belal Travel SVC Inc. Rupak Barua Ph: 347-365-8934	SS Travel Shamol Talukder Ph: 646-727-7772	Samia Travel Kazi Sohidul Islam Ph: 718-290-0265	Arafa Travel Mohammad M. Islam Ph: 917-446-5188
Global Tours & Travels Mohammd N. Uddin Ph: 718-406-9745	Hi Line Travel & Tours Inc. S.K. Sharma Ph: 917-285-4804	Macca Travel Mohd Taslim Uddin Ph: 347-749-9536	Blue Sky Travel Inc. Salahuddin Sharif Ph: 347-484-5029	Peace Travel & Tours Muhammad Mahbubur Rahman Ph: 347-288-7042
SA Travel Agency LLC. Ali Akbar (Bappi) Ph: 203-918-8005	Easy Way Travel Mohammad Riaz Morshed Ph: 347-507-1209	Tripway Travel Zakeer Hossain Bacchu Ph: 929-250-6780	Anchor Travels ASM Maiyen Uddin (Pintu) Ph: 929-570-6231	JAT Travel Corp. Mashud Rana Topan Ph: 347-345-8057
	Jannat Travels Md. Farhad Uddin Ph: 646-363-5921	Bangla Travel M B Hossain (Belal) Ph: 917-393-4140	Contra Link Express Travel KM Sabbir Hossain Ph: 929-435-8590	

TLC INSURANCE
DMV OFFICE VISIT
ছাড়াই আপনার
TLC INSURANCE
নবায়ন করুন
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE
আমাদের নিজস্ব BLACK CAR ও
GREEN CAB BASE আছে
NY INSURANCE
BROKERAGE INC
CONTACT US:
SCAN ME
718-476-2025
71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com
www.nyinsurancebrokerage.us

পঞ্চম মেয়াদে শেখ হাসিনার ক্ষমতাগ্রহণ, বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান

৯ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নিজেদের অবস্থানকে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ওপর তাদের কোনো আস্থা নেই। এ জন্য তারা নির্বাচন বয়কট করেছে এবং কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবে দলটির বয়কট সত্ত্বেও এ নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছে। এই নির্বাচনটি আবর পার্লামেন্ট, ওআইসিসহ ৪০ দেশের পর্যবেক্ষকরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনও স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আয়োজন করেছিল।

এ নির্বাচনে জয়লাভের পরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাৎক্ষণিক অভিনন্দন জানিয়েছে চীন ও ভারত। মূলত এ দেশ দুটি বাংলাদেশের অনেক মেগা প্রজেক্টের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক জোগানদাতা।

নির্বাচনের পর ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকার প্রতিকৃতি তুলে দিয়েছেন এবং ভারতের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের সাথে আরও গভীরভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাথে আমাদের স্থায়ী ও জনকেন্দ্রিক অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এরপর রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীও শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশটি বাংলাদেশের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অর্থনৈতিক জোগানদাতা। এতসব পরিস্থিতির মধ্যেও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নয় বলে উল্লেখ করেছে। এ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ হয়নি বলেও মত দিয়েছে তারা।

বাংলাদেশের অনেক নীতি নির্ধারকের বিশ্বাস, ওয়াশিংটন বাংলাদেশের ওপর অনৈতিক চাপ দিয়ে আসছে। যেখানে কোনো বড় ধরনের হস্তক্ষেপ বা গুরুতর বিশৃঙ্খলা ছাড়া নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এমনকি ঢাকায় পর্যবেক্ষণে আসা মার্কিন পর্যবেক্ষক আলেকজান্ডার গ্রে বলেন, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছেন।

তিনি বলেন, আমরা ভোটারদের সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে কথা বলেছি, এতে কোথাও কোনো ধরনের বাধা দেখতে পাইনি; কোথাও কোনো প্রার্থী, দল বা কারোর ওপর চাপ প্রয়োগের বিষয়টিও লক্ষ্য করিনি। ঢাকার বাইরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি দেখা গেছে।

এমনকি গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৭ মার্কিন-বাংলাদেশি কর্মকর্তা, মানবাধিকার, সামাজিকসহ বিশিষ্টজনেরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়ে অবস্থান পুনর্বিবেচনার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিতে বলা হয়, আমরা বাংলাদেশের সহিংসতামুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে আপনার অবস্থান পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করছি। বিএনপি-জামায়াতের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠনগুলোর দ্বারা সংঘটিত ব্যাপক জঙ্গি তৎপরতাকে মার্কিন নীতি বিবেচনা করতেও বলা হয়।

এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এক র‌্যালিতে শেখ হাসিনা বিএনপিকে সন্ত্রাসী ও জামায়াতে ইসলামীকে যুদ্ধাপরাধীদের দল হিসেবে উল্লেখ করেন। এমনকি নির্বাচনের পর রাশিয়া মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে বাংলাদেশকে নিয়ে সমালোচনার জবাব দিয়েছে এবং প্রকাশ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। যা বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে বেশ বড়সড় কভারেজও পেয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশটির মাথাপিছু আয় ২৮০০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০05 সালে ৫০০ ডলারের নিচে ছিল। এর মাধ্যমে দেশটি মার্কিন কর্তৃক ঘোষিত স্বল্প আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হয়েছে। অর্থনৈতিক তথানুসারে, বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে। অথচ একটা সময় দেশটিকে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তলাবিহীন ঝুড়ি বলে উল্লেখ করেছিলেন। অথচ এর ১৫ বছরের মধ্যে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশাল অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করেছে, যা বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা কীভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেকসইভাবে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে পারে তার একটি মডেল হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরে শেখ হাসিনা সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক পরিবর্তনকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের ভিশন নিয়েছেন, যা ২০৪১ সালে বাস্তবায়ন হবে।

দেশটির এ উন্নয়ন এমনিতে অর্জিত হয়নি। এরইমধ্যে শেখ হাসিনাকে ১৯ বার হত্যাচেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া উগ্রবাদী আদর্শকে দমন করতে গিয়ে তার সরকারকে বেশ কয়েকবার সন্ত্রাসী হামলার মুখে পড়েছে।

শেখ হাসিনা সরকারের নেতৃত্বে খুব সতর্কতার সাথে বাংলাদেশে প্রধান এবং উদীয়মান শক্তিগুলোর সাথে ভূ-রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা পরিচালনা করছে এবং ভারতের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে আসিয়ান রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার পরিধিও বাড়ছে।

শেখ হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্রনীতি হলো সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কারোর সঙ্গে বিদ্বেষ নয়। বিষয়টি বৈশ্বিক কূটনীতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা একদিকে দেশটির সাথে চীনের সম্পর্ক ক্রমেই গভীর হচ্ছে আর অন্যদিকে সমান্তরালভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও কানাডাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মোড়ল গোষ্ঠীর সঙ্গেও সম্পর্ক তাল মিলিয়ে চলছে।

২০১৬ সালে ঢাকার একটি ক্যাফেতে জামাত-ই-ইসলামী দ্বারা সর্বশেষ সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিদেশিকে জিম্মি করে হত্যা করেছিল। গত বছরের ২৮ অক্টোবরও এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত একটি গ্রুপ হামলা চালিয়ে একজন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে। এ ছাড়াও এই গোষ্ঠীটি প্রায় ২০০টি গাড়ি, বাস এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় বাংলাদেশি নাগরিকরা আহত হয়েছেন আবার কেউ কেউ ভয়ানকভাবে আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। ২০ বছর আগে প্রায় প্রতিদিনের ভিত্তিতে যে ধরনের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল এই হামলাগুলো সেসব ঘটনাকেই মনে করিয়ে দেয়। সেই ভয়াবহ দিনগুলো যেন আর ফিরে না আসে জনসাধারণের কাছে সেটি নিশ্চিত করাই হচ্ছে শেখ হাসিনার আবেদনের মূল ভিত্তি।

নির্বাচনের সমালোচনা এবং সরকারের বৈধতা নিয়ে তোলা প্রশ্নে ওয়াশিংটনকে এখন নিজেকেই প্রশ্ন করতে হবে যে তারা বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার সম্প্রসারণে সমর্থন করে কি না।

নভেম্বরে হাসিনা যখন ব্রাসেলস সফরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে ইউরোপ ও চীনের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় তার দেশ কোনো পক্ষ নেবে না। একটি বৈদেশিক নীতি এবং কৌশলগত ভারসাম্যের ভিত্তিতে পশ্চিমের মূল রপ্তানি বাজার, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ৪৩টি বিনিয়োগ বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করেছে। এ ছাড়াও চীনা নির্মাণ সংস্থাগুলোর সাথে প্রায় ২৩ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টানদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সমুন্নত রাখার পাশাপাশি তাদের অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও রীতিমতো লড়াই করছে প্রধানমন্ত্রী ও তার প্রশাসন।

এছাড়া মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর জাতিগত নিধন থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া লাখ লাখ রোহিঙ্গার জীবনমান উন্নয়নেও বাংলাদেশ প্রচুর ব্যয় করে থাকে, যাদের দেশটি অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক বছরে ভাসান চরে ১০ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যেখানে তারা পরিচ্ছন্ন বাসস্থানের পাাশাপাশি বিনামূল্যে চাকরির জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ, বাচ্চাদের শিক্ষার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যের মতো জরুরি সেবা পাচ্ছে।

এই বিশাল মানবিক উদ্যোগ এমন এক সময়ে বাংলাদেশ চালিয়ে যখন প্রতিবেশী মিয়ানমার ধীরে ধীরে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে দেশটির জান্তার প্রতিযোগী সামরিক শক্তিগুলো উপমহাদেশের জন্য গুরুতর নিরাপত্তা হুমকি সৃষ্টি করছে। এদিকে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা নীতিনির্ধারকরা বলছেন, তারা ভবিষ্যতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে আরও মনোযোগী হতে আগ্রহী।

জাতিসংঘের তথ্যমতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বেশকিছু সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং পরবর্তীতে এই উন্নয়নের ধারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ভারতের অস্থিতিশীল নর্থইস্ট ফরেন্টিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে এবং শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতায় থাকলে দুই দেশের মধ্যকার প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর মার্কিন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি প্রতিহিংসা পরায়ণ না, স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার অধিকারী। বরং এটা ভালো যে আমি তাদের সমালোচনা থেকে শুনতে ও শিখতে পারি।

পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে তিনি বলেন, সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে শত্রুতা নয়। এমনকি তিনি মজা করে বলেন, গত সেপ্টেম্বরে ভারতে জি-২০ সামিটের সাইডলাইনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদের সাথে সেলফি তুলেছিলেন।

ফলে ওয়াশিংটনের বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা স্থায়ী নাও হতে পারে। তবে চলমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সেটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যপন্থী রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী করা এবং এই অঞ্চলে চরমপন্থারোধে একটি অপ্রয়োজনীয় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। - ওবাই সাবানদার, পেন্টাগনের সাবেক বিশ্লেষক ও অ্যাডেলে নাজারিয়ান, সাংবাদিক ও পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক

ঢাকা বইমেলা: বইয়ের প্রাঙ্গন হয়ে ই-বুকের জগতে

৮ পৃষ্ঠার পর

নিতে পারিনি। তবে ভবিষ্যতে চেষ্টা করব। অবশ্য বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ডিজিটাল বই প্রকাশ করছে। সরকারিভাবে আমাদের শুরু করতে হবে।"

বইমেলার যাত্রা

বইমেলার ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে, ১৯৭২ সালে চিত্তরঞ্জন সাহার শুরু করা বইমেলা ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি মহান একুশে মেলা উপলক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে একাডেমির প্রকাশিত বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি মুক্তধারা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স এবং তাদের দেখাদেখি আরো কেউ কেউ বাংলা একাডেমির মাঠে নিজেদের বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি সে বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে বাংলা একাডেমি তার নিজস্ব প্রকাশিত বই প্রদর্শন ও ম্যুরাল প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

১৯৭৫ সালে একাডেমি মাঠের কিছু জায়গা চুনের দাগ দিয়ে প্রকাশকদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। সেখানে প্রকাশকরা নিজেদের মতো স্টল তৈরি করে বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এভাবে চলতে চলতে ১৯৮৩ সালে মেলার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে এই মেলার নতুন নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এরপর পেছনে ফিরতে হয়নি। দিন দিন বেড়েছে মেলার কলেবর। বেড়েছে বিক্রিও।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায়, ডিজিটাল দুনিয়ায়

প্রকাশকেরা গত কয়েক বছর ধরেই ডিজিটাল ভার্সনের বই বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।সভিন্নধারার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'কাহিনীক লিমিটেড' সোহরাওয়ার্দী উদ্যান চত্বরের ৩৯৭ নম্বর স্টলে আগত সাহিত্যপ্রেমীদের 'কাহিনীক' অ্যাপের মাধ্যমে সাহিত্যরস আস্বাদনের সুযোগ করে দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ধ্রুপদ ও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার হিসেবে শতাধিক অডিওবুক নিয়ে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে কাহিনীক। দেশের প্রথম সারির বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ভালোমানের বই নিয়ে তারা অডিওভার্সন তৈরি করেছে।

শুধু কাহিনীক নয়, কাব্যিক ও শুনবই নামে আরও দু'টি প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেল বাংলা একাডেমি চত্ত্বরে।

স্টলে থাকা কাব্যিকের ব্রান্ড এক্সিকিউটিভ সুমাইয়া জামান মিম বলেন, "২০২২ সালের শেষের দিকে যাত্রা শুরু হয় কাব্যিক অডিওবুক প্লার্টফর্মের। ইতিমধ্যে এই প্লাটফর্মে বাড়ছে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা। আড়াই হাজারের বেশি বই ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছে এই প্লার্টফর্মে। হরর, থ্রিলার, রোমান্স, এডভেঞ্চার, মোটিভেশন, ক্লাসিক, রিলিজিয়াস, বায়োগ্রাফি, কবিতা, বিশেষ শিশুতোষ কন্টেন্টসহ কাব্যিকের রয়েছে নিজস্ব অনেক কন্টেন্ট। ২০২৩ সালেও অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ছিলো কাব্যিকের স্টল। এবারও আমাদের স্টলে বইপ্রেমীরা এসে ভিড় করছেন আর অভিজ্ঞতা নিচ্ছেন দেশের সর্ববৃহৎ এই অডিও লাইব্রেরির।"

শুনবই-এর স্টলে দায়িত্বে থাকা সিমু আক্তার বলেন, "আমাদের এই উদ্যোগটা মূলত সব শ্রেনীর মানুষের জন্য। মানুষ এখন অনেক বেশি ডিজিটাল মাধ্যমে সময় কাটায়। অনেকে মোবাইলে পড়তে চান না। তাদের জন্য আমাদের অডিও বুকের ব্যবস্থা। শিশুরা যেমন অডিও বুক শুনতে পারে, তেমনি অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আছেন যারা পড়তে পারেন না, তাদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। দিন দিন মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।"

এখন পর্যন্ত ৩০০ বই নিজেদের প্লাটফর্মে এনেছেন বলে জানালেন স্টলে থাকা অরেক কর্মী জান্নাতুল ফেরদৌস।

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অনন্যা প্রকাশনী, কাকলি, অনুপমসহ বেশ কয়েকটি প্রকাশনার বইয়ের অডিওভার্সন পাওয়া যাচ্ছে কাহিনীক প্রকাশনীতে। অনুপম প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মিলন নাথ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "পাঠক, বই ও সাহিত্যপ্রেমীদের তরুণ অংশ এখন ডিজিটাল ডিভাইস নির্ভর। সেই প্রবণতা বিবেচনায় রেখেই অডিও ভার্সনে পাঠক-শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অবিরাম চেষ্টা চলছে। আশা করছি, এক্ষেত্রে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে আমাদের বইয়ের প্রকাশ ও প্রচারণা। প্রযুক্তি হচ্ছে এ সরকারের ভিশন। এই ভিশনের সঙ্গে আমরাও আছি।"

সবচেয়ে বেশি বই রয়েছে রকমারি ই-বুকে। রকমারির ই-বুকের স্টল বাংলা একাডেমি চত্ত্বরে। স্টলে থাকা শিমুল মোল্লা ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের ই-বুকে ৭ হাজারেরও বেশি বই রয়েছে। কিছু বই ফ্রি পড়া যায়। আর কিছু বই টাকা দিয়ে পড়তে হয়। সব ধরনের লেখকের বই আছে আমাদের অনলাইনে। গত এক বছরে আমরা চার হাজারেরও বেশি বই অনলাইনে যুক্ত করতে পেরেছি। ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ হবে।"

অনন্যা প্রকাশনীর মনিরুল হক বলেন, "বইমেলার উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ডিজিটাল প্রকাশক হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল প্রকাশনার এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন অনেক প্রকাশক। ইতিমধ্যে অনেকে বইয়ের অডিও, ভিডিও ফরম্যাট করার চেষ্টা করছেন। ফলে আমরাও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাব। অডিও ও ই-বইয়ের মধ্য দিয়ে ব্যবসারও অগ্রগতি হবে।"- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থান শক্তিশালী করেছে বাংলাদেশ জানালেন ওবায়দুল কাদের

না। মিয়ানমার সংঘাতে সৃষ্ট উদ্বেগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘকে লিখিতভাবে জানাবে বাংলাদেশ।

মন্ত্রী বলেন, যারা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন তারা দেশটির সীমান্তরক্ষী, সেনাবাহিনীর সদস্য, পুলিশ ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা। মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, তারা তাদের ফিরিয়ে নেবে এবং নিতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

ওবায়দুল কাদের বলেন, আমাদের সীমান্তে শঙ্কা জিইয়ে রাখতে পারি না। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। মিয়ানমার সীমান্তের রেশ ভারতেও গেছে। এরই মধ্যে ভারতের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে মিয়ানমার সীমান্ত ইস্যুটাও আছে।

বাংলাদেশ ক্রসফায়ারের মুখে পড়েছে বিএনপির এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বলেন, বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার কথা বলেছেন। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক সে বার্তা দিয়েছেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টও বার্তা দিয়েছেন। বিএনপির এখন সব আশাই শেষ। তারা মনে করেছিল, বিদেশি বন্ধুরা পাশে এসে দাঁড়াবে। তাদের সেই আশা একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির আন্দোলন এত ব্যর্থতার মধ্যে নিপতিত হবে এটা তারাও ভাবতে পারেনি। তারা মনে করেছে, আন্দোলন কিছুটা এগিয়ে নিতে পারলে বিদেশিরা বাকিটা এগিয়ে নেবে, শেখ হাসিনা সরকারকে হটাবে। নির্বাচনের পর ভিসানীতি, নিষেধাজ্ঞা আসবে- এসব আশাই শূন্য ও মরীচিকা হয়ে গেছে। কাজেই তারা যখন যা খুশি তাই বলছেন। বলতে হয় তাই বলছেন। কর্মীদের তো চাঙ্গা রাখতে হয়।

রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান ও অনুপ্রবেশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখনই প্রথম রোহিঙ্গাদের আসতে দেয়। তারা কি ভুলে গেছে তাদের অতীত ইতিহাস? তারাই তো রোহিঙ্গাদের সুযোগ করে দিয়েছিল। আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যা করেছেন সবই প্রশংসা করেছে জাতিসংঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়।

সরকার যদি নিষ্ক্রিয় বা নিরব হয় তাহলে আজকে বিশ্বের যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সের মত দেশ, জাতিসংঘের মতো ফোরাম কিভাবে বাংলাদেশের বর্তমান শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে? সারা বিশ্ব থেকেই প্রশংসা পাচ্ছি। বিএনপির এতে অন্তর জ্বালা বেড়ে গেছে, তাদের অন্তর পুড়ছে। তারা এটা সহ্য করতে পারছে না। এখন তারাই পালাবার পাচ্ছে না। পাগলের প্রলাপ বকছে- জনগণ এগুলো বিশ্বাস করে না।সুত্র ওয়েব পোর্টাল বাংলানিউজ২৪.কম

শুভ উদ্বোধন
Khalil Biryani House
حلال
Halal
GRAND OPENING
JACKSON HEIGHTS BRANCH
21ST FEB. 2024
6PM
74-10 Broadway
Jackson Heights
NY 11373
929. 328.0680
All Are Invited
www.KHALILSFOOD.com

১৩ নেতাকে হত্যার অভিযোগ বিএনপির, কারা কর্তৃপক্ষের অস্বীকার

৮ পৃষ্ঠার পর

এবং এই অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই। রিজভী সাহেবরা রাজনৈতিক কারণে এসব কথা বলছেন।”

শুক্রবার (৯ ফেব্রুয়ারী) ঢাকার নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রিজভী রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার লক্ষ্মীটারি মহিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম কারাগারে নির্যাতনে মারা গেছেন বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ‘‘কারা হেফাজতে নির্মম নির্যাতনের শিকার বিএনপ্থির নেতা-কর্মীদের কারো না কারোর মৃত্যুর সংবাদ আসছে প্রায়শ। কারা সেলগুলো এককেটি শ্বাসরুদ্ধকর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত করা হয়েছে। প্রতিটি কারাগারের ভেতরে কারাবিধির সমস্ত সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়ে বন্দি নেতা-কর্মীদের ওপর চালানো হচ্ছে বিভৎস নিপীড়ন।”

বিকেলে এ প্রসঙ্গে রুহুল কবির রিজভী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘ওই ১৩ জন তো মাত্র গত তিন মাসে কারাগারে নির্যাতনে মারা গেছে। এর আগেও আরো মৃত্যুর ঘটনা আছে। তার মধ্যে রাজশাহী ও ঢাকাসহ আরো কয়েক জায়গায় কারা হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা আছে। সবার তালিকা আমাদের কাছে আছে।”

এরপর তিনি তার দপ্তরের মাধ্যমে ডয়চে ভেলেকে একটি তালিকা পাঠান। তাতে মোট ৩০ জনের নাম রয়েছে। তবে সেই তালিকায় গত অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত কারাগারে নির্যাতনে নিহতের বাইরে হামলা, কারাগারে বিনা চিকিৎসা এবং কারা চিকিৎসকের অবহেলা, পালাতে গিয়ে, ভয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি আরো কয়েকটি কারণে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

বিএনপির সেই তালিকায় মৃত্যুর কারণ এবং সময় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়, তাদের বেশ কয়েকজন আটকের পর এবং কারাগারে মারা গেছেন। তারা হলেন: সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও কয়লা ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি আব্দুস সাত্তার, ঢাকার দোহার উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মো. হারুন মেম্বার, খুলনা মহানগর শাখা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও যুবদল নেতা মো. কামাল হোসেন, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার বুড়িচং উপজেলার মোকাম ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মো. জাকির হোসেন, মুগদা থানা শ্রমিকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ফজলুর রহমান, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দূর্গাপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. শফিউদ্দিন মাষ্টার, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার নজিরপুর পৌরসভার ২ নাম্বার ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মতিবুল মন্ডল, বিএনপি মিডিয়া সেলের ডিজিটাল বিভাগের প্রধান মাহবুব মানিক, রাশজাহী জেলার ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ওয়ারী থানার ৩৯ নাম্বার ওয়ার্ড বিএনপি নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুল, চট্টগ্রাম মহানগরের চাঁদগাও থানার ৫ নাম্বার মোহরা ওয়ার্ড বিএনপির সহ-সভাপতি গোলাপুর রহমান (গোলাপ কন্টাক্টর), ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. স্বপন। তবে এই তালিকা ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

কারা উপ মহাপরির্দক মো. মইন উদ্দিন ভুঁইয়ার কাছে এই তালিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের কাছে কে বিএনপি কে আওয়ামী লীগ সেটা বিবেচনার বিষয় নয়। আমরা বন্দিকে বন্দি হিসেবে দেখি। কারাগারে যে আজরাইল আসবে না এমনতো কোনো কথা নেই। মাটির নিচেও আজরাইল যাবে। আমাদের কারাগারগুলোতে ৮০-৯০ হাজার বন্দি থাকে। প্রতিদিন ২০-২৫ জন মারা যান। তাদের স্বাভাবিক বা কোনো রোগে মৃত্যু হয়। আমরা আলাদাভাবে কারুর খোঁজ রাখি না।”

তার কথা, ‘‘বিএনপি যে অভিযোগ করছে তার কোনো লিখিত অভিযোগ আমাদের কাছে দেয় নাই। তাদের অভিযোগ সঠিক নয়। তারা রাজনৈতিক কারণে এসব বলছে। তারা সেটা বলতেই পারে।”

গঙ্গাচড়ায় ইউনিয়ন বিএনপি নেতার মৃত্যু : রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেছেন, বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারী) রংপুর কারাগারে বন্দি রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার লক্ষ্মীটারি মহিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলামকে নির্যাতন করে বিনা চিকিৎসায় হত্যা করা হয়েছে কারা হেফাজতে। সুস্থ সবল মনোয়ারকে পুলিশ দিনের বেলায় বাসা থেকে তুলে থানায় নিয়ে যায়। এরপর সেইদিন আদালতে চালান না দিয়ে পরের দিন রাত পর্যন্ত থানায় আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। তার সমস্ত শরীরে, পায়ে, পিঠে ও মাথায় আঘাতের গভীর চিহ্ন দেখা গেছে।

মনোয়ারুলের ভাই হারুন অর রশীদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, “তাকে গত মাসের ১২ তারিখে পুলিশ আটক করে। ১৩ তারিখে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। ১৪ তারিখে সে জেলখানায় অসুস্থ বলে খবর পাই। তাকে কারাগার থেকে তখন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চার-পঁচদিন রাখার পর আবার কারাগারে নেয়া হয়। এরপর বৃহস্পতিবার ভোর রাত ৫টার সময় আমাদের জানানো হয়, সে অসুস্থ। সকাল সাতটার দিকে তাকে রংপুর হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে সে মারা যায়। তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। তার পিঠে , কোমরে কালো দাগ ছিল। পায়ে রক্ত জমাট বেঁধে ছিল। মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।”

তিনি মনে করেন, “বিএনপি করার কারণেই তাকে আটক করে নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনে তিনি মারা গেছেন।” নিহতের ভাই আরো বলেন, ‘‘একটি নারী নির্যাতনের মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ওই নারীকে আমরা কেউ চিনি না। অভিযোগ করা হচ্ছে আমার ভাই নাকি ওই নারীর ওড়না ধরে টান দিয়েছিলেন।”

মনোয়ারুল অবিবাহিত ছিলেন।তারা তিন ভাই এক বোন।

রংপুর কারাগারে জেল সুপার প্রশান্ত কুমার বনিক তাকে নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘‘তাকে কারাগারে কোনো ধরনের নির্যাতন করা হয়নি। তাকে রেসপিরেটরি ডিসট্রেসের কারণে ২১ থেকে ২৪ জানুয়ারি আমরা রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়েছি। এরপরর তাকে কারাগারে নিয়ে আসি। বৃহস্পতিবার ভোরে আবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রংপুর হাসপাতালে নিলে সেখানে সে মারা যায়। ”

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে দাবি করেন, ‘‘তার সুরতহাল রিপোর্ট একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আর ময়না তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে বাকিটা জানা যাবে।”

আর গঙ্গাচড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দুলাল হোসেন বলেন, ‘‘আমরা তাকে একটি নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের মামলায় একমাস আগে গ্রেপ্তার করি। তাকে রিমান্ডে নেয়া হয়নি। কোনো নির্যাতনও করা হয়নি। গ্রেপ্তারের পর দিন তাকে আমরা নিয়ম মতো আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়ে দেই।”

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা : রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘‘এই সরকার পরিকল্পিতভাবে কারাগারে বিএনপির নেতা-কর্মীদের হত্যা করেছে। আমরা চেষ্টা করেও কোনো প্রতিকার পাচ্ছি না। মামলা করতে পারছি না। আমরা মানবাধিকার কর্মীদের মাধ্যমে এটা বিশ্ববাসীকে জানাচ্ছি। আমাদের আন্তর্জাতিক কমিটি এটা নিয়ে কাজ করছে। প্রয়োজনে আমরা জাতিসংঘের কাছে তুলে ধরবো।” তার কথা, “আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবো। এর মাধ্যমেই এক সময় এই পরিস্থিতির অবসান ঘটবে।”

এর জবাবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, “তিন মাসে বিএনপির ১৩ জন নেতা যে কারা হেফাজতে মারা গেছে এটা কোনো পত্রিকা বা সংবাদমাধ্যমে এসেছে? রিজভী এটা কোথায় পেয়েছেন? তার কথা ভিত্তিহীন। তার কাজই হলো মিথ্যা বলা। অপপ্রচার করা।”-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

শেখ হাসিনাকে স্ট্রং লেডি বললেন ভারতের রাষ্ট্রপতি

৯ পৃষ্ঠার পর

জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রার্থিতা থেকে নির্বাচিত ভারতের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে প্রথম এবং ভারতের দ্বিতীয় নারী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সমাজের অবহেলিত অংশের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য খ্যাত। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি ঝাড়খন্ডের গভর্নর, উড়িষ্যার মিনিস্টার অব স্টেট এবং উড়িষ্যার লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্য (এমএলএ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ : এর আগে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। দিল্লিতে নতুন পার্লামেন্ট ভবনে এই সাক্ষাতে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রাজ্যসভার লিডার অভ দ্য হাউস এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের সঙ্গে বৈঠক : এর আগে সেখানে দুপুর ১২টায় ভারতের রাজ্যসভার লিডার অব দ্য হাউস এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান। একইসঙ্গে ভোক্তা অধিকার, খাদ্য ও জনবিতরণবিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত পীযূষ গয়ালের সঙ্গে নতুন পার্লামেন্ট ভবনে তার অফিসে দুদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন হাছান মাহমুদ।

হাছান মাহমুদ বৈঠকে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা প্রত্যাহার এবং বিশেষ করে রমজান মাসে মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পীযূষ গয়ালকে অনুরোধ করেন।

বৈঠক নিয়ে মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, আমরা ভারত থেকে যে পেরিশেবল বা পচনশীল আইটেমগুলো আমদানি করি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। রমজানের আগে ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ এবং এক লাখ চিনি যাতে আমরা পাই, সে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তারা পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, সংযোগ, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, পানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর জোর দেন।

এবার ট্রাম্প নাকি বাইডেন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, কী বলছে সেই অ্যালানের পূর্বাভাস

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে, প্রতিবারই অ্যালান লিচম্যানের দেওয়া পূর্বাভাস মিলে গেছে। অ্যালান যাঁর পক্ষে মত দিয়েছেন, তিনিই নির্বাচনে জিতে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

২০১৬ সালের নির্বাচনে জিতে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর আগে অ্যালানের পূর্বাভাস ছিল যে শেষ হাসি ট্রাম্পই হাসবেন। পরে ২০২০ সালে অ্যালান বলেছিলেন, ট্রাম্প বিদায় নেবেন। হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হতে যাচ্ছেন জো বাইডেন। শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে।

এবার কে, ট্রাম্প নাকি বাইডেন? অ্যালান বলছেন, এখন পর্যন্ত বাইডনের জয়ের পাল্লা কিছুটা ভারী। কিন্তু কীভাবে এত নিখুঁত পূর্বাভাস দেন অ্যালান, কীভাবে চার দশক ধরে অ্যালানের দেওয়া পূর্বাভাস হুবহু মিলে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে আগ্রহ অনেকের।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কে জিতবেন, তা নিয়ে অ্যালানের একটি ফর্মুলা বা সূত্র রয়েছে। তিনি নিজেই ‘কিজ টু দ্য হোয়াইট হাউস’ নামে একটি ফর্মুলার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করেছেন। ১৩টি সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সেসব উত্তর বিশ্লেষণ করে অ্যালান নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন, কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে চলেছেন।

চূড়ান্ত লড়াইয়ে এগিয়ে থাকা দুই প্রার্থীকে নিয়ে এই ১৩টি প্রশ্ন। যদি প্রশ্নের উত্তর ‘সত্য’ হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী একটি ‘কি’ বা পয়েন্ট পান। আর উত্তর ‘মিথ্যা’ হলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পান এক পয়েন্ট।

অ্যালানের ফর্মুলা অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে এখন পর্যন্ত বাইডেন ৫ পয়েন্ট পেয়েছেন। আর ট্রাম্প অল্প ব্যবধানে পিছিয়ে আছেন। তিনি পেয়েছেন ৩ পয়েন্ট। আরও ৫টি প্রশ্নের উত্তর বা ৫ পয়েন্ট এখনো অমীমাংসিত।

মার্কেট ওয়াচকে অ্যালান বলেন, এবারের নির্বাচনে বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে। যেহেতু আরও ৫ পয়েন্ট এখনো বাকি, তাই আগামী নভেম্বরে নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের সামনে এখনো বড় সুযোগ অপেক্ষা করছে। ফর্মুলার ১৩টি প্রশ্ন যেসব বিষয়ে সেগুলো হলোড়দলীয় মনোনয়ন বা ম্যান্ডেট, কনটেস্ট বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতাসীন প্রার্থী কি না, তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা, স্বল্প মেয়াদে অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, নীতি পরিবর্তন, সামাজিক অস্থিরতা, কেলেঙ্কারি, পররাষ্ট্র/সামরিক ব্যর্থতা, পররাষ্ট্র/সামরিক সাফল্য, ক্যারিশমা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্যারিশমা।

ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন এমনিতেই তিন নম্বর প্রশ্নে এক পয়েন্ট পেয়েছেন। আগের দুই প্রেসিডেন্টের তুলনায় বাইডেনের মেয়াদে মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ভালো থাকায় তিনি এসংক্রান্ত পয়েন্ট পেয়েছেন। নিজের শাসনামলে নীতির পরিবর্তনের পয়েন্টও বাইডেন পেয়েছেন বলে জানান অ্যালান। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রথম প্রশ্নে এক পয়েন্ট পেয়েছেন। ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি এখন মার্কিন পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। ক্যারিশম্যাটিক নেতা হিসেবে ট্রাম্পের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন বাইডেন। এখানেও এক পয়েন্ট পেয়েছেন ট্রাম্প।

এ ছাড়া বাইডেন তাঁর শাসনামলে পররাষ্ট্র কিংবা সামরিক খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেননি। তাই এই প্রশ্নের এক পয়েন্ট ট্রাম্পের ঝুলিতে গেছে। এখন দেখার বিষয় হলো, অতীতের মতো আগামী নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও অ্যালানের দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি মিলে যায় কি না।-ফক্স নিউজ

সমালোচকরা বাংলাদেশের নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫ পৃষ্ঠার পর

হবে, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি সেগুলো বসে সমাধান করবে।

তিনি বলেন, একে অপরের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আমি চাই এই গণভবনে বসে তা মিটিয়ে ফেলা হোক। তাহলে কেউ দূরভীসন্ধি নিয়ে আর দেশের ক্ষতি করতে পারবে না। আর যেন কারো মধ্যে কোন ক্ষোভ না থাকে।

শেখ হাসিনা বলেন, সামনে উপজেলা নির্বাচন। এই নির্বাচনে কোন সংঘাত আমি চাই না। এই নির্বাচনে প্রমাণ হবে কারা জনগণের জন্য কতটুকু কাজ করেছে। যারা সংঘাত করবে, তাদেরকে কোন ছাড় দেয়া হবে না।

কৃষক যেন ন্যায্য মূল্য পায় তা নিশ্চিত করার কথা বলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মালামাল যেন চাঁদাবাজি এবং মজুদদারি করতে না পারে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি দিতে হবে। মালামাল যেখানে রাখা হয় বা নামানো হয় সেখানে যেন কেউ চাঁদাবাজি করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ আপনারা জনপ্রতিনিধি, এই দায়িত্ব আপনাদেরকেই নিতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সরকার যে জনগণের সেটা একমাত্র আওয়ামীলীগই প্রমাণ করেছে। একটানা চারবার দেশ পরিচালনা করায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪, ২০১৮ সালে নির্বাচন যেন হতে পারে সেজন্য চক্রান্ত হয়েছিল। এবারের নির্বাচনও ঠেকাতে বহু চেষ্টা হয়েছিল। তিনি বলেন, এবারের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। যারা বলেন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন কীভাবে, কোথায় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, সেই প্রমাণ আপনাদের দিতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের বহু বড় দেশে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, এমনকি খুনোখুনির ঘটনাও ঘটেছে। আর আমাদের দেশে একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। এর জন্য আমি জনপ্রশাসনসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করি বাহিনী সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ, এখানে সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। তিনি বলেন, আমাকে অনেকে এসে বলেন, আপনি ঘোষণা করে দেন যে কাদিয়ানীরা মুসলমান না। আমি তো সেটা করতে পারি না। সে ওহি তো আর আমার কাছে আসেনি। আমি তো সেটা করতে পারি না। বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক দেশ। এখানে যার যার ধর্ম সে তার তার ধর্ম পালন করবে।

সরকারের ধারাবাহিকতা থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা বিষয় প্রমাণ হয়েছে, যে একটা দেশের সরকার ধারাবাহিকভাবে থাকলে সে দেশের উন্নয়ন হয়। আমরা সেটা প্রমাণ করেছি। উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে, তখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছিলেন একটা দেশে একটা সরকার একটানা ১৫ থেকে ২০ বছর সরকারে থাকলে, সে দেশের উন্নয়ন হয়। তার কথাটি সঠিক। কারণ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আমরা যা যা উন্নয়ন করেছি, ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে তা ধ্বংস করে দিয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে একটানা সরকার পরিচালনা করে আসছি বলেই প্রকৃতপক্ষে দেশটার উন্নয়ন হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।

জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনে জনগণকে যেসব ওয়াদা দিয়েছেন, সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। কোন যেন বদনাম না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে ক্ষমতা ভোগের নয়, ত্যাগের। কারণ ওই ধনসম্পদ কোন কাজে আসে না। মানুষের জন্য কাজ করে তাদের ভালোবাসা অর্জন করাটাই সবচেয়ে বড়। সেজন্য জনগণকে দেয়া ওয়াদা পালন করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, এবার বিএনপি নেতারা আন্দোলনে গাড়ি-ঘোড়া পুড়িয়ে নিজেরা ছবি তুলেছে। সেই প্রমাণ রয়ে গেছে। ছবি তুলে তারা সেই লন্ডনে পাঠিয়ে দিত কারণ ছবি তুলে তারা সেই লন্ডনে পাঠিয়ে দিত। তো এদের বিরুদ্ধে যেন মামলা হয়। সেই মামলাগুলো দ্রুত শেষ করতে হবে। কেউ যেন ছাড় না পায়। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি করে টাকা কামালে, সেই টাকা কোন কাজে আসে না। ছেলেমেয়েরা বিপথে যাবে। সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

এ সময় আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোকে সাংগঠনিকভাবে আরো শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একে অপরের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আমি চাই এই গণভবনে বসে ফেলা হোক। আর যেন কারো মধ্যে কোন খোপ না থাকে।

নিজের স্মৃতিশক্তি নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

গোপন নথি উদ্ধার করেছে। এদিকে সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের নভেম্বরে দেশটির পরবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন বাইডেন। রিপাবলিকা পার্টি থেকে হবেন ৭৭ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৮১ বছর বয়সী বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হলে ক্ষমতা ছাড়ার সময় তার বয়স হবে ৮৬ বছর।

তাই আগামী নির্বাচনে বাইডেনের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়া নিয়ে স্বয়ং ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। গত বছর সংবাদ সংস্থা এপি ও এনওআরসি সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চের এক জরিপ ফলে দেখা গেছে, ৭৭ শতাংশ মানুষ মনে করেন ২০২৮ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনার যোগ্যতা বাইডেনের নেই। এসব উত্তরদাতার প্রায় ৬৯ শতাংশই বাইডেনের দলের সমর্থক।

বাইডেন বক্তৃতায় বিখ্যাত ব্যক্তি ও ঘটনা গুলিয়ে ফেলে বারবার হাসির খোরাক হয়েছেন। গত বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) এক নির্বাচনী প্রচারণায় বাইডেন বলেন, ২০২১ সালের জি-৭ এর বৈঠকে জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট কোলের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। অথচ কোল মারা গেছেন তারও চার বছর আগে। প্রকৃতপক্ষে তখন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মের্কেলের সঙ্গে বাইডেনের দেখা হয়েছিল।

এর দু-একদিন আগে আরেক অনুষ্ঠানে বাইডেন জানান, তিনি সম্প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিটাররান্ডের সঙ্গে কথা বলেছেন। আসলে তিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। ইতোঃপূর্বে তিনি একাধিকবার এ ধরনের ভুল করেছেন।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, বৃহস্পতিবার যখন তিনি নিজের স্মৃতিশক্তির পক্ষে সাফাই গাচ্ছিলেন তখনও তিনি একই ধরনের ভুল করেছেন। এ দিন হোয়াইট হাউসের সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসিকে প্রেসিডেন্ট অব মেক্সিকো বলে উল্লেখ করেছেন। সূত্র : রয়টার্স, আলজাজিরা

ট্রাম্প প্রার্থী হতে অযোগ্য নন, ইঙ্গিত যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত।

তবে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানি শুরু হওয়ার পর যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের শুরুতে ট্রাম্পের আইনজীবী ও টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের সাবেক সলিসিটর জেনারেল জোনাথন মিচেল বলেন, শুধু কংগ্রেসই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কাউকে অযোগ্য ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখে। জ্যেষ্ঠ এই আইনজীবী বলেন, 'কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা ভুল এবং এই সিদ্ধান্ত বাতিল করা উচিত।' ট্রাম্পকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবিতে মামলাটি করেছিলেন কলোরাডোর কয়েকজন ভোটার। শুনানিতে তাঁদের আইনজীবী জেসন মুরে এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলেন, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ট্রাম্পকে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত। মার্কিন সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি একবার সংবিধান সমুন্নত রাখা ও সুরক্ষার অঙ্গীকার করার পর বিদ্রোহে যুক্ত হলে তিনি সরকারি পদে থাকার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কলোরাডোর দেওয়া রায় বহাল রাখা হলে তার 'পরিণতি হবে ভয়াবহ'। তিনি বলেন, 'যদি কলোরাডোর রায় বহাল রাখা হয়, তাহলে অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকেও অযোগ্য ঘোষণা করে এমন রায় আসতে থাকবে। আমার ধারণা, বেশ কিছু রাজ্য থেকে বলা হবে, "ডেমোক্রেটদের প্রার্থী যিনিই হোন না কেন, তিনি নির্বাচনে থাকতে পারবেন না।"'

উদারপন্থী হিসেবে পরিচিত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এলেনা ক্যাগান এবং আরও কয়েকজন বিচারপতির (যাঁদের তিনজনকে ট্রাম্প মনোনয়ন দিয়েছিলেন) কথা শুনেও মনে হয়, নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণাবিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি কোনো একটি রাজ্যের কাছে থাকা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান।

মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী মুরের উদ্দেশে বিচারপতি এলেনা ক্যাগান বলেন, 'আমি মনে করি, আপনাকে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্রে কে প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন বা পারবেন না, সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার কেন একটি রাজ্যের থাকবে?'

এদিকে বৃহস্পতিবার ফ্লোরিডায় ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে নজর রাখছেন তিনি। আশা করছেন, তাঁর পক্ষেই রায় দেবেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এএফপি

ফেসবুক আইডি হ্যাক ঠেকাতে যা করবেন

১৩ পৃষ্ঠার পর

ইউআরএল (ওয়েব অ্যাড্রেস) দেখে নিতে হবে। দেখতে হবে ওয়েবসাইটের ঠিকানা **https://www.facebook.com** দিয়ে শুরু হয়েছে কিনা। ভধপবনড়ড়শ বানান খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় হ্যাকাররা **'facebok', 'ffacebook'** বা **'facbook'** ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর ইউআরএল ব্যবহার করতে পারে। এসব বিভ্রান্তি এড়াতে ব্রাউজারের এড্রেস বারে নিজেই ভধপবনড়ড়শ.পড়স লিখে সার্চ দিন।

থার্ড পার্টি অ্যাপে লগইন করবেন না : কোনো কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের কাছে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস আছে, তা নিয়মিত পরীক্ষা করুন। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সেই অ্যাপ বা ওয়েবসাইট মুছে দিয়ে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন।

সাধারণত কেউ যখন আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড জানতে পারে, সেটা যেকোনোভাবেই হোক, তখনই অ্যাকাউন্ট হ্যাকের ঘটনা ঘটে। ফেসবুক এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ মানুষ তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও অ্যাপে লগ ইন করে। কেউ যদি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, তাহলে বিভিন্ন দিক থেকে আপনি ক্ষতির শিকার হতে পারেন।

সন্দেহজনক ডিভাইস থেকে লগআউট করুন : সিকিউরিটি সেটিংস অপশনে যান। কোন কোন ডিভাইস ও স্থান থেকে আপনি লগ ইন করেছেন, তার একটি তালিকা দেখা যাবে এখানে। তালিকা থেকে কোনোটি যদি আপনার অপরিচিত বা সন্দেহজনক মনে হয়, তাহলে এখান থেকেই লগ আউট করে দিতে পারবেন।

কোন কোন অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে লগ ইন করেছেন, তা এই লিংকে ক্লিক করে দেখুন। কোনোটিকে যদি অপরিচিত বা সন্দেহজনক মনে হয়, তাহলেৎবসড়াব বাটনে ক্লিক করে সেটিকে মুছে দিন।

ফেসবুকের জেনারেল সেটিংস থেকে অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত আপনার ইমেইল ঠিকানাটি যাচাই করুন। যদি আপনার ছাড়া অন্য কারও ইমেইল দেওয়া থাকে, তাহলে সেটি মুছে দিন।

এবার আবারও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন। পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের সময় খড়ম ড়ঁঃ ড়ভ ড়ঃযবৎ ফবারপবং নামে একটি অপশন আসবে। এখান থেকে সন্দেহজনক লগ ইনগুলোকে লগ আউট করে দিন। জটিল পাসওয়ার্ড (বড় হাতের অক্ষর, বিশেষ চিহ্ন, নম্বর) ব্যবহার করুন। অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করেছেন, এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। পাসওয়ার্ড মনে রাখতে সমস্যা হলে ভালো কোনো পাসওয়ার্ড ম্যানেজার অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন।

টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করুন : হ্যাকিং থেকে বাঁচতে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন পদ্ধতি চালু করুন। এর ফলে কেউ আপনার পাসওয়ার্ড জানলেও আপনার ফোনের নিয়ন্ত্রণ নেয়া ছাড়া অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারবে না। ফেসবুকের সিকিউরিটি চেকআপ থেকেও অ্যাকাউন্টের অপ্রয়োজনীয় ও সন্দেহজনক উপাদান চিহ্নিত করতে পারবেন।

সবশেষে অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত যে ইমেইল অ্যাকাউন্ট, তারও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে ফেলুন। প্রতি ১-৩ মাস পর পর এই ইমেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন। তবে ফেসবুক হ্যাক হলেও আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে তা ফিরে পেতে পারেন। এর কিছু উপায় রয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে পুনরুদ্ধার করবেন হ্যাক হওয়া আইডিটি-

পাসওয়ার্ড রিসেট : বিভিন্ন কৌশলে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই দ্রুত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে ফেলে হ্যাকাররা। ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলেই নিজেদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারে না। এমনকি নতুন করে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যায় না। ফলে অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হলে প্রথমেই পাসওয়ার্ড রিসেট করতে হবে।

এ জন্য ফেসবুক ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে 'ঋড়ৎমড়ঃঃবহ ঢ়ধংংড়িৎফ?' অপশনে ক্লিক করে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দেওয়া মুঠোফোন নম্বর বা ইমেইল ঠিকানা লিখতে হবে। এবার 'জবংবঃ ঢ়ধংংড়িৎফ' অপশনে ক্লিক করলেই পাসওয়ার্ড রিসেট হবে। ফলে নতুন পাসওয়ার্ড দিয়ে আবার ফেসবুকে প্রবেশ করা যাবে।

ফেসবুকে অভিযোগ : ফেসবুক আইডি হ্যাক করে হ্যাকাররা যদি অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দেওয়া মুঠোফোন নম্বর এবং ইমেইল ঠিকানা পরিবর্তন করে ফেলে, তবে চাইলেও পাসওয়ার্ড রিসেট করে ফেসবুকে প্রবেশ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই আইডি হ্যাক হওয়ার বিষয়ে ফেসবুকের কাছে অভিযোগ করতে হবে। এ জন্য িি.ভধপবনড়ড়শ.পড়স/ যধপশবফ ঠিকানায় প্রবেশ করে সু ধপপড়ঁহঃ রং পড়সঢ়ৎড়সরংবফ অপশনে ক্লিক করতে হবে।

এরপর অ্যাকাউন্টটিতে থাকা মুঠোফোন নম্বর, ইমেইল বা ব্যবহারকারীর নাম লিখে সতর্কতার সঙ্গে অ্যাকাউন্টটি শনাক্ত করতে হবে। এবার 'ংবপঁৎরঃু পযবপশ' অপশনে ক্যাপচা (বিশেষ কোড) লিখলেই অ্যাকাউন্টটির পুরোনো পাসওয়ার্ডসহ নিরাপত্তাবিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন জানতে চাইবে ফেসবুক। প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে সাবমিট অপশনে ক্লিক করলেই ফেসবুকের কাছে অভিযোগ জমা হবে।

অভিযোগ পাওয়ার পর অ্যাকাউন্টটির মালিকানা যাচাইয়ের জন্য ফেসবুক সাধারণত ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় নিয়ে থাকে। আপনার দেয়া সব তথ্য ঠিক থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাকাউন্টটি ফিরিয়ে দেবে ফেসবুক।

ভুক্তভোগীর করণীয় : অনেক সময় হ্যাকাররা ফেসবুক আইডি হ্যাক করে বন্ধু তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের অশ্লীল মন্তব্য, ছবি বা ভিডিও পাঠিয়ে থাকে। কেউ আবার বিপদে পড়ার কথা বলে অর্থও চায়। শুধু তাই নয়, সমাজ বা রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন পোস্টও দিয়ে থাকে। আর তাই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলেই ফোনকল বা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মাধ্যমে ফেসবুকে থাকা বন্ধুদের বিষয়টি জানাতে হবে।

ফেসবুক পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে করণীয়

১৩ পৃষ্ঠার পর

ফোন নাম্বার দেখতে পাবেন আর যদি শুধু ইমেইল বা জিমেইল দিয়ে দিয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা থাকে তাহলে শুধু জিমেইল দেখতে পাবেন।

আর যদি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মোবাইল নাম্বার এবং জিমেইল দুইটাই থাকে তাহলে দুটো অপশন দেখতে পাবেন আপনার ফোন নাম্বার এবং আপনার জিমেইল এর কিছু অংশ। এবার আপনি আপনার পাসওয়ার্ড পুনরায় সেট করার জন্য কোডটি কিভাবে পেতে চান সেটি জানতে চাইবে ফেসবুক। আপনার কাছে যে অপশনটি বেস্ট মনে হবে আপনি সেটি সিলেক্ট করে নিবেন এবং পড়হঃরহঁব ক্লিক করবেন।

এরপর আপনার কাছে ৮ সংখ্যার একটি রিকভারি কোড চাওয়া হবে যা আপনার ব্যবহার করা মোবাইল নাম্বার বা ইমেইলে ফেসবুক থেকে পাঠানো হবে। সেটি টাইপ করে **continue** ক্লিক করবেন।

কোড প্রদান করার মাধ্যমে আপনি আপনার নতুন পাসওয়ার্ড দেয়ার অপশন পাবেন। সেখানে **new password Ges confirm password** একই দিবেন। তবে মনে রাখবেন এখানে এমন কোন পাসওয়ার্ড দিবেন না যে পাসওয়ার্ডগুলো আপনি পূর্বে আপনার একাউন্টে ব্যবহার করেছেন।

ফেবুবক পাসওয়ার্ড দেয়ার ক্ষেত্রে চেষ্টা করতে হবে কমন পাসওয়ার্ড যেমন- **rahul1234, password, bangladesh** ইত্যাদি ব্যবহার না করতে। এতে আইডি হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। চেষ্টা রাখবেন বড়-ছোট অক্ষর, সংখ্যা ও সাংকেতিক মিলিয়ে পাসওয়ার্ড নির্ধারণ করতে।

নতুন পাসওয়ার্ড দেয়ার পর **Log out of other devices** এবং **Stay logged in** অপশন আসবে। যেহেতু আপনি পূর্বের পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন, তাই অন্যান্য যে সকল ডিভাইসে ফেসবুক আইডটি লগইন আছে সেগুলো থেকে আইডিটি লগআউট করেন নিতে পারেন। সেহেতু **Log out of other devices** সিলেক্ট করে **continue** ক্লিক করুন। তবে অন্য ডিভাইসেও নতুন পাসওয়ার্ড দিয়ে আইডিটি সচল রাখতে **Stay logged** সিলেক্ট করে **continue** ক্লিক করুন।

এছাড়া হ্যাকিং থেকে বাঁচতে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন পদ্ধতি চালু করুন। এর ফলে কেউ আপনার পাসওয়ার্ড জানলেও আপনার ফোনের নিয়ন্ত্রণ নেয়া ছাড়া অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারবে না। ফেসবুকের সিকিউরিটি চেকআপ থেকেও অ্যাকাউন্টের অপ্রয়োজনীয় ও সন্দেহজনক উপাদান চিহ্নিত করতে পারবেন।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাবের নেপথ্যে...

৫৮ পৃষ্ঠার পর

সরকারের গঠন কিংবা পতনের মতো বিষয়গুলোতেও অতীতে দেশটির সামরিক বাহিনীর ভূমিকা দেখা যায়। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।

সামরিক বাহিনী কীভাবে রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠল- তার উত্তর লুকিয়ে আছে দেশটির ইতিহাসে। এখানে চারটি ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি হচ্ছে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথায় দেশটির প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু।

দ্বিতীয় ঘটনা, জিন্নাহ-র মৃত্যুর তিন বছরের মাথায় দেশটির আরেক শীর্ষ নেতা এবং তখনকার প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের গুলিতে নিহত হওয়া। এই দুই মৃত্যু পাকিস্তানের রাজনীতিতে নেতৃত্বের শূন্যতা তৈরি করেছিল।

তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে, এই একই সময়ে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ দেশটিতে নিরাপত্তা সংকটও তৈরি করে।

দেশটির সেনাবাহিনী নিরাপত্তা এবং বিদেশ নীতিতে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কারণ, তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের গৃহীত পদক্ষেপে সন্তুষ্ট ছিল না।

চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, দেশটির রাজনৈতিক নেতারা এমনকি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেও শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে না নিয়ে একধরণের কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে হাঁটতে শুরু করেন। যেটা পরে দেশে অনৈক্য তৈরি করে।

এই সব কিছু মিলেই পাকিস্তানে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেটা দেশটির সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করে দেয়।

লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও সামরিক বিষয়ের গবেষক ড. আয়েশা সিদ্দিকা বিবিসি বাংলাকে বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুর দিকেই যখন রাজনৈতিক নেতৃত্বে দুর্বলতা এবং অনৈক্য স্পষ্ট হচ্ছিল, তখন এর বিপরীতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশটির সামরিক বাহিনী ছিল এককভাবে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান।

তিনি বলেন, এমনটা হলে সামরিক শক্তির ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হয়। পাকিস্তানেও সেটা হয়েছিল। পাকিস্তানে রাষ্ট্র কাঠামোয় সেনাশক্তি প্রথম আসে ১৯৫৪ সালে। তখন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বানানো হয়েছিলো, সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে। এই আইয়ুব খানই ১৯৫৮ সালে দেশটির ক্ষমতা দখল করে নেন। সেখান থেকেই এটার শুরু।

আইয়ুব খানের পর পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে আরও দুটি। সব মিলিয়ে দেশটির প্রায় ৭৭ বছরের ইতিহাসে সামরিক শাসন চলেছে ৩৩ বছরেরও বেশি। পাকিস্তানে সরাসরি এই সেনা শাসন দেশটির সব ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর প্রভাব বলয় তৈরি করে দিয়েছে। তবে ২০০৭ সালের পারভেজ মোশাররফের বিদায়ের পর গত ১৬ বছরে দেশটিতে আর কোনো সামরিক অভ্যুত্থান হয়নি। দেশটির ইতিহাসে সেনা অভ্যুত্থান ছাড়া একটানা দীর্ঘ বেসামরিক শাসন এটাই।

কিন্তু এরপরও দেশটিতে সেনাবাহিনীর প্রভাব কমেনি। কারণ বন্দুকের শক্তি ছাড়াও সেনাবাহিনীর দেশটিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী শক্তি হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। আর আছে জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা।

পাকিস্তানের সামরিক বিশ্লেষক ইকরাম সেহগাল বিবিসি বাংলাকে বলেন, পাকিস্তানে একটা ন্যারেটিভ আছে যে, আর্মি ছাড়া পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকবে না। কারণ দেশটিতে বহু জাতি, বহু বিভক্তি এবং নিরাপত্তার বহু সংকট আছে। ফলে সেখানে আর্মি পাকিস্তানকে টিকিয়ে রেখেছে। এটা হচ্ছে সামরিক দিক।

তিনি বলেন, এর বাইরেও আর্মি বাণিজ্যিকভাবেও শক্তিশালী এবং জনগণের মধ্যেও তার জনপ্রিয়তা আছে। তার চেয়ে বড় কথা রাজনৈতিক দলগুলোই সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করার অজুহাত তৈরি করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন সবচেয়ে বড় এজেন্ডা হয়ে ওঠে পাকিস্তানে।

পাকিস্তানে সর্বশেষ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৯৯৯ সালে। সে সময় ক্ষমতায় আসা পারভেজ মোশাররফের বিদায় ঘটে ২০০৭ সালে। এরপর পাকিস্তানে আর কোন সামরিক শাসন আসেনি। এই সময়ে দেশ চালিয়েছে মূলত বেসামরিক প্রশাসন। কিন্তু দেশটিতে অস্থিরতা আগের মতোই চলতে থাকে। অতীতের মতো এই সময়েও কোনও প্রধানমন্ত্রী তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি।

নওয়াজ শরিফ রাজনীতিতে ফিরে ক্ষমতায় আসলেও আবারো তাকে বিদায় নিতে হয়। একইভাবে ইমরান খান ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসীন হলেও মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি।

পাকিস্তানে এমনসব ঘটনার পেছনে সামরিক বাহিনীই কলকাঠি নেড়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু ১৬ বছরের বেসামরিক শাসন সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলগুলো সেনা নিয়ন্ত্রণ থেকে কেন বের হতে পারছে না?

ড. আয়েশা সিদ্দিকার মতে, এর কারণ হচ্ছে নেপথ্যে থেকে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ এখনও সেনাবাহিনীর হাতেই রয়ে গেছে। তিনি বলেন, সামরিক বাহিনী আগে রাজনীতিতে যেভাবে হস্তক্ষেপ করত, সেটাতে এখন তারা পরিবর্তন এনেছে। এখন তারা প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটাকে আমি বলি সামরিক আইন ছাড়াই সামরিক শাসন।

তবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর যে নিয়ন্ত্রণ, খুব সহসাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সূত্রঃ বিবিসি বাংলা

কিসে সুখ, হার্ভার্ডের ৮৫ বছরের গবেষণায় মিলেছে জবাব

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ফাঁস....' আরেক দিকে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা তখন হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছেন সেই প্রশ্নের উত্তর, সুখ বলে কি আসলেই কিছু আছে? কিসে মানুষের প্রকৃত সুখ?

সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গবেষণা রীতিমতো আলোচনার সৃষ্টি করেছে বিশ্বব্যাপী। সেখানে দাবি করা হয়েছে, চাইলে সুখ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর এই সুখ আপনি ক্যারিয়ার, সফলতা বা অর্থসম্পদের মধ্যে খুঁজে পাবেন না। ব্যায়াম করে আমরা আমাদের শারীরিক সুস্থতা বাড়াতে পারি, কিন্তু সুখে থাকার জন্য এটুকুই যথেষ্ট নয়। বরং সুখে থাকার জন্য আমাদের দরকার মানুষ। আমাদের দরকার পরিবার আর বন্ধু মিলিয়ে চারপাশে সুন্দর একটা 'সামাজিক সুস্থতা' তৈরি করা।

১৯৩৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এই সুখের অন্বেষণ শুরু করেন। তাঁরা ৭২৪ জন মানুষের তথ্য সংগ্রহ করে দুই বছর অন্তর তাঁদের কাছ থেকে সুখবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর নিতে শুরু করেন। পৃথিবীব্যাপী চলা ৮৫ বছরের এই গবেষণার ফলাফল হলো, মূলত পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ভালো একটা সম্পর্কই পারে আপনাকে সুখী করে তুলতে। এমনকি খাদ্যাভ্যাস বা ব্যায়ামের চেয়ে পরিবার আর বন্ধু আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক সুস্থতা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

শারীরিক সুস্থতা নিয়ে আজকাল আমরা কমবেশি সবাই সচেতন। সকালে দৌড়ানো, ভালো ঘুম বা স্বাস্থ্যকর খাবারড়মোটামুটি এসব নিয়ে আমরা সবাই এখন বেশ সচেতন। কিন্তু এসবের পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোও যে আমাদের শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে, সেটা আমরা কয়জন খেয়াল করি?

কারও সঙ্গে সুন্দর একটা আড্ডা দেওয়ার সময় আপনার শরীরে যে একটা শান্তির পরশ ছড়িয়ে পড়ে, আরাম আরাম লাগে, এটা কখনো খেয়াল করেছেন? প্রেমিকার সঙ্গে ঠুনকো ঝগড়া হলেও যখন আপনি রাতে ঘুমাতে পারেন না, তখন বুঝতে হবে, সমস্যাটা আপনার ঘুমে নয়। সমস্যাটা আপনার সম্পর্কে।

সামাজিক সুস্থতা কীভাবে অর্জন করবেন?

আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আমরা সব সময়ই শরীর বা মনের যত্ন নিলেও, টাকা পয়সার বিষয়ে সচেতন হলেও আমাদের সম্পর্কগুলোর যত্ন নেওয়ার কথা আমরা বেমালুম ভুলে যাই। আমরা মনে করি, একবার সম্পর্ক হয়ে গেলেই তো শেষ, সেই সম্পর্ক এমনি এমনিই সামনে এগোতে থাকবে। আলাদা কোনো মনোযোগ না দিলেও চলবে, যাকে বলে 'টেকেন ফর গ্রান্টেড'।

অথচ মানবীয় সব সম্পর্ককেও একটা শিশুর মতোই যত্নে লালনুপালন করতে হয়। ছোট্ট একটা চারা গাছের মতোইড়পানি দেবেন, যত্ন নেবেন, রোদে রাখবেন, বেড়া দেবেন। তবেই না এই চারা গাছ একদিন মহিরুহ হয়ে আপনাকে ছায়া দিতে পারবে। কাজেই যে বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন কোনো যোগাযোগ হয় না, তাকে ফোনটা করেই ফেলুন। ইগো ধরে রেখে প্রিয়জনকে সরিটা বললেন না। একবার নিজের ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেই দেখুন না! ওতে আপনি হারবেন নাকি জিতবেন, সে আলাপ তোলা থাক সময়ের হাতে। সবচেয়ে বড় কথা, এই 'সামাজিক সুস্থতা' আপনাকে দিন শেষে শারীরিক আর মানসিকভাবে সুখী করবে, জীবনে আনবে ভারসাম্য। ভুল ও টক্সিক মানুষকে দূর করে সঠিক মানুষদের নিজের আশপাশে রাখা এবং সম্পর্ক মজবুত রাখা সামাজিক সুস্থতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তথ্যসূত্রঃ সিএনবিসি

আমেরিকা ও রাশিয়াকে নিয়ে কৌশলে খেলছে ভারত-নিকি হ্যালি

৫৮ পৃষ্ঠার পর

দাপুটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এককালে তারই প্রশাসনে থাকা নিকি হ্যালে এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে রিপাবলিকানদের অন্যতম মুখ। নেভাদা ককাস থেকে যদিও সরে দাঁড়িয়েছেন নিকি হ্যালে। তবে পররাষ্ট্র ইস্যুতে নিকি ইতোমধ্যেই মুখ খুলেছেন। সদ্য এক মন্তব্যে ভারতের কূটনৈতিক কৌশল নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন মার্কিন এ কূটনীতিবিদ।

ফক্স বিজনেজ নিউজের এক সাক্ষাৎকারে ভারত-মার্কিন বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ নিকি হ্যালে কার্যত ভারতকে নিয়ে বেসুরো সুর ধরেই বলেছেন, মার্কিনি নেতৃত্বে আস্থা নেই ভারতের, আর এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সাথে দিল্লি ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে কৌশলী চাল চেলেছে।

উল্লেখ্য, কিছু দিন আগের অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে, খলিস্তানি ইস্যুতে কানাডার পর আমেরিকাও বড়সড় অভিযোগের আঙুল তোলে দিল্লির দিকে। মার্কিন মাটিতে পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্র ভারতের এক এজেন্ট করেছে, এমন অভিযোগে সরব হয় বাইডেন প্রশাসন। পাল্টা ভারত তা নস্যাৎ করে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই কয়েক মাস আগে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গিয়েছিলেন রাশিয়ায়। তিনি সেখানে পুতিনের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎও করেন। ইউক্রেন-রুশ যুদ্ধের মাঝে এবং আমেরিকা-কানাডার সাথে ভারতের সাম্প্রতিক সম্পর্কের মাঝে জয়শঙ্করের এই সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন অনেকেই। যেখানে রাশিয়ার কণ্ঠে বারবার মার্কিন বিরোধিতা ও পশ্চিমী দেশগুলোর বিরোধিতা শোনা গেছে, সেখানে মস্কোর সাক্ষাৎকারে জয়শঙ্করকে পুতিন বলেছিলেন, যাতে তার দেশে খুব শিগগরিই মোদি সফর করেন।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে থাকা রিপাবলিকান প্রার্থী নিকি হ্যালে বলেছেন, 'আমিও ভারতের সাথে কাজ করেছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি ভারতের সাথে কাজ করেছি। আমি মোদির সাথে কথা বলেছি। ভারত আমাদের সাথে কাজ করতে চায়। তারা রাশিয়ার সঙ্গী হতে চায় না।'

একথা বলার পরই নিকি বলছেন, 'সমস্যা হলো, ভারত চায়না আমরা জিতে যাই। এখন তারা মনে করে যে আমরা দুর্বল। ভারত চিরকালই খুব কৌশলীভাবে খেলেছে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ থেকে। কারণ সেদেশ থেকেই তারা প্রচুর সামরিক অস্ত্র পায়।'

নিকির মতে, চীনের আর্থিক অবস্থা ভালো নেই।

চীন আমেরিকার সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মত নিকির।সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস

অস্তিত্ব সংকটে টাঙ্গাইল শাড়ি

১০ পৃষ্ঠার পর

নামেই নামকরণ হতো। টাঙ্গাইল যেহেতু বাংলাদেশের একটি জেলা, আর সেখানেই টাঙ্গাইল শাড়ির উৎপত্তি। তাই এর উৎপত্তি যে টাঙ্গাইলেই তা খুব সহজেই বোঝা যায়। টাঙ্গাইল শাড়ি ভারতীয়দের দাবি করা লজ্জার বিষয় বলেও মনে করেন তিনি। এদিকে, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল এলাকার তাঁত মালিক সমিতির সভাপতি রঘুনাথ বসাক জানান, টাঙ্গাইল শাড়ির গোড়া পত্তন টাঙ্গাইলেই। এ শাড়ি তৈরির জন্য যে আবহাওয়া সেটি শুধু মাত্র টাঙ্গাইলেই রয়েছে। যে শত শত বছর আগে থেকে তাঁতিরা এ এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছেন এবং তাদের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় এ তাঁত শাড়ি দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করেছে। টাঙ্গাইল শাড়ি ভারতের দাবি করাকে খুবই লজ্জাজনক মনে করছেন তিনিও।

টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মো. কায়ছারুল ইসলাম বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে টাঙ্গাইল শাড়ি জিআই প্রাপ্তির আবেদন করেন। এছাড়াও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এরই মধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে টাঙ্গাইল শাড়িকে স্বীকৃতি দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদফতর (ডিপিডিটি)।

এ বিষয়ে গেজেট প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

টাঙ্গাইল শাড়ি প্রায় ২০০ বছর যাবত টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরি করে আসছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানালেও এর ইতিহাস আরও প্রাচীন।

টাঙ্গাইল শাড়ির ইতিহাসবৃত্তান্ত : প্রাচীনকাল থেকে এ দেশের কৃষির পর গ্রামীণ অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ভিত ছিল তাঁতশিল্প। বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তার ভ্রমণবৃত্তান্ত রিহলাতে বাংলার তাঁতবস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

এ ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, সেই সময় বাংলার অন্যতম রফতানি পণ্য ছিল সুতি কাপড়। দিল্লির সুলতানের দূত হিসেবে সোনারগাঁ থেকে চীন যাওয়ার পথে ইবনে বতুতা কিছু মুসলিম অধিবাসীর দেখা পান, যারা বাংলা অঞ্চল থেকে উন্নত সুতিবস্ত্র এনে নানা জায়গায় বিক্রি করতেন।

পর্যটক ইবনে বতুতার এ ভ্রমণবৃত্তান্ত ছিল ১৪ শতকের। এ থেকে ধারণা করা যায়, এ অঞ্চলের তাঁতের বয়স কত প্রাচীন।

ব্রিটিশ আমলে বাংলার এ নিজস্ব পোশাক তৈরির ঐতিহ্যের রক্ষাকবচে প্রথম আঘাত আসে। তখনই এ অঞ্চলে ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের মেশিনে তৈরি কাপড়ের প্রসার ঘটে। কিন্তু ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ১৯০৬ সালে স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের মেশিনে তৈরি কাপড়ের বর্জনের ডাক দিলে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলার তাঁত শিল্প। সে সময় পুরান ঢাকাসহ সোনারগাঁ ও আশপাশের অঞ্চল থেকে তাঁতশিল্পের প্রসার ঘটে টাঙ্গাইলসহ আরও অনেক জায়গায়।- সময় সংবাদ

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে অপ্রতিরোধ্য ট্রাম্প, নেভাডায় ককাসে ৯৭.৬ শতাংশ ভোট লাভ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প। ট্রাম্পের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ছিল । ২০২১ সালের ক্যাপিটল সহিংসতার মামলা থেকে শুরু করে হোয়াইট হাউসের নথি সরানোর অভিযোগ- নানা ক্ষেত্রেই আদালতে ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হবার পর থেকে খেল দেখছেন এই রিপাবলিকান প্রার্থী। রিপাবলিকান দলের নিয়ম অনুযায়ী, প্রাথমিক নির্বাচন বা দলীয় ককাসের মধ্যে যেকোনও একটিতে লড়তে হবে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের। ইতিমধ্যেই চারটি রিপাবলিকান ককাসে জিতে গিয়েছেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প, যিনি ককাসের একমাত্র প্রধান প্রার্থী, তিনি জয়ী হবেন বলে ধারণা করা হয়েছিল। ফলাফল বেরোনোর পর দেখা গেলো তিনি ২৩ জন প্রতিনিধির সমর্থন পেয়ে মোট ৯৭.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন।

অপর প্রার্থী রায়ান বিঙ্কলের ঝুলিতে মাত্র ২.৪ শতাংশ ভোট। ট্রাম্প নেভাদায় ২৬ জন প্রতিনিধিকে সুরক্ষিত করেছেন এবং রিপাবলিকানদের জয়ী করেছেন। সর্বশেষ গণনা অনুসারে, ট্রাম্প মোট ৯৯ .৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে চারটি ককাসে অংশ নিয়েছেন ট্রাম্প। ভার্জিন আইল্যান্ড, নিউ হ্যাম্পশায়ার, আইওয়ার পরে নেভাডাতেও জিতলেন। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালি। কিন্তু প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁর ফলাফল শোচনীয়। হ্যালি প্রায় ৩৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। প্রাথমিক নির্বাচনের সময় তাঁর দলের প্রার্থীদের কেউ সুরক্ষিত হয়নি। দৌড় থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন বিবেক রামাস্বামী ও রন ডিস্যান্টিস। সব মিলিয়ে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পদপ্রার্থী হিসাবে নিজের নাম কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছেন ট্রাম্প, এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের। সূত্র : টাইমস নাও

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি, ১২ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিল সিন্ডিকেট

১১ পৃষ্ঠার পর

রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ১০টি থেকে বাড়িয়ে ১০০টি করা হয়। তাতেও বিশেষ লাভ হয়নি বিদেশগামী কর্মীদের। ১০ এজেন্সির সিন্ডিকেট ভেঙে ১০০ এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও সেখানেও তৈরি হয় নতুন সিন্ডিকেট। ২০-২৫টি এজেন্সির এই সিন্ডিকেটই নিয়ন্ত্রণ করছে মালয়েশিয়ার কর্মী পাঠানোর কাজটি।

দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বিনিময় ইন্টারন্যাশনাল। রাজধানীর শান্তিনগরে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক এম এ সোবহান ভূঁইয়া, যিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার চেয়ারম্যানও। শুধু কর্মী পাঠানো নয়, বিদেশগামীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আল গোফিলি মেডিকেল সেন্টার নামেও একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাঁর। বিনিময় ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে যাঁরা মালয়েশিয়ায় যান, তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা গোফিলি মেডিকেল সেন্টারেই করা হয়।

নিয়ম অনুযায়ী বিদেশগামী কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ৭ হাজার টাকায় করার কথা থাকলেও বিনিময় ইন্টারন্যাশনালের মেডিকেল সেন্টারটি ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করে বলে দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। প্রতিদিন গড়ে ২৫০ থেকে ৩০০ ব্যক্তি এই মেডিকেল সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একেক ব্যক্তির একাধিকবারও পরীক্ষা করানো হয়।

বিনিময় ইন্টারন্যাশনালের অনিয়ম খুঁজতে গিয়ে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক রপ্তানিকারক এজেন্সি সিন্ডিকেটের মূল নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য উদ্ঘাটন করেছে দুদক। মূলত পুরো শ্রমবাজারের সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি এজেন্সি। এই রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক রুহুল আমিন স্বপন। বিনিময়ের মতো ক্যাথারসিসও নিজস্ব মেডিকেল সেন্টার দিয়ে বিদেশগামীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ করছে, যেটির নাম মীম মেডিকেল সেন্টার।

বিদেশগামী কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ নিয়ে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের মালিক রুহুল আমিন স্বপনের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ফোনে কল করলে রিসিভ করেন মো. সালাউদ্দিন নামের এক ব্যক্তি। নিজেকে সহকারী ব্যবস্থাপক পরিচয় দেওয়া মো. সালাউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'স্যার দেশের বাইরে আছেন। দুদকের অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

অন্যদিকে বিনিময় ইন্টারন্যাশনালের কর্ণধার এম এ সোবহান ভূঁইয়া বলেন, 'এ ধরনের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। আমার কাছে সব মানি রিসিট আছে। কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়নি। আর মেডিকেল ফির টাকাও সরকার-নির্ধারিত ৭ হাজারের অতিরিক্ত নেওয়ার সুযোগ নেই। একাধিকবার টেস্ট করার অভিযোগও মিথ্যা।'

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সরকার-নির্ধারিত ফি নিচ্ছে বলে দাবি করলেও তাদের এই দাবি ডাহা মিথ্যা বলে জানিয়েছেন কর্মী ভিসায় মালয়েশিয়ায় অবস্থান করা প্রবাসীদের স্বজনেরা। দেশটিতে কর্মী ভিসা নিয়ে গেছেনড়এমন একজন হলেন মো. হেলাল। মালয়েশিয়ায় যেতে হেলালের ৪ লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর শাশুড়ি মোসাম্মত রেহানা। আশুলিয়ার এই বাসিন্দা আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'আমি তো এত কিছু জানি না। জামাই প্রথমে সাড়ে ৩ লাখ টাকা দিয়েছে। পরে বলছে ৪ লাখ টাকা না দিলে পাসপোর্ট দিবে না। আমি গরিব মানুষ, মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করি। অগত্যা জমি বন্ধক রেখে আরও ৫০ হাজার টাকা জামাইকে তুলে দিই।'

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছেন কুমিল্লার দুলাল হোসেন, ময়মনসিংহের আবু জাফর, মো. মানিকসহ বেশ কয়েকজন প্রবাসীর স্বজন। তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় গিয়েছেন। এতে তাঁদের একেকজনের ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়েছে।

কর্মী হিসেবে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার জন্য ঢাকায় বিনিময় ইন্টারন্যাশনালসহ অন্তত ২০টি রিক্রুটিং এজেন্সিতে ঘুরেছেন জয়পুরহাটের জিয়াউল হাসান জিয়া। তিনি জানান, কোনো এজেন্সি ৪ লাখ, আবার কোনো এজেন্সি ৬ লাখ টাকাও চেয়েছে তাঁর কাছে। আজকের পত্রিকাকে জিয়া বলেন, 'ঢাকায় আল বুখারি নামের একটি প্রতিষ্ঠানে যাই। কিন্তু নির্ধারিত টাকায় না নিয়ে আমাকে ৪ লাখ দিতে বলা হয়েছে। বিনিময় ইন্টারন্যাশনালও ৩ লাখ টাকা চেয়েছে। কিন্তু বিদেশে যেতে পারিনি।'

একই অভিযোগ করেছেন মো. হুমায়ুন নামের আরেক ব্যক্তি। তিনিও বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির অতিরিক্ত অর্থ আদায় দেখে মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি।

এ বিষয়ে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, কারও কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে এমন অভিযোগ এখনো পাইনি। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কড়া নজরদারির মধ্যে আছে। কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলেই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো সংস্থার মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী হায়দার চৌধুরী।

দুদকের কাছে আসা অভিযোগ অনুসন্ধান করছে সংস্থাটির উপপরিচালক মো. আবু সাঈদ। অনুসন্ধান শুরুর পর তথ্য চেয়ে অভিযোগে নাম আসা রিক্রুটিং এজেন্সিকে এরই মধ্যে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। তবে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি দুদকের এই অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা।

দুদকের সচিব মো. মাহবুব হোসেন বলেন, অনুসন্ধান শুরু হলেই তো কিছু বলা যায় না। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদক আইন অনুসরণে অনুসন্ধান করবেন।-সুত্র দৈনিক আজকের পত্রিকা

'প্রকৌশলীদের নোবেল' পেলেন বাংলাদেশি প্রফেসর ড. তাহের সাইফ

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি প্রফেসর ড. তাহের সাইফ। এনএই সদস্য নির্বাচিত হওয়াকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সর্বোচ্চ পেশাগত পুরস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জীববিজ্ঞান ও ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ক্ষুদ্র স্কেলে পদার্থের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য তিনি এ পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রতি বছর সারা বিশ্বের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সায়েন্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সব বিভাগ থেকে একশর মতো সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১১৪ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে ২১ জনকে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং (এনএই) এর সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নোবেল পুরস্কার না থাকায় একেই ইঞ্জিনিয়ারিং এর 'নোবেল' বলে ধরা হয়। আগামী সেপ্টেম্বরে হোয়াইট হাউজের বলরুমে বিশাল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন এই ১১৪ জনকে সন্মাননা তুলে দেবে ন্যাশনাল একাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশিদের মধ্যে সম্ভবত ড: সাইফ তৃতীয়। এর আগে কন্স্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর গড ও এক সময়ের সর্বোচ্চ উঁচু শিয়ার্স টাওয়ার (বর্তমানে উইলিস টাওয়ার) এর আর্কিটেক্ট ড: ফজলুর রহমান খান এই পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে। তার ২৮ বছর পর আরেক গুরু, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাইওনিয়ার ড: ফজলে হুসেইন পেয়েছিলেন এই পুরষ্কার, যার গবেষণা নাসা-তে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এর পর বাংলাদেশিদের অপেক্ষা করতে হলো আরো ২৩ বছর!

চট্রগ্রামের সন্তান অধ্যাপক সাইফ চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিডস স্কুল থেকে থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। তারপর ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে ঢাকা বোর্ডে চতুর্থ স্থান অধিকার করে বুয়েট থেকে পুরকৌশলে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে প্রথমে বুয়েটে প্রভাষক, অতঃপর ওয়াশিংটন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরকৌশল বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করে, ১৯৯৩ সালে কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে তাত্ত্বিক ও ফলিত বলবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. তাহের সাইফ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় এট আরবানা-শ্যাম্পেইন এর মেকানিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রফেসর। তিনি বুয়েটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনার্স করেছেন। পরে ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স ও কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে থিওরেটিকাল এন্ড এপ্লাইড মেকানিকসে পিএইচডি এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পোস্ট ডক্টরাল সম্পন্ন করেন।

ড. তাহের সাইফ এর মূল গবেষণা বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। উনি ক্যান্সার নিয়েও গবেষণা করছেন অনেকদিন, ন্যানো রোবট আবিষ্কার এর অন্যতম জনক।

ড. মোস্তফা সারওয়ার এর লেখা

ডোনাল্ড ট্রাম্প
উলঙ্গ সম্রাট

৪০০ টাকা

call for order
+88 017 52 176671
agrodootbd@gmail.com

বইটি পাওয়া যাবে

অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা

বুথ নম্বর: ৩৩১

বুথ নেম: স্বরে-অ

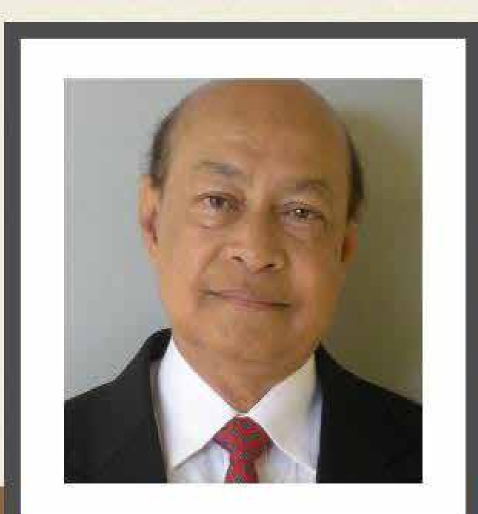

অগ্রদূত
অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি

অনলাইনে ক্রয়ের জন্য রকমারির লিঙ্ক
https://www.rokomari.com/book/371414/donald-trump-the-naked-emperor?fbclid=IwAR1qbof_BJlCYqUj6syRm1Ot2uMg2vaE6S5Tp7qsW2jNBJEDUNBAi86y1e0

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব কমে যাচ্ছে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

৫ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাণিজ্য বৃদ্ধি। ভারতের কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় সাহায্য করেছে, বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ভারত আমাদের পাশে ছিল উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে কম চেষ্টা করেনি। তারা ২০14 ও ২০১৮ সালের মত এবারের নির্বাচনকেও বাধাগ্রস্ত করেছে। তারা প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের বাসভবনে হামলাসহ সহিংসতা চালিয়েছে, যা নজিরবিহীন। এরপরও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে।

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ভারতের অবস্থানের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশে আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা ভারতের জনগণ, নাগরিক সমাজ এবং সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে একটি গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে ভারত আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

তিস্তা ও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নয়াদিল্লিতে তার দুই দিনের সফরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের উচিত মিয়ানমার থেকে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করা। মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী আশ্রয় নেওয়ায় ভারতের মতো বাংলাদেশও সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

৩40 জন মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী ও সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই ইস্যুতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত (ভারতের সঙ্গে)। আমরা মিয়ানমারের সঙ্গেও আলোচনা করছি এবং তারা সীমান্তরক্ষীদের ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছুক, বলেন হাছান মাহমুদ।

আমরা বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের হত্যার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা

নেতানিয়াহুকে সরে যেতে হবে, তিনি বিশ্বাসযোগ্য নেতা নন বললেন হিলারি ক্লিন্টন

৫ পৃষ্ঠার পর

হিলারি ক্লিনটন এ মন্তব্য করেন। টাইমস অব ইসরায়েলের এক প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, ওই সাক্ষাৎকারে হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, ‘নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। তিনি বিশ্বাসযোগ্য নেতা নন। তার চোখের সামনেই ৭ অক্টোবরের হামলার ঘটনা ঘটেছে। তাকে সরে যেতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘নেতানিয়াহু যদি যুদ্ধবিরতিতে বাধা হয়ে থাকেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও যদি তিনি বাধা হন, তাহলে অবশ্যই তাকে সরে যেতে হবে।’

নেতানিয়াহুর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী এবং ফার্স্ট লেডি বলেন, ‘আমি মনে করি বাইডেন তার অবস্থান থেকে যা করতে পারতেন তার সবকিছুই করেছেন। ৭ অক্টোবরের পর ইসরায়েলি জনগণের বৈধ উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া ও মিত্র হিসেবে

ইসরায়েলের জন্য যা যা করার তা করেছেন। একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের হামলার মুখে তিনি ইসরায়েলের সঙ্গেই ছিলেন।’

হিলারি আরও বলেন, ‘আমি মনে করি এটাও স্পষ্ট যে বাইডেন নেতানিয়াহুকে প্রভাবিত করার জন্য তার যা কিছু করা সম্ভব সবই করছেন।’

তবে যুদ্ধে ইসরায়েলের আচরণের পক্ষ নিয়ে হিলারি ক্লিনটন বলেন, ‘হামাস এটি শুরু করেছে এবং যুদ্ধের আইন অনুসারে ইসরায়েলের আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে।’

তিনি বলেন, ‘দেখুন রাশিয়া-ইউক্রেনের সঙ্গে কী করেছে?, হাসপাতাল, স্কুল ধ্বংস করেছে, পুরো শহর মাটির সঙ্গে মিশে দিয়েছে, শিশুদের অপহরণ করেছে। এটা ভয়ঙ্কর। আপনি যখন আগ্রাসী হন, যেমন হামাস ৭ অক্টোবর ও রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে হয়েছিল, আপনি একজন আগ্রাসীর সঙ্গে কী করবেন? আপনাকে তাদের থামাতে হবে।’

হিলারি ক্লিনটন বলেন, ‘এটা বলা ন্যায়সঙ্গত যে গাজায় এখনও হামাসের দ্বারা বা ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কারণে যে সমস্ত বেসামরিক নাগরিক নিহত হচ্ছে তাদের বিষয়ে হামাস কিছুই ভাবছে না। হামাস ফিলিস্তিনিদের রক্ষার জন্য কিছুই করছে না।’

দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে ইসরায়েল সামরিক অভিযান সম্প্রসারণ করছে যেখানে অনেক ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে হিলারি ক্লিনটন বলেন, ‘এটা ভয়ঙ্কর। আমরা চাই যুদ্ধবিরতি হোক। হামাস যদি যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়, তাহলে যুদ্ধবিরতি হবে।’

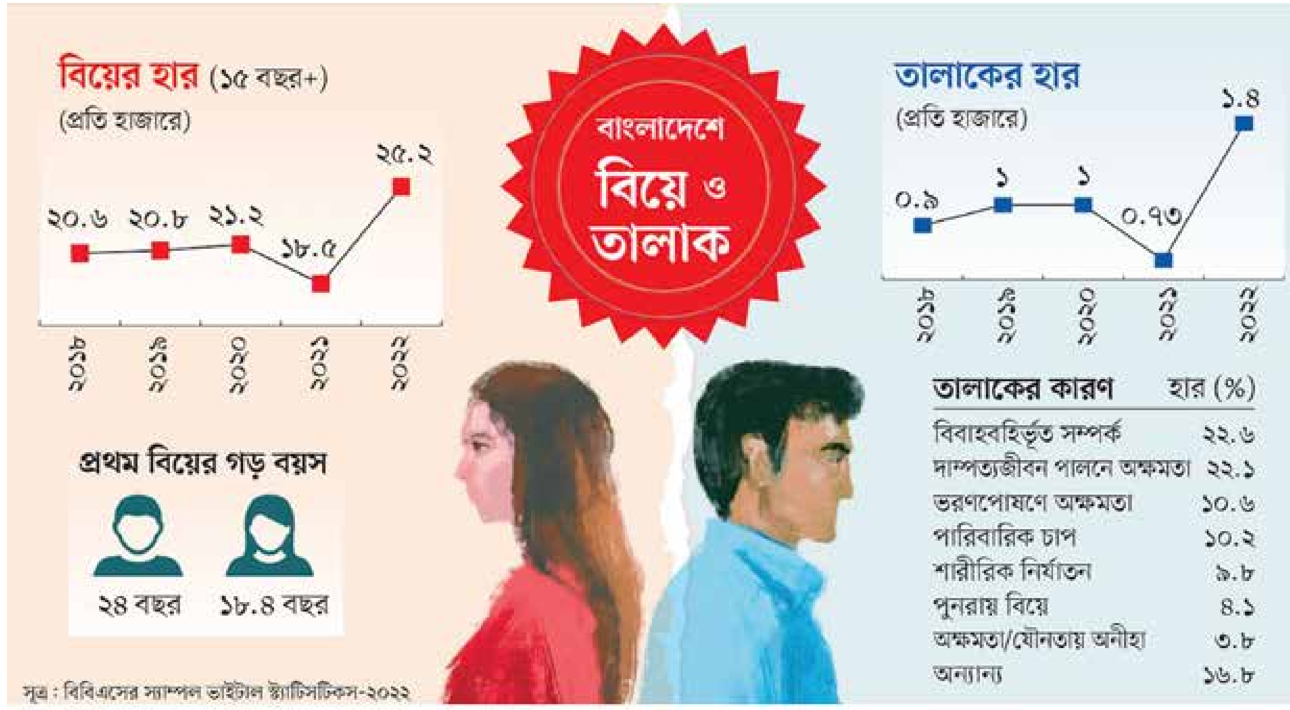

বাংলাদেশে তালাক বেড়েছে, বড় কারণ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক-বিবিএসের জরিপ

৫ পৃষ্ঠার পর

বেশি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে সাধারণ বিয়ের হার ১৫এর মতো।

জরিপে নারী ও পুরুষেরা প্রথম বিয়ে কত বছর বয়সে করেছেন, তার একটি গড় হিসাব উঠে এসেছে। বিবিএস বলছে, পুরুষের বিয়ের গড় বয়স ছিল ২৪ বছর। নারীর ক্ষেত্রে তা ১৮ দশমিক ৪ বছর। শহরে পুরুষ ও নারীদের প্রথম বিয়ের গড় বয়স একটু বেশি। গ্রামে কম।

তালাকও বেড়েছে : তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের দুই ধরনের হার বিবিএসের জরিপে পাওয়া পায়। একটি হলো স্থূল, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বিবাহবিচ্ছেদের হার। অন্যটি সাধারণ বিবাহবিচ্ছেদের হার, যেখানে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের হিসাব করা হয়।

বিবিএস বলছে, তারা বিচ্ছেদ হওয়া মানুষের নিবিড় সাক্ষাৎকার নিয়ে জরিপ করেছে। ফলে এই জরিপের মাধ্যমেই বিচ্ছেদের আসল কারণ উঠে এসেছে।

বিবিএসের হিসাবে, ২০০৬ থেকে ২০২১ সাল সময়ে স্থূলবিচ্ছেদের হার শূন্য দশমিক ৬ থেকে ১ দশমিক ১এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। ২০২২ সালে তা বেড়ে ১ দশমিক ৪এ দাঁড়ায়।

সাধারণ বিবাহবিচ্ছেদের হারটি হিসাব করা হয়েছে নারী ও পুরুষ আলাদাভাবে। দেখা যায়, ২০২১ সালে নারীদের সাধারণ বিবাহবিচ্ছেদের হার ছিল ২এর সামান্য কম। সেটা পরের বছর বেড়ে ৩ দশমিক ৬এ দাঁড়ায়। একইভাবে পুরুষের ক্ষেত্রে হারটি ২০২১ সালে ছিল ২এর সামান্য বেশি। পরের বছর তা বেড়ে ৩ দশমিক ৮এ দাঁড়ায়।

বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বড় কারণ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক। জরিপে উত্তরদাতাদের প্রায় ২৩ শতাংশ এই কারণ সামনে এনেছেন। এরপর রয়েছে দাম্পত্যজীবন পালনে অক্ষমতাড়২২ শতাংশ।

ভরণপোষণের ব্যয় বহন করতে অসামর্থ্য অথবা অস্বীকৃতি, পারিবারিক চাপ, শারীরিক নির্যাতন, যৌন অক্ষমতা বা অনীহা ইত্যাদিও রয়েছে বিবাহবিচ্ছেদের কারণের তালিকায়।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছেদ হয়েছে ঢাকা বিভাগে, কম ময়মনসিংহ বিভাগে। দাম্পত্যজীবন পালনে অক্ষমতায় বিবাহবিচ্ছেদ বেশি বরিশালে, কম সিলেটে। ভরণপোষণ দিতে অসমর্থতার কারণে বিবাহবিচ্ছেদ বেশি রাজশাহীতে, কম চট্টগ্রামে। পারিবারিক চাপে বিবাহবিচ্ছেদ বেশি ময়মনসিংহে, কম ঢাকায়। নির্যাতনের কারণেও বিবাহবিচ্ছেদ বেশি হয়েছে ময়মনসিংহে, কম রাজশাহীতে। যৌন অক্ষমতা অথবা অনীহার কারণে রংপুরে বিবাহবিচ্ছেদ বেশি হয়েছে। বরিশালে এ ক্ষেত্রে হার শূন্য। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকায় তালাকের ঘটনা বেশি ঘটছে সিলেটে।

বিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, মুসলমানদের মধ্যে তালাকের ঘটনার কারণগুলো জাতীয় হারের মতোই। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ‘আলাদা’ হওয়ার কারণের দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আলাদা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ দাম্পত্যজীবন বজায় রাখতে অক্ষমতা ও শারীরিক নির্যাতন।

যেমন শারীরিক নির্যাতনকে বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন মুসলমানদের ১০ শতাংশের কম। হিন্দুদের ক্ষেত্রে হারটি ২০ শতাংশের কাছাকাছি।

সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথও মনে করেন, হিন্দু নারীদের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার হার বেশি। এর সঙ্গে যৌতুকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। হিন্দু নারীরা যেহেতু বাবার সম্পত্তির ভাগ পান না, সেহেতু তাঁদের ওপর যৌতুক আনার চাপ থাকে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, আইনত হিন্দু সম্প্রদায়ে বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ নেই। তবু অনেকে ‘আলাদা’ হচ্ছেন। হিন্দু নারীদের মধ্যে মুখ বুঝে সবকিছু সহ্য না করার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে।

মহামারির যোগ : বিবিএসের পরিসংখ্যানের বাইরে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের তথ্য বলছে, বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন সাধারণত বেশি করেন নারীরা। ২০২২ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে মোট বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে ৭ হাজার ৬৯৮টি। এর মধ্যে স্ত্রীরা আবেদন করেছিলেন ৫ হাজার ৩৮৩টি, যা মোট আবেদনের ৭০ শতাংশ। ঢাকা উত্তরের চিত্রও প্রায় একই। সেখানে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনের ৬৫ শতাংশ নারীর।

সমাজবিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য মাহবুবা নাসরীন বলেন, অনেকেই দাম্পত্যজীবনে সুখী হন না। কিন্তু নানা পারিপার্শ্বিক কারণে সেটা মেনে নিয়ে সংসার করে যান। অবশ্য অনেকেই দাম্পত্যজীবনে সুখী হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ২০২২ সালে কেন হঠাৎ বিয়ে বাড়ল, তাও জানতে চাওয়া হয়েছিল মাহবুবা নাসরীনের কাছে। তিনি বলেন, তাঁরা গবেষণা করে দেখেছেন এর সঙ্গে করোনা মহামারির সংযোগ আছে। মহামারির সময়ে অর্থনৈতিক সংকট ও অনিশ্চয়তার কারণে বিয়ে উৎসাহিত হয়নি। ২০২২ সালে সংকটটি অনেকটা কেটে যাওয়ায় বিয়ে বেড়েছে।

নানা আর্থসামাজিক কারণে বাল্যবিবাহও বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন। বিবিএসের জরিপেও সেটি পাওয়া যায়। জরিপ বলছে, ১৮ বছরের আগে বিয়ে হওয়া নারীর অনুপাত (২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী) ২০২২ সালে পাওয়া যায় প্রায় ৪১ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ৩২ শতাংশের আশপাশে।- সুত্র দৈনিক প্রথম আলো

২৫০ আসনের ফল প্রকাশ, পাকিস্তানে এগিয়ে ইমরানের দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা

৫ পৃষ্ঠার পর

জয়ী হয়েছেন। আসন সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দল পিএমএলএন এবং তৃতীয় স্থানে বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির পিপিপি। ০৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ২৬৫টি আসনের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন পাকিস্তানের নাগরিকেরা। বিশ্লেষকদের ধারণা এই নির্বাচনে এককভাবে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। এর আগে ভোটপর্ব শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায়। তারপর ভোটগণনার কাজ খুবই ঢিমে গতিতে এগিয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশ হচ্ছে খুবই ধীরগতিতে। সে জন্যই ভোট শেষ হওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরেও খুব বেশি আসনের ফলাফল জানা যায়নি। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত সামান্য কিছু আসনের ফলাফল জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তবে খুবই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। কখনো নওয়াজের দল এগোচ্ছে, কখনো পিপিপি, কখনো ইমরান খানের দল পিটিআই সমর্থিত নির্দলরা এগিয়ে যাচ্ছেন। পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২৬৫টি আসনের মধ্যে ২৫০ আসনের ফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৯৯ আসনে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। পিএমএলএন ৭১ আসনে, পিপিপি ৫৩ আসনে ও এমকিউএম ১৭ আসনে জয়ী হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য দল পেয়েছে ১০টি আসন। পাকিস্তানে কোনো দলের সরকার গঠনে প্রয়োজন হয় ১৩৪ আসন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট আসনসংখ্যা ৩৩৬টি। এর মধ্যে ২৬৬ আসনে সরাসরি ভোট হয়। বাকি ৭০টি আসন সংরক্ষিত, এর মধ্যে ৬০টি নারীদের ও ১০টি সংখ্যালঘুদের। এদিকে পিটিআই নেতা ওমর আয়ুব খান অভিযোগ করেছেন, নির্বাচন পরবর্তী কারচুপি হচ্ছে। তিনি রিটার্নিং অফিসারদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তারা যেন এই ধরনের কোনো কারচুপি না করেন। রাওয়ালপিণ্ডির পিটিআই সমর্থিত প্রার্থী বশারত রাজা বলেছেন, এখানে ফলাফল নিয়ে কারচুপি করা হয়েছে। তিনি আসলে এই কেন্দ্রে ৫০ হাজার ভোটে জিতেছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো ভোটকেন্দ্রেই লিড পাননি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ লাহোরের একটি কেন্দ্র থেকে জিতেছেন। নওয়াজ শরীফও সামান্য ভোটে জিতেছেন বলে জিও টিভি জানিয়েছে। ইমরানের পিটিআই এবার দল হিসাবে লড়তে পারেনি। তবে তারা স্বতন্ত্র বা নির্দলদের সমর্থন করেছে। নির্দলরা ভোটে লড়েছেন। প্রাথমিক ফলে দেখা যাচ্ছে, পিটিআই সমর্থিত নির্দলরা নওয়াজ শরীফ ও ভুট্টোর দলকে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলেছেন। ১০ ঘণ্টা বিলম্ব :ভোট শেষ হওয়ার প্রায় ১০ ঘণ্টা পর প্রথম চারটি ফলাফল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ভোট সেষ হয়েছিল বিকেল পাঁচটার সময়। প্রথম ফলাফল ঘোষণা করা হয় রাত তিনটের সময়। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, ফলপ্রকাশে এত দেরি হলো কেন? ভোটগণনার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা বলেছেন, ইন্টারনেট সমস্যার জন্য ভোটগণনার ক্ষেত্রে এত দেরি হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভোটের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই ইন্টারনেট ও মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। আর পিটিআইসহ কয়েকটি দলের অভিযোগ, ভোট-পরবর্তী রিগিংয়ের জন্য এত দেরি করা হয়েছে। শুক্রবার সকালেও ভোটের জয়পরাজয়ের ঘোষণা খুবই ধীরগতিতে আসছে। সূত্র: ডয়চে ভেলে, জিও নিউজ, ডন

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ -আটাব'র নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক (আটাব)'র অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে।অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম (হারুন) এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটের ভাইস কনসাল আসিফ আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকলকে স্বাগত জানিয়ে মঞ্চে ডেকে আনেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মো: শামসুদ্দিন বসির ও সদস্য সচিব শ্যামল তালুকদার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মোশাররফ হোসেন।

সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা এমকে মাহামুদ এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর অভিষেকের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেবিবিএ'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ পিয়ার, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো: এম রহমান, নির্বাচন কমিশনার জাফর ফেরদৌস, মোহাম্মদ আলী চৌধুধী প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সংগঠনকে গতিশীল করতে আমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাবো। সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম (হারুন) তার বক্তব্যে সংগঠনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, ট্রাভেল্স ব্যবসার মাধ্যমে কমিউনিটিকে আরো বেশী উন্নত সেবা প্রদান করতেই আমরা একত্রিত হয়েছি। ২০১৭ সাল থেকে আমাদের অগ্রযাত্রার সুভ সূচনা।সভাপতি জোর দিয়ে বলেন, আটাবই একমাত্র সংগঠন, যে সংগঠনের সদস্য ট্রাভেল এজেন্টদের নিকট থেকে টিকেট ক্রয় করলে কোন প্রকার হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই সকলকে বলবো, আটাব সদস্য ট্রাভেল এজেন্টদের নিকট থেকে টিকেট কিনুন এবং নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন।গ্রাহকদের কোন ধরণের অভিযোগ থাকলে, আটাব'র কাছে জানানোর অনুরোধ জানাচ্ছি, আটাব সমস্যা সমাধানে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ট্রাভৈর এজেন্ট মো: আবুল কালাম আজাদ, মো: আব্দুল খালেন, নজরুল ইসলাম, আলী আকবর বাপ্পী প্রমুখ । সঙ্গীত ও নৈশভোজের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘটে।

ঘুষের অভিযোগে নিউইয়র্ক সিটির হাউজিং অথরিটির ৭০ জন কর্মচারী গ্রেপ্তার

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বিনিময়ে ঠিকাদারদের কাছ থেকে নগদ অর্থ গ্রহণ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেন, সুপারিনটেনডেন্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট যাদের প্রতিযোগিতামূলক বিডিং প্রক্রিয়া ছাড়াই কাজের চুক্তি করার ক্ষমতা রয়েছ, তারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার লোভে গোপনে একটি সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অপরাধমুলক কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করা হয়।

যেসব ঠিকাদাররা ১০ হাজার ডলারের কম মূল্যে কাজ পাবে তাদের কাছ থেকে এমন ঘুষ আদায় করা হয়েছে। অসৎ কর্মচারীরা দশ বছরের মেয়াদে ১৩ মিলিয়ন ডলারের কাজের জন্য মোট ২ মিলিয়ন ডলারের ঘুষ গ্রহণ করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। নিউইয়র্কের সাওদার্ন ডিস্ট্রিক্ট এর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেন, “সুপারিনটেনডেন্ট বা সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে কাজে সাইন অফ করার প্রয়োজন ছিল, যাতে ঠিকাদারকে হাউজিং অথরিটি অর্থ প্রদান করে। দেখা গেছে, অভিযুক্তরা নগদ ঘুষের বিনিময়ে তাদের নিজস্ব কাজ দাবি করেছিল। এমন অবৈধ কর্মকান্ড হাউজিং অথরিটিতে একটি নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং এ কাজে কয়েক ডজন হাউজিং বিভাগের কর্মচারী জড়িত।চ

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাউজিং অথরিটির আনুমানিক ১০০টি স্থাপনায় এমন দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত অপরাধগুলো ২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন দল এবং সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টিগেশন বছরব্যাপী এ তদন্তে সহযোগিতা করেছে। নিউইয়র্ক সিটির হাউজিং অথরিটির সবকয়টি প্রকল্পে ৩ লাখ ৬০ হাজারের বেশি বাসিন্দা বসবাস করেন । এটি যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম পাবলিক হাউজিং প্রকল্প ও সংস্থা

কার্লসনকে দেয়া পুতিনের আলোচিত সাক্ষাৎকারের প্রধান অংশে যা আছে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

দর্শকদের কাছে মিথ্যা প্রচার করেছে। কিন্তু মার্কিনিদেরও অধিকার আছে যুদ্ধ সম্পর্কে সত্যিটা জানার।
দুই ঘণ্টারও বেশি সময়ব্যাপী সাক্ষাৎকারটির মূল অংশগুলো এই রিপোর্টে তুলে ধরা হলো-

‘ইউক্রেনই ২০১৪ সালে এই যুদ্ধ শুরু করেছিল। আমাদের লক্ষ্য এই যুদ্ধ বন্ধ করা’: পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ২০২২ সালে মস্কো কোনো যুদ্ধ শুরু করেনি। বরঞ্চ ২০১৪ সালে ইউক্রেন যে যুদ্ধ শুরু করেছিল তা বন্ধ করার চেষ্টা করছে রাশিয়া।

৮ বছর ধরে ডনবাসে ইউক্রেনের সামরিক অভিযান চলার পর ২০২২ সালে এসে রাশিয়া পালটা অভিযান ঘোষণা করে। পুতিন বলেন, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে মিনস্ক চুক্তি করে শত্রুতার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। তার বিশ্বাস ছিল, স্থানীয় জনগণকে ইউক্রেনে ফিরে যেতে রাজি করা হলে এবং কিয়েভ যদি তার শর্ত পূরণে রাজি হতো তাহলে এই অঞ্চলের সংকট নিরসন করা যেত। কিন্তু কিয়েভের নীতিনির্ধারকদের তেমন আগ্রহ ছিল না।

এছাড়া সংঘাতের প্রথম দিকে রাশিয়া এবং ইউক্রেন এই শত্রুতা শেষ করার কাছাকাছি ছিল বলেও জানান পুতিন। তিনি বলেন, ২০২২ সালের বসন্তে ইউক্রেনের রাজধানীর কাছ থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয় রাশিয়া। কিন্তু রাশিয়া সেনা সরিয়ে নেয়ার পরই ইউক্রেন সব কূটনীতি ভুলে গিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

ন্যাটো শুধু হুমকির উদ্বেগ তৈরি করে’ : পুতিন বলেন, পোল্যান্ড বা লাটভিয়ার মতো ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়া শুধুমাত্র সামরিক সংঘর্ষে জড়াবে, যদি তারা আগে রাশিয়াকে আক্রমণ করে। রাশিয়া আগ বাড়িয়ে কোনো দেশকে আক্রমণ করবে এসব দাবি করা হচ্ছে খামোখা উদ্বেগ তৈরির চেষ্টা। রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে কিংবা নির্মম আক্রমণ চালাবে বলা হচ্ছে শুধুমাত্র পশ্চিমাদের কিছু ভয়ঙ্কর গল্প। এটি হচ্ছে মার্কিন ও ইউরোপীয় জনগণের থেকে অতিরিক্ত কর আদায়ের একটি চেষ্টা।

‘যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়া চীনকে ভয় পায় না’ : যুক্তরাষ্ট্র চীনের উত্থানকে যেভাবে ভয় পায়, রাশিয়া সেভাবে ভয় পায়না বলে মন্তব্য করেন পুতিন। কার্লসন রুশ প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করেন, ব্রিকস কি চীনের অর্থনীতি দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত হতে যাচ্ছে কিনা? এর উত্তরে পুতিন বলেন, বেইজিংয়ের পররাষ্ট্র নীতি আগ্রাসী নয়। রাশিয়া চীনের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য তৈরি করেছে।

‘সংঘাতের অবসান চাইলে ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করুন’ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউক্রেনে সত্যিই সংঘাত বন্ধ করতে চায়, তবে দেশটির উচিৎ কিয়েভকে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করা। কিয়েভকে অস্ত্র দেয়া বন্ধ করলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শত্রুতার শেষ হবে। পুতিন আরও বলেন যে, এটি অত্যন্ত হাস্যকর এবং অত্যন্ত দুঃখজনক যে কিয়েভ তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের কথা শুনে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছিল। তারা রাশিয়ার সাথে একটি খসড়া যুদ্ধবিরতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার জানায়। অথচ প্রাথমিকভাবে তারা শান্তি আলোচনায় সম্মত ছিল। সেই সংঘর্ষ আজও অব্যাহত রয়েছে, অথচ জনসন আর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নেই।

পশ্চিমের সাথে সম্পর্ক নিয়ে যা বলেন পুতিন : পুতিন বলেন, রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন মেনে নিয়েছিল। আমাদের আশা ছিল পশ্চিমাদের সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্য দূর হয়ে গেলে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কিন্তু এটি কখনই ঘটেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ‘স্যাটেলাইট’ রাষ্ট্রগুলো ১৯৯০ এর দশকে রাশিয়ার বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক, তথ্যগত, আর্থিক এবং সামরিক সহায়তা প্রদান করে উত্তর ককেশাসে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেছিল। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের অভ্যুত্থানেও পশ্চিমারা জড়িত ছিল।

ন্যাটোর সম্প্রসারণ নিয়ে পুতিন: পুতিন বলেন, ন্যাটো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা আর পূর্ব দিকে তার অঞ্চল সম্প্রসারণ করবে না। তবে তারা পূর্ব ইউরোপ ও বাল্টিক দেশগুলিকে ন্যাটোতে যুক্ত করে তারা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক ব্লক এখন ইউক্রেনকেও টেনে আনতে চায়। পুতিন ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি বিশাল রাজনৈতিক ভুল বলে অভিহিত করেন। পুতিন জানান, তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে রাশিয়াকে তারা ন্যাটোতে যুক্ত হতে দেবে কিনা। কিন্তু ক্লিনটন বলেছিলেন যে এটি সম্ভব হবে না। এরমধ্য দিয়ে পুতিন ইঙ্গিত দেন যে, রাশিয়ার আগ্রহ থাকার পরেও পশ্চিমারা বিশ্বে শত্রুতা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল।

‘নর্ড স্ট্রিম কে উড়িয়ে দিয়েছে?’ বাল্টিক সাগ: রের মধ্য দিয়ে রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যেকার নর্ড স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইন কে উড়িয়ে দিয়েছে? পুতিনের কাছে এই প্রশ্ন করেন কার্লসন। পুতিন উত্তরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এ কাজ করেছে। সিআইএ ও ন্যাটোর এ নাশকতার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন প্রমাণ রাশিয়ার কাছে কিনা প্রশ্ন করা হলে পুতিন বলেন, এ ধরণের ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে এই নাশকতার ফলে কার লাভ হয়েছে?

ইলন মাস্ককে থামানো যাবে না - পুতিন

বিলিয়নেয়ার ইলন মাস্ককে থামানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন পুতিন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জেনেটিক্সের সাম্প্রতিক অর্জনগুলিকে গত শতকের পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশের সাথে তুলনা করেন পুতিন। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে দেশগুলি যখন বিপদ বুঝতে শুরু করে তখনই তারা এসব নতুন প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে চুক্তি করে।

গের্শকোভিচের মুক্তির বিষয়টি উড়িয়ে দেননি পুতিন : মার্কিন সাংবাদিক ইভান গের্শকোভিচকে শান্তির ইঙ্গিত হিসেবে মস্কো ছেড়ে দিতে প্রস্তুত কিনা এমন প্রশ্ন করা হয় পুতিনকে। গত বছর রাশিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ওই সাংবাদিককে। পুতিন বলেন, রাশিয়া পশ্চিমাদের সাথে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। তবে পশ্চিমারা এই আগ্রহের দাম দেয়নি। তবে পুতিন সরাসরি গের্শকোভিচের মুক্তির বিষয়টি অস্বীকার করেননি।

‘রুশবিরোধী যে কাউকে আজীবন সমর্থন দিয়ে যাবে পশ্চিমারা’ : ক্ষমতা পাওয়ার পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নব্য-নাৎসি ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন পুতিন। তিনি বলেন, জেলেনস্কির মতো মানুষেরা সাধারণত আক্রমনাত্মক হয়। তাদের থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। তাছাড়া মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব তাদের সমর্থন করে আসছে। রাশিয়ার বিরোধিতা করলেই পশ্চিমাদের সমর্থন পাওয়া যায়। আর জেলেনস্কির জন্য এই সমর্থন দরকার ছিল। কিন্তু তিনি ইউক্রেনের জনগণের কাছে যে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন জেলেনস্কি। পুতিন বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, ইউক্রেন তার নিজস্ব পরিচয় খোঁজার জন্য একটি অনুসন্ধানে নেমেছিল। কিন্তু তারা ভাল কোনো বিকল্প খুঁজে পায়নি। এরপর তারা কিছু ‘ভুয়া নায়কদের’ জাতীয় বীর হিসেবে প্রচার শুরু করে, অথচ তারা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীর সহযোগী।

ঘুম থেকে উঠেও ক্লান্ত লাগছে? শুধুই কাজের চাপ, না কি শরীরে বাসা বাঁধছে নতুন রোগ?

২২ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে মাথা ধরার মতো সমস্যা। ত্বকের জেল্লা হারিয়ে যাওয়া। কমবেশি এই ধরনের লক্ষণগুলি শরীরে নিয়মিত দেখা দিলে বুঝতে হবে, এ নেহাতই কর্মব্যস্ততার ক্লান্তি নয়। তখন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো করাতে হবে হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা। তা হলে ধরা পড়বে রক্তাল্পতা ও আয়রনের ঘাটতির প্রমাণ।

রক্তে আয়রনের মাত্রা বাড়াতে প্রথমেই দরকার এমন খাবার, যাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। খাবারে প্রাপ্ত আয়রন দু’ধরনেরড় হিম আয়রন ও নন-হিম আয়রন। হিম আয়রন পাওয়া যায় মাছ, মাংস, ডিমে। এ ধরনের আয়রনের প্রায় শতকরা ৪০ শতাংশ সরাসরি শরীর শোষণ করতে পারে। আর নন-হিম আয়রন পাওয়া যায় উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে। তবে সব আয়রন শরীর শোষণ করতে পারে না। তাই আয়রন-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে, যাতে শরীর তা শোষণ করতে পারে। যেমন ভাতের সঙ্গে শাক ভাজা খাওয়ার সময়ে দু’ফোঁটা লেবুর রস দিতে পারেন। এতে আয়রনের শোষণ শরীরে হবে ভাল হবে। পালংয়ের মতো শাক, ব্রকোলি, ডাল, বিন, বাদাম, বেদানা, নানা ধরনের বীজ, ব্রাউন রাইস, নানা সিরিয়াল বা দানাশস্য, হোল হুইট খেতে পারেন। আবার ভিটামিন এ এবং সি-সমৃদ্ধ খাবার তালিকায় রাখলে তা আয়রন শোষণ করতে শরীরকে সাহায্য করে।

শরীরে আয়রনের ঘাটতি দূর করতে অনেকে আবার চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই আয়রন সাপ্লিমেন্ট খান। এই ধরনের সাপ্লিমেন্ট থেকে পেটব্যথা, পেট খারাপের মতো বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া তা না খাওয়াই শ্রেয়

মিষ্টি আলু খাওয়ার উপকারিতা

২৩ পৃষ্ঠার পর

পুষ্টিবিদ রূপালী দত্ত বলেন, ‘মিষ্টি আলুর অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ক্ষমতা শুধুমাত্র এর ক্যারোটিনয়েডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি অ্যান্থোসায়ানিনের একটি বড় উৎস, যা বেগুনি রঙের ফল ও সবজির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।’

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে : মিষ্টি স্বাদের বলে ডায়াবেটিস রোগীরা মিষ্টি আলু এড়িয়ে যাবেন, এমনটাই মনে হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা। মিষ্টি আলুর গ্লাসেমিক ইনডেক্স কম থাকে এবং থাকে প্রচুর ফাইবার। এর স্টার্চি কার্বোহাইড্রেট রক্ত প্রবাহে সুগারের মাত্রাও ধীর করে দেয়। আমেরিকান ডায়াবেটিস সোসাইটির তথ্য অনুসারে, ‘ডায়াবেটিসের জন্য মিষ্টি আলু এক ধরনের সুপার ফুড। স্টার্চি এই সবজি ভিটামিন এ এবং ফাইবার সমৃদ্ধ। সেইসঙ্গে এতে আরও আছে ভিটামিন সি এবং পটাসিয়াম।’

দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় : ভিটামিন এ সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু আমাদের চোখ ভালো রাখার ক্ষেত্রেও সমান কার্যকরী। এই আলুতে থাকে বিটা ক্যারোটিন। এই উপাদান আমাদের চোখকে সূর্যের অতিবেগুনী আলোকরশ্মি থেকে রক্ষা করে। তাই দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে নিয়মিত মিষ্টি আলু খেতে পারেন।

হজমে সহায়ক : মিষ্টি আলু নিয়মিত খেলে হজমের সমস্যা দ্রুত সেরে যায়। রুজুতা দিবাকর বলেন, ‘মিষ্টি আলুতে থাকা মিনারেল ও ভিটামিন বি পেট ফাঁপা, অ্যাসিডিটি ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।’ হজম সংক্রান্ত নানা সমস্যায় যারা ভুগছেন, তাদের জন্য অন্যতম কার্যকরী খাবার হলো এই মিষ্টি আলু।

ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে : যারা ওজন কমাতে চাইছেন, তাদের জন্য উপকারী একটি খাবার হতে পারে মিষ্টি আলু। এই সবজিতে থাকে খুবই অল্প ক্যালোরি এবং প্রচুর ফাইবার। যে কারণে এটি দীর্ঘ সময় পেট ভরিয়ে রাখলেও ওজন বৃদ্ধির ভয় থাকে না। এটি নাস্তার পদ হিসেবে চমৎকার হতে পারে। এনডিটিভি অবলম্বনে

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখলে হারাতে পারেন দৃষ্টিশক্তিও

২২ পৃষ্ঠার পর

৩. উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে যারা ভোগেন তাদের ডায়াবেটিক আই ডিজিজ হতে পারে।

৪. সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ - রক্তচাপের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে চোখের সাদা অংশের সূক্ষ্ম ধমনী ফেটে যেতে পারে ও আশপাশের অংশে রক্ত বের হতে পারে।

এটি চোখের টকটকে লালভাব সৃষ্টি করে, যা খুবই উদ্বেগজনক। তবে এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকারক ও নিজে থেকেই সারে। সামান্য ওষুধ বা কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে লালভাব দূর হয়।

৫. উচ্চ রক্তচাপ গ্লুকোমা ডেকে আনে দ্রুত। বার্ধক্যে গ্লুকোমা ও চোখের রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় হাইপারটেনশন।

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাটি এখন আর শুধু বয়স্কদের অসুখ নয়। বর্তমান ট্রেন্ড কিন্তু ভয়ংকর দিকে গড়াচ্ছে। ২০-২৫ বছর বয়সেই এই সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই।

আসলে প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা চাপ, স্ট্রেসের কারণেই বাড়ছে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা। চিকিৎসকরা বলছেন, যাদের পরিবারে হাই ব্লাড প্রেসারের ইতিহাস আছে তাদের বয়স ২০ পার হলেই বিপি মনিটর করা শুরু করতে হবে।

হু এর নির্দেশিকা অনুসারে, ব্লাড প্রেসার যদি ১৪০/৯০ এর বেশি হয়, তবে তো ওষুধ চালু করতেই হবে। তবে সঠিক নিয়মে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে হবে। সূত্রঃ এবিপি লাইভ

প্রতিদিন কলা খেলে মিলবে যে উপকার

২৩ পৃষ্ঠার পর

জন্য সুপরিচিত। কলাতে স্টেরল যৌগ রয়েছে যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

৫। পেশী গঠনে সহায়তা করে : কলা একটি সুবিধাজনক এবং বহনযোগ্য স্ন্যাক যা পেশীর ক্র্যাম্প প্রতিরোধে সাহায্য করে। ফলটি শক্তি এবং পটাশিয়ামের জন্য কার্বোহাইড্রেটের একটি ভালো ভারসাম্য প্রদান করে। ব্যায়াম-পরবর্তী স্ন্যাকসের জন্য একটি সহজ বিকল্প হতে পারে কলা।

বারী গ্রুপের বার্ষিক ডিনার ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবার লং আইল্যান্ডে বারী ম্যানসনে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় বারী গ্রুপের বার্ষিক ডিনার ও এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান। কমিউনিটিতে স্মল বিজনেসে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান বারী গ্রুপের কর্ণধার আসেফ বারী টুটুল এবং মুনমুন হাসিনা বারীর ডিক্সহিলের বাসভবন বারী এস্টেটে অনুষ্ঠিত জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারী হোম কেয়ার সহ বারী গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, বারী হোম কেয়ার তথা বারী গ্রুপের বিজনেস এর সাথে সম্পৃক্ত এমএলটিসি, ইন্স্যুরেন্স, মার্কেটর, ব্যাংকারসহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে বারী গ্রুপের চেয়্যারম্যান মিসেস মুনমুন হাসিনা বারী সিটি মেয়র অ্যাডামসের উপস্থিতিকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, আমাদের পরিশ্রম এবং একাগ্রতায় বারী গ্রুপ আজ অজস্র মেধাবী নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর সমন্বয়ে কমিউনিটিতে স্মল বিজনেসে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিন্হিত হয়েছে। এই কৃতিত্ব বারী পরিবারের একার নয়। এই অর্জন বারী গ্রুপের প্রতিটি কর্মীর। আমাদের সকল কর্মীদের নিয়েই আমাদের বৃহত্তর বারী পরিবার। আপনারাই আমাদের শক্তি এবং সম্পদ। সিটি মেয়র অ্যাডামস তার বক্তৃতায় বারী ফ্যামিলি এবং বারী গ্রুপের সাফল্যে তার মুগ্ধতার কথা প্রকাশ করেন। কমিউনিটিতে স্মল বিজনেসে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অজস্র মানুষের কাজের সংস্থান করার জন্য এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে কয়েক হাজার মানুষকে হোম কেয়ার সেবা প্রদানের জন্য। তিনি আসেফ বারী টুটুলও চেয়্যারম্যান মুনমুন হাসিনা বারীর প্রশংসা করে বলেন, বারী দম্পতি অনুষ্ঠানটি কোন একটি হোটেলে আয়োজন না করে নিজেদের বাসভবনে করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় বারী পরিবার তাদের কর্মীদের কতটা ভালোবাসেন। বারী গ্রুপ তাদের সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আগামীতে আরো নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন বলে, বারী ফ্যামিলির প্রতি শুভেচ্ছা জানান মেয়র। মেয়র বারী গ্রুপের কর্মীদের হাতে স্পেশাল এপ্রিশিয়েশন এওয়ার্ড তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বারী হোম কেয়ার তথা বারী গ্রুপের বিজনেস এর সাথে সম্পৃক্ত এমএলটিসি, ইন্স্যুরেন্স, মার্কেটর, ব্যাংকার দের হাতেও বিশেষ সম্মাননা এওয়ার্ড তুলে দেন মেয়র এরিক এডামস।

আসেফ বারী টুটুল মেয়র এরিক অ্যাডামসের আগমনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, মেয়রের উপস্থিতি বারী গ্রুপের জন্য অমূল্য অনুপ্রেরণার। এই অনুপ্রেরণা বারী গ্রুপকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আরো উৎসাহিত করবে। তিনি অতিথি ও এওয়ার্ড প্রাপ্তদের ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন, আমরা একদিনে সাফল্যের এই স্বর্ণশিখরে উত্তীর্ণ হইনি। সমস্ত অভিবাসীদের মত আমাদের শুরুটাও ছিলো অনেক ত্যাগ এবং সংগ্রামের। মহান আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আমাদের প্রায় তিন দশকের নিরলস পরিশ্রম এর ফলে আজ আমরা বারী গ্রুপের সবগুলি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অজস্র মানুষের কর্ম সংস্থান করতে পেরেছি। বিগত বছর গুলিতে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে কয়েক হাজার বৃদ্ধ, শারীরিক ভাবে চলাফেরায় অক্ষম মানুষকে আমরা হোম কেয়ার সেবা প্রদান করতে পেরেছি। বারী হোম কেয়ার এর সুনাম আজ সর্বত্র। এই অর্জন আমাদের কর্মী দের। আমাদের কর্মীরাই আমাদের সম্পদ এবং শক্তি। তাই তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে, তাদেরকে হৃদয় নিংড়ানো ধন্যবাদ জানাতেই বারী ম্যানসনে আজকের এই বর্ণিল আয়োজন।

অনুষ্ঠানে বারী গ্রুপের সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মিসেস নার্গিস আহমেদ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বারী ফ্যামিলি। উল্লেখ্য আসেফ বারী টুটল এবং মুনমুন হাসিনা বারীর যোগ্য তিন সন্তান আদিব বারী, সাবাহ বারী এবং মাহি বারীও পিতামাতার সাথে তাদের শ্রম এবং মেধা দিয়ে বারী গ্রুপের ধারাবাহিক সাফল্যের সাথে একাত্মভাবে সম্পৃক্ত। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাকার বিশেষ আলাপন অনুষ্ঠানে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ
নতুন ঢেউ সৃষ্টি করাই একজন নেতার কাজ

পরিচয় ডেস্ক: গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সংগঠক স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, একটি সমাজ একজন ব্যক্তির কারণে এগিয়ে যায় এ কথা ঠিক নয়। একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে একজনের উদ্যোগেই সব হয়ে যায় ব্যাপাটা তা নয়। যদিও ছোটবেলা থেকে এই ভুল শিক্ষা আমরা পেয়ে এসেছি, এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ। এটি একটি রাজনৈতিক শ্লোগান। রাষ্ট্র জন্ম দেওয়ার পর এ শ্লোগান আমরা পেয়েছিলাম। ৫৩ বছরে আমরা শিখেছি একজন ব্যক্তি যত যোগ্য ও ক্ষমতাশালী হন তিনি একটি রাষ্ট্রের জন্য যথেষ্ট নন। একটা রাষ্ট্রে অনেকগুলি শক্তি সমন্বিতভাবে ভূমিকা রেখে থাকে। নিউইয়র্কে এমনই এক সংগঠন বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন। এই সংগঠনের নেতৃত্ব, শৃংখলা,

পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

তিনি ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ব্রংকস এর খলিল চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন আয়োজিত নৈশভোজ ও আলাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবুল হাশেম হাসনু, সদ্য সাবেক সভাপতি আহবাব এইচ চৌধুরী, বর্তমান সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেলসহ সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

স্যার আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বাকার ২৩ জনের কমিটির প্রত্যেকেই একেকজন নেতা। পারস্পারিক সহিষ্ণুতা, একই চিন্তায় একীভূত হওয়া এই যোগ্যতাগুলোই তাদেরকে সফল করেছে। একজন নেতার এই বৈশিষ্টগুলো দরকার। সমাজে আমরা প্রত্যেকে অবদান রাখি। কেউ বেশি কেউ কম। কারোটা উজ্জল হয় কারোটা আলোচনায় আসে না। তিনি বলেন, সমাজের প্রচলিত ধারার সাথে গা না ভাসানোই একজন নেতার আদর্শ। সমাজের সব ধারার মধ্যে থেকে মিশে নতুন ঢেউ সৃষ্টি করাই একজন নেতার বড় দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাকা'র সহসভাপতি মোহাম্মদ সাদী মিন্টু, মাকসুদা আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ্ কামাল উদ্দিন, সোহেল আহমদ, এম ডি আলাউদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রনি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা, স্কুল ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সালমা সুমী, ক্রীড়া সম্পাদক শাহ্ ইকবাল রাজু, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক দুলাল রহমান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ হোসেন টিটু, সদস্য চৌধুরী মুমিত তানিম, সাংবাদিক শামীম আহমেদ, খলিল বিরিয়ানি হাউজের সিইও খলিল রহমান। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত
নিউইয়র্কে একুশের সর্ববৃহৎ আয়োজনে প্রধান অতিথি আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বাইরে সবচেয়ে বড় পরিসরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনক। প্রতিবারের চেয়ে এবার নেয়া হয়েছে আরো বর্ণাঢ্য কর্মসূচি। এবারের আয়োজনে প্রধান অতিথি থাকছেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমা-ার স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। গত বুধবার (০৭ ফেব্রুয়ারী) নিউইয়র্কের এল্মহার্স্টে বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রব মিয়া। অনুষ্ঠানে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ছিলেন প্রধান অতিথি। এছাড়াও অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমীন সিদ্দিকী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক চৌধুরী, ট্রেজারার মোহাম্মদ নওয়াশেদ হোসেন, জনসংযোগ ও প্রকাশনা সম্পাক রিজু মোহামেদ, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক মাইনুদ্দিন মাহবুব, নির্বাহী সম্পাদক আখতার

বাবুল, সাদী মিন্টু প্রমুখ। প্রধান অতিথি আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ জন্ম দিয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি সুরক্ষার নেতা হচ্ছে আমেরিকার বাংলাদেশ সোসাইটি। এই সোসাইটি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, ততদূর পর্যন্ত আমি গভীরভাবেই এর সঙ্গে যুক্ত। এই সোসাইটি পরিচালনার কাজটি গোটা জাতির কাজ, গোটা সমাজের কাজ। বিশেষ করে সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

তিনি বলেন, যেখানে আমাদের লক্ষ্যের একতা আছে সেখানে কর্মের একতা নিয়ে ভাবতে হবে না। লক্ষ্যটা আগে স্থির করা দরকার। সকল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া কোনো জ্ঞানী মানুষের কাজ নয়। আমরা যেন সফল হই। সফলতাটি হচ্ছে আমরা যা করছি তার যেন কার্যকারিতা থাকে। আর সেই কার্যকারিতাও অন্য কিছু নয়, শুধু আমাদের দেশ ও জাতির কল্যাণ। নিউইয়র্ক সিটিতে পৃথিবীর সব জাতিধর্মের মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের জাতি যেন সম্মান ও মর্যাদায় মাথা উঁচু করে থাকতে পারে সেটিই আমাদের দেখার বিষয়।

তিনি বলেন, দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে, বাংলাদেশ সোসাইটি। এই সোসাইটি তখনই সফল হবে, যখন এটি পকেটের প্রভাবে বড় না হয়ে জ্ঞানের প্রভাবে বড় হয়। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটির অতীতের বিভিন্ন কর্মকা-ের কথা তুলে ধরে বলেন, সেগুলো এখন নেই বলেই সংগঠনটি গতিশীলভাবে চলছে। তিনি বলেন, ব্যক্তি সম্মান বা সংগঠন পরিচালনার সাফল্যই শেষ কথা নয়। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূতিকে বড় করে তোলাই আমাদের বড় দায়িত্ব।

এবার একুশে উদযাপনী আয়োজন উডসাইটের টিবেটান কমিউনিটি সেন্টারে। অনুষ্ঠান শুরু হবে ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল ৫টায়। চলবে একুশের প্রথম প্রহর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে থাকবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম ও দেশপ্রেমের বার্তাবহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। প্রতিবারের মতোই থাকবে সাংগঠনিক নানা আনুষ্ঠানিকতা ও একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পন করে বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

খলিল বিরিয়ানী হাউসের জ্যাকসন হাইটস শাখার শুভ উদ্বোধন ২১ ফেব্রুয়ারি

পরিচয় ডেস্ক:আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবসে নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে খলিল বিরিয়ানী হাউজের ৩য় শাখার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে ।

নিউইয়র্ক সিটিতে ব্রঙ্কস ও জ্যামাইকার পর এবার জ্যাকসন হাইটসের ৭৪-১০ ব্রডওয়ে ঠিকানায় (৭৪-৭৫ ষ্ট্রীটের মাঝখানে ব্রডওয়ের উপর, যেখান থেকে লাগার্ডয়া এয়ারপোর্টের কিউ ৭০ বাস ছাড়ে, তার সামনে) যাত্রা শুরু হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালী মালিকানায় অন্যতম সেরা রেষ্টুরেন্টের ৩য় শাখার। খলিল বিরিয়ানী হাউজের স্বত্বাধিকারী শেফ মো. খলিলুর রহমান সংবাদমাধ্যমকে জানান , সকলের দোয়ায় নিউইয়র্কসহ বাংলাদেশি অধ্যুষিত সব সিটিতেই খলিল বিরিয়ানী হাউজ পরিচিত। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যবসা-বানিজ্য, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভা সমাবেশের প্রাণকেন্দ্র। আমেরিকার মধ্যে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশিদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দীর্ঘদিন ধরে অনেক গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী অনুরোধ জানাচ্ছিলেন জ্যাকসন হাইটসে খলিল বিরিয়ানী হাউজের একটি শাখা খোলার জন্যে। আমরা চেষ্টাও করছিলাম। কিন্তু ভালো একটি জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা জ্যাকসন হাইটসে শাখা চালু করতে যাচ্ছি। ২১ ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে নতুন শাখার প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ প্রায় শেষের পথে। প্রস্তুতিও প্রায় চূড়ান্ত। মহান ২১শে ফ্রেব্রুয়ারী সন্ধ্যে ৬টায় অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনের আনুষ্ঠাকিতা। তিনি আরো বলেন, দূর-দুরান্ত থেকে যারা জ্যাকসন হাইটসে বাজার করতে আসবেন তাঁরা জ্যাকসন হাইটসহে খলিল ফুডস এর সুস্বাদু খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, জ্যাকসন হাইটস শাখায় খাবারে সম্প্রসারিত মেনুতে নতুনত্ব ও চমক থাকবে। শেফ খলিলুর রহমান জ্যাকসন হাইটসে খলিল বিরিয়ানী হাউজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসে ফ্যামিলি নাইট

পরিচয় ডেস্ক: বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামিক সঙ্গীত আর আলোচনা'র মধ্য দিয়ে গত ২ ফেব্রুয়ারী মাগবির নামাজের পর থেকে ইশা পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের (মসজিদ নামিরাহ) ফ্যামিলি নাইট। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে সেন্টারের মুসল্লি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মিলনমেলায় পরিনত হয়। পিতা-মাতা, অভিভাবকদের সাথে নতুন প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩৫০ পুরুষ-নারী অংশগ্রহন করেন।

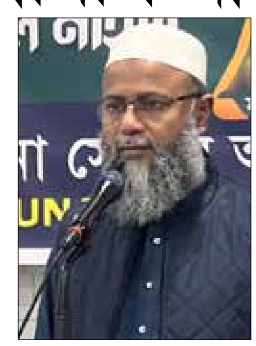

অনুষ্ঠানে আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন জ্যাকসন হাইটস সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, আল কুরআন এন্ড দাওয়াহ সেন্টার ইউএসএ ইনকের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আল কুরআন একাডেমী ফর ইয়ং স্কলারস বিআইসি শাখার প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা রফিক উল্লাহ। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মাওলানা রশীদ আহমদ। আলোচকবৃন্দ বলেন, জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার হিসাব করতে

গেলে দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। মানুষ দুনিয়ার এ সামান্য সময়ের জীবন-যাপনকে যতবেশি গুরুত্ব দেয় এর চেয়ে তুলনাহীন গুরুত্বপূর্ণ পরকাল। কেননা পরকাল হবে সীমাহীন। যেখানে জীবনের শুরু আছে শেষ বলে কোনো কিছু নেই। তারা বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, দুনিয়ার তুলনায় পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া। পরকালের সীমাহীন জীবনের প্রস্তুতিতে নিজেদেরকে তৈরি করা। দুনিয়াকে পরকালের শস্যক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা। বস্তুত সদা সর্বদা আখেরাতের চিন্তার লালন করাই একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। ফ্যামিলি নাইট অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সেন্টার সাধারণ সম্পাদক কায়কোবাদ কবীর ও অর্থ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মো: হামিমুর রহমান, ইসলামি সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরাফাত রহমান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম, ইকবাল মান্নান, প্রফেসর সোলায়মান, আতাউর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক, ফরিদ আহমদ, মোহাম্মদ লোকমান, আজগর আলী, আব্দুল হাকীম মিয়া, ক্বারী ফকির গোলাম মোস্তফা, আশরাফুল ইসলাম মিলন, আব্দুর রহমান, ফেরদৌস আলম, আব্দুর রশীদ সানা, আহসানুল হক খান প্রমুখ।- বিএনিউজ

ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর বর্ণাঢ্য গ্র্যান্ড ওপেনিং নিউজার্সীর টটোয়ায়

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার নিউজার্সীর টটোয়ায় ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর বর্ণাঢ্য গ্র্যান্ড ওপেনিং হয়েছে। ২৭ জানুয়ার শনিবার টটোয়ার ৬৩ ইউনিয়ন বোলেভর্ডে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হয়েছে বাঙালি মালিকানাধীন অন্যতম আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর নিউজার্সী শাখা। এটি তাদের ৪র্থ শাখা। প্যাটারসনের মেয়র আন্দ্রে সায়েগ ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন নতুন এই শাখা অফিসটি।

ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর সিইও আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্যাটারসনের মেয়র আন্দ্রে সায়েগ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্যাটারসনের কাউন্সিলম্যান শাহিন খালিক।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর কো-সিইও এবং আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামিসহ কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর সিইও আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি এবং কো-সিইও আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামি আগত অতিথিদের স্বাগত জানান।

নিউজার্সীতে বাঙালীদের প্রাণকেন্দ্র প্যাটারসনে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর শাখা উদ্বোধনে বাঙালী কমিউনিটিতে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। অফিসটি পেয়ে ভীষন খুশি প্রবাসী বাংলাদেশীরা। উপস্থিত কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করে বলেন, সেবার মাধ্যমে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং কমিউনিটিতে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। তাদের প্রত্যাশা নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্নে সহায়তা সহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার নিশ্চয়তা থাকবে এখানে।

ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর সিইও আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি বলেন, ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর অনন্য সেবা এবং সাফল্যের ধারাবাহিকতায় নিউজার্সীতে ৪র্থ শাখা যাত্রা শুরু করলো। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবায় প্রতিষ্ঠানটি গড়তে পেরে মহান আল্লার নিকট অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি বলেন, নিউইয়র্কে ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসের জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে কমিউনিটিতে সেবা দিয়ে আসছে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে এখন থেকে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর সকল সেবা প্রদান করা হবে এ অফিস থেকে।

ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর কো-সিইও আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামি জানান, কাস্টমারদের বিপুল চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং এর নিউজার্সীতে শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নেন তারা। তিনি জানান, অনেক শুভাকাঙ্খী-কাস্টমার তাদেরকে নিউজার্সীতে শাখা খোলার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। তাদের প্রত্যাশা পূরণে কমিউনিটির সেবায় নিউজার্সী শাখাটি কাজ করে যাবে। আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামি জানান, ট্যাক্স সিজন উপলক্ষে নিউজার্সী শাখাটি প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত গ্রাহকদের সেবায় খোলা থাকবে। শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড় থাকবে।

কর্তৃপক্ষ সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে তাদের নিউজার্সী শাখার গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে সময় স্বল্পতা এবং নানা ব্যস্ততার কারণে অনেককেই আমন্ত্রণ জানাতে পারেননি বলে গভীর দু:খ প্রকাশ করেন। অফিস সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। নিউজার্সী অফিস : ৬৩ ইউনিয়ন বোলেভার্ড, টটোয়া, নিউজার্সী, যুক্তরাষ্ট্র। ফোন: ৬৪৬-২৯৫-৩৮১১। www.dznamicsrv.com সুত্র ইউএসএ নিউজ

নিউ ইয়র্কে আমেরিকা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড আর্কিটেক্টসের (আবিয়া) এর পিঠা উৎসব

পরিচয় ডেস্ক: পিঠা উৎসব বাংলাদেশের ঐতিহ্যের একটি অংশ। শীতকালে গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে হরেক রকমের পিঠার আয়োজন হয়ে থাকে।শুধু বাংলাদেশ নয়, এখন সুদূর প্রবাসেও বাঙালিরা পিঠা উৎসব আয়োজন করে থাকেন।

নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকায় গত ২ ফেব্রুয়ারি শনিবার এই প্রথমবারের মতো পিঠা উৎসবের ও উইন্টার সেলিব্রেশন এর আয়োজন করেছে আমেরিকা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেকচার (আবিয়া)।

আমেরিকা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেকচার (আবিয়া) হলো বাংলাদেশে যারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেছেন, তাদের একটি সংগঠন। যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি স্টেটে এই সংগঠনটি আছে। নিউ ইয়র্কে চ্যাপ্টারের এটিই ছিলো প্রথম যর আয়োজন ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এস কে আমজাদ হোসাইন এবং প্রেসিডেন্ট ইলেক্টেট মো. সাজেদুল মোনায়েম খান । অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতা করেন কালচার সেক্রেটারি আরিফ আহমেদ অর্ণব, সহ সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম,সুজিত সাহা,ট্রেজারার নুরুল হক,নজরুল ইসলাম এবং মো. বেলাল হোসাইন।

এছাড়া আরও ছিলেন 'আবিয়া'র সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. সাদেক, ২০২১-২২ কমিটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. আব্দুস সালাম আজাদ, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হকসহ আবিয়ার বর্তমান ও সাবেক সদস্যরা । অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশের সুপরিচিত অভিনেতা সাইদ বাবু , শান্তনু ও শারমিন।

এই উৎসবে শুধু যে পিঠা ও ডিনারের আয়োজন ছিল তা কিন্তু নয়, ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এরমধ্য নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি ও নাটকসহ নানা আয়োজন ছিল। এছাড়া ছিল রাফেল ড্র। পিঠা উৎসব সম্পকে প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এস কে আমজাদ হোসাইন বলেন,"এমন আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসের মাটিতে বাংলার সংস্কৃতিকে দারুণভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং তা পরবতী প্রজন্মের কাছে পৌছে দিতে সহযোগীতা করে"। কালচার সেক্রেটারি আরিফ আহমেদ অর্ণব বলেন ,"সকলের প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও খুব অল্প সময়ের দেশীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসবের আয়োজন খুব সুশৃঙ্খল ছিলো" ।উৎসবটি প্রবাসীদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। ছোট ছোট বাচ্চারা বেশ উপভোগ করে এ অনুষ্ঠান।

আয়োজকরা জানান, মূলত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যেন বিদেশের মাটিতে থেকেও দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়ে থাকে এসব অনুষ্ঠান ।এমন আয়োজন ভবিষ্যতে আরও সুন্দরভাবে আয়োজন করার কথা জানান আয়োজকরা ।- জলি আহমেদ প্রেরিত

ইউএসএ ৯৭-৯৯ সংগঠনের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবার জ্যামাইকার আশা পার্টি হলে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফেসবুক ভিত্তিক ইউএসএ ৯৭-৯৯ সংগঠনটির পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। গ্রুপটির অন্যতম এডমিন জামিল সারোয়ারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এর পরে মঞ্চে আসেন, এডমিন তানভীর আতাহারী। তিনি গ্রুপটির কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা নতুন মেম্বারদের সাথে বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

মঞ্চে এসে আরেক এডমিন সাম শাহরিয়ার তার বক্তব্যে গ্রুপের বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারা নতুন বন্ধুদের চাকরির সহযোগিতা, বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ ভিত্তিক অনুষ্ঠান করে থাকেন, এছাড়াও বাংলাদেশে এবং প্রবাসে যখন বন্ধুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা দরকার হয় তখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাছাড়া গ্রুপের পক্ষে শীত বস্ত্র প্রদান করা হয় বাংলাদেশে।

অনুষ্ঠানে প্রায় শত লোকের সমাগম হয়। এখানে গ্রুপের সদস্যরা ছাড়াও তাদের পরিবার পরিজন ছিল এবং অন্যান্য স্টেট থেকেও বন্ধুরা আসেন। গ্রুপটির এডমিন জামিল সরোয়ার বলেন, তারা গ্রুপের শুরু থেকেই যেভাবে নতুন বন্ধুদের চাকরি সহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সাহায্য করে করে আসছেন, এভাবেই তারা তা অব্যাহত রাখবেন আগামী দিনগুলোতে এবং সবার সাথে সৌহার্দ পূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে এই আশা করেন। বর্তমানে চার শতাধীক সদস্য রয়েছে।

ইউএসএ ৯৭ এর পক্ষ থেকে কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য আসা হোম কেয়ারের এবং সোশ্যাল ডে কেয়ারের সিইও আকাশ রহমানকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় ইউএসএ ৯৭-৯৯ গ্রুপের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শুরু হয়ে সময় গড়িয়ে রাত একটা পর্যন্ত চলে। এতে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত কণ্ঠ শিল্পী প্রমি তাজ এবং রায়ান তাজ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ছিল রাফেল ড্র। রাফেল ড্র তে নিউইয়র্ক- মায়ামী- নিউইয়র্কের প্লেন টিকিট সহ আরো আটটি আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করেন ।

অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের সদস্য এবং তাদের পরিবার। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের মেম্বার মারুফ রানা, রাবু কেয়া রাবেয়া হক, রাজভে খলিফা সাবরিনা শুমি, প্রীতি আক্তার, সোনিয়া হক, তানভীর হাসান, উমর জুন্নাহ, শোভন, আনোয়ার হোসেন, জোবায়ের জাহিদ, ইফতেখার আলম, রোমেনা আশরাফ, তেহেজিব গীতাঞ্জলি, ইকবাল হক, ইমাম হাসান তুষার, বিল্লাল তাহির, রমজান উদ্দীন। মোঃ মঈনুল, আফতাব জনি, মেরিনা আহমেদ, ফাল্গুনী বড়ুয়া, নাহিদা আক্তার মুক্তা, সোহাগ খন্দকার, সাহারুখ ফারহান রিক, মোঃ শামসুদ্দিন, খন্দকার সুমন, আকম ইলিয়াস, সরদার হাসান, ফেরদৌসী নীলু, শুভ রায়, হায়দার সুবুজ, তানিয়া মাসুম খান। সাইফুল হক, সুমন মোদক।

ছিনতাইকারীর আক্রমণে ইস্ট নিউইয়র্কের ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করে আসলেও সম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ব্রুকলিনের ইস্ট নিউইয়র্ক এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, চুরি ও পিস্তল দেখিয়ে ডাকাতির ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলেছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি ২ জন অস্ত্রধারী ইউক্লিড সাবওয়ের নিকটবর্তী পাইন স্ট্রিটের স্কাই ওয়ারলেস বিডিতে ডাকাতি করে। এ সময় অস্ত্রধারীরা অস্ত্র তাক করে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে প্রবেশ করে অনেকগুলো নতুন আইফোন ১৫ প্রো-ম্যাক্সসহ আনুমানিক ২২ থেকে ২৫ হাজার ডলার লুট করে নিয়ে যায়। একই এলাকার এফএম ওয়ারলেস, রেডস্টোন ফার্মেসি, সাবওয়ে সেন্ডউইচ, এশিয়ার গ্রোসারি, লির্বাটি সুপার মার্কেট, বিপি গ্যাস স্টেশন, মহসীন ডিজিটালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে পুলিশ রিপোর্ট করা হলেও আসামীদের ধরা হচ্ছে না। আসামীদের না ধরার কারণে পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র, সিটি কাউন্সিলর, পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এবং অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কে ক্যালিফোর্নিয়ায় কংগ্রেস প্রার্থী ড: শিকদার’র ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আগামী ৫ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট প্রাইমারিতে ডিস্ট্রিক্ট ১২ থেকে ইউএস কংগ্রেসের ডেমোক্রাট প্রাইমারীতে প্রার্থী বাংলাদেশি আমেরিকান ড: শিকদারের সম্মানে এবং তাঁর নির্বাচনী তহবিল গঠন উপলক্ষে এক ফান্ড রেইজিং ডিনারের আয়োজন করা হয়। ড:আব্দুর রহমান শিকদার উক্ত প্রাইমারি নির্বাচনে বাংলাদেশিদের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বরিশালের সন্তান ড. শিকদারের জন্যে এ আয়োজনে সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন লুৎফর রহমান লাতু, জাকির হাওলাদার, মাহবুবুর রহমান এবং মোশারফ হোসেন সবুজ,রিমন ইসলাম।

রিমন ইসলামের পরিচালনায় ফান্ড রেইজিং ডিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের মুলধারার রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, মুলধারার রাজনীতিতে প্রবাসীদের পথিকৃত মোর্শেদ আলম, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের এশীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ফাহাদ সোলায়মান, ডেমক্র্যাট এডভোকেট মুজিবুর রহমান, ডেমক্র্যাট আহনাফ আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, মুলধারার রাজনীতিক দেলোয়ার মানিক, কম্যুনিটি এক্টিভিষ্ট নীরা রাব্বানী, সালাম আকন্দ, মিজানুর রহমান প্রমূখ।

বরিশালের কৃতি সন্তান ড: শিকদার পেশায় একজন কম্পিউটার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ও অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানে ড. শিকদার ক্যালিফোর্নিয়া প্রাইমারিতে ডিস্ট্রিক্ট ১২ থেকে ইউ এস কংগ্রেসে প্রার্থী হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সিলিকনভ্যালী খ্যাত সানফ্রান্সিসকো বে এলাকার অ্যাকলান্ড সিটিতে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানি কমাতেও সুদূর প্রসারি পরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গিকারও করেছেন ড. আব্দুর শিকদার।

ড. শিকদার উল্লেখ করেন, বিদায়ী কংগ্রেসওম্যান বারবারা লী আমার মুল প্রতিদ্বন্দ্বী (লতিফা সাইমন) কে সমর্থন দিচ্ছেন, লতিফাও আফ্রিকান-আমেরিকান। তবে আমি নাগরিকগণের মৌলিক সমস্যাকে গুরুত্ব দিচ্ছি। এলাকাবাসী উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, মানুষের কল্যাণে আমার যোগ্যতা অনেক বেশি। ড. শিকদার ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো বে এরিয়া থেকে ইউএস প্রাইমারিতে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় আশাবাদী উল্লেখ করে দলমত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

মুলধারার রাজনীতিক, নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ বলেন, আমেরিকান স্বপ্ন পুরণের সিঁড়ি হিসেবে কংগ্রেসে অন্যতম অবলম্বন হিসেবে ড. শিকদারের বিজয়ে সকলকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। জনাব গিয়াস আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিডেন্ট নির্বাচনে কয়েকটি সুইং ষ্টেট অর্থাত চুড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ষ্টেটগুলিতে মুসলমান ভোটাররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভোট প্রদান করলে যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম সম্প্রদায় অনেক বেশী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবেন।

অপরাপর বক্তারা ড: শিকদারের সাফল্য কামনা করে তাকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বক্তারা তাকে যোগ্য লোক আখ্যায়িত করে বলেন, মুলধারায় ড. শিকদারের মত জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক নির্বাচিত হলে বাংলাদেশের সুনাম বাড়বে।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি ও কার্যকরী পরিষদের যৌথসভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের নবনির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাস্টি ও কার্যনির্বাহী পরিষদের এক যৌথসভা গত ৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদের নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মো: শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে ও সহ-সম্পাদক আতাউল গণি আসাদের পরিচালনায় সুচনা বক্তব্যে সভাপতি মো. শাহীন কামালী নবনির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানান। পরে কার্যনির্বাহী পরিষদের সবাই নবনির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাস্টিদের ফুলেল অভিনন্দন জানান। বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যরা হলেন-রণাঙ্গনের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ওহিদুর রহমান মুক্তা (সিলেট), প্রবীণ প্রবাসী দক্ষ সংগঠক আব্দুল মুকিত চৌধুরী মারুফ (সুনামগঞ্জ), ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ ফজলুর রহমান (হবিগঞ্জ) ও বিশিষ্ট সাংগঠনিক ও গুণী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ জুবায়ের আলী (মৌলভীবাজার)।

সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম। সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনায় অংশ নেন সহ-সভাপতি দুরুদ মিয়া রনেল (সিলেট), সহ-সভাপতি শেখ জামাল হোসাইন (হবিগঞ্জ), কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী, জালালাবাদের কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ (হবিগঞ্জ), হেলিম উদ্দিন (সিলেট), আব্দুল মোমিত চৌধুরী উমেল (সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক), সাহিদুর রহমান রাসেল (প্রচার ও দফতর সম্পাদক)।

উপস্থিত নবনির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাস্টি ও কার্যনির্বাহী কর্মকর্তারা অত্যন্ত সাবলীল গঠনমূলক ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় প্রবাসের সর্ব বৃহৎ জালালাবাদবাসীর প্রাণের সংগঠনের ঐতিহ্য, ঐক্য ও সুনাম সমুন্নত রাখতে একাত্মতা প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ ৩৮ বছরের জালালাবাদবাসীর স্বপ্নের দৃশ্যমান জালালাবাদ ভবন অক্ষুণ্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। জালালাবাদের বর্তমান সংকট উত্তরণে সবাইকে আন্তরিক ও উদার মন নিয়ে কাজ করার আহবান জানান। যৌথসভায় আগামী ৪ মার্চ সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। স্থান: জালালাবাদ ভবন। এছাড়াও একটি সংবিধান সংশোধনী কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যরা হলেন-১. এম এ কাইয়ুম (সাবেক সভাপতি) ২. হেলিম উদ্দিন আহমদ (সাবেক সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত) ৩. আব্দুল মুকিত চৌধুরী ৪. দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ৫. ডা. জুন্নুন চৌধুরী ৬. মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ ৭. আতাউল গণি আসাদ। সভায় আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার অমর একুশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। স্থান: জালালাবাদ ভবন। এছাড়া যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে মুসলিম জাহানের পবিত্র রমজান মাসের প্রথম রবিবার জালালাবাদের উদ্যোগে পবিত্র ইফতার মাহফিলের দিন ধার্য করা হয়। আগামী ১৭ মার্চ রবিবার, গুলশান টেরেস। পবিত্র কোরআন খতম ও মুসলিম উম্মাহসহ সব জালালাবাদবাসীর জন্য দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

১০ ফেব্রুয়ারি কবি কাজী জহিরের ৫৭তম জন্মদিন

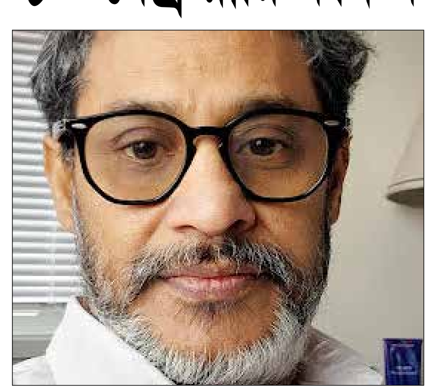

পরিচয় ডেস্ক: ১০ ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্ক প্রবাসী আলোচিত কবি কাজী জহিরুল ইসলামের ৫৭ তম জন্মদিন। ১৯৬৮ সালের এই দিনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খাগাতুয়া গ্রামে, মাতুলালয়ে, জন্মগ্রহণ করেন। কবি কাজী জহিরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৯০ এর ওপরে, এর মধ্যে কবিতাসমগ্র ১,২,৩ সহ মোট ৩৯ টি কবিতার বই। বাংলা কবিতায় তিনি ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তক। কবিতা ছাড়াও তার প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ রচনা ব্যাপকভাবে পাঠক নন্দিত। ২০২৩ সালে তিনি নিউইয়র্কস্থ শ্রী চিন্ময় সেন্টার কর্তৃক "পিস রান টর্চ বিয়ারার" অ্যাওয়ার্ডসহ দেশে বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। পুলিৎজার বিজয়ী মার্কিন কবি রে আর্মান্ট্রাউটের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ করেন তিনি, দ্বিভাষিক এই বইটি যৌথভাবে প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েজলিয়ন ইউনিভার্সিটি প্রেস ও বাংলাদেশের অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি। এ ছাড়া তিনি এজরা পাউন্ড ও জালালুদ্দিন রুমির কবিতা অনুবাদ করেন। তার রচিত "ক্রিয়াপদহীন ক্রিয়াকলাপ" গ্রন্থটি ভারত থেকে বাংলায় ও পরে উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলা কবিতার ছন্দ-প্রকরণের ওপর তার বিষ্ময়কর নিয়ন্ত্রণ তাকে একজন প্রকরণ-বিশারদে পরিণত করেছে। বহু জ্যেষ্ঠ কবিও তার কাছে ছন্দ শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে যথাক্রমে "ভোরের হাওয়া" ও "শেষ বিকেলের গান" গ্রন্থ দুটি রচনা করে বাঙালি কবি ও আবৃত্তিশিল্পীদের উপকার করেছেন। এ-বছর বাংলা একাডেমির বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তার "ভ্রমণ সংগ্রহ", রয়েল সাইজের প্রায় ১১০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তার সব ভ্রমণরচনা একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া অনন্যা বের করেছে সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বই " হিলসাইডে শিল্পের আড্ডা", ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ বেশ করেছে "হেশেলের বিশ্বভ্রমণ" ও "রুমির রুবাইয়াত"। সাত ভাষাশহীদকে নিয়ে লেখা গল্পের বই " উত্থানপর্বের গল্প" গ্রন্থ রচনার জন্য বহুমাত্রিক লেখক হাসনাত আবদুল হাই তাকে "ভাষাশিল্পী" উপাধিতে ভূষিত করেন। কাজী জহিরুল ইসলাম বর্তমানে জাতিসংঘের কর্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সপরিবারে বসবাস করছেন। তার স্ত্রী মুক্তি জহির জাতিসংঘ সদর দফতরের একজন এইচআর স্পেশ্যালিস্ট। পুত্র কাজী আবরার জহির একটি মার্কিন কোম্পানির সিইও, কন্যা কাজী সারাফ জল স্কুলের ছাত্রী। কবির পিতা কাজী মঙ্গল মিয়া এবং মাতা সোফিয়া কাজী ঢাকায় বসবাস করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

STOP DRUGS & CRIMES
SAVE OUR CHILDREN

Awareness seminar for the community

These community problems are seriously affecting our new generation. So please, come forward.

Place: Khalil Biriyani House Party Hall (2nd Floor)
167-20 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Date: Saturday, February 17, 2024 @ 6:00 pm Sharp

Participants are from Drug enforcements, Government officials, Religious activities, Doctors, Pharmacists, Journalists, Intellectuals, Councilors, Community Leaders, Victims, and Concern parents.

Invited Guests only | **Dinner will be served**

Sponsored By: Real Estate Investor Nurul Azim & Anwar Hossain

Organizer & Moderator: Nasir Khan Paul (347-248-5264)
Syed Al Amin Rashel (347-691-1210)
Ahsan Habib (718-687-2470), Ahnaf Alam (917-292-9478)

Media Partners: Weekly Thikhana, Weekly Parichoy, Weekly Bangladesh, Weekly Prothom Alo, Weekly Nobojug, and Time TV.

ORGANIZED BY: CONCERNED PEOPLE OF NEW YORK

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
GET PAID
TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
बिना परिषाण के घर पर अपने लोगों की सेवा करके पैसा कमाएं
CDPAP SERVICE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
• Salary & Benefits
• Weekly Payments
• Direct Deposit
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
JACKSON HTS OFFICE 71-24 35th Ave Jackson Heights, NY 11372 Ph: 718-775-7852 Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE 3789 East Tremont Ave Bronx, NY 10465 Ph: 347-449-5983 Fax: 347-275-9834
YONKERS OFFICE 558 E Kimball Ave Yonkers, NY 10704 Ph: 718-650-6912 Fax: 917-396-4115
HILLSIDE AVE. OFFICE 170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432 Ph: 718-530-1820 Fax: 917-396-4115
JAMAICA AVE. OFFICE 180-15 Jamaica Ave Jamaica, NY 11432 Ph: 718-481-8992 Fax: 917-396-4115
ASTORIA OFFICE 36-07 31 Street, Astoria, NY 11106 Ph: 718-540-4130 Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE 516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218 Ph: 718-540-8870 Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

স্বল্প আয়ের ৬৫ বছরের বেশী বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে, বাস ব্যবহারের সুযোগ আসছে

পরিচয় রিপোর্ট: স্বল্প আয়ের ৬৫ বছরের বেশী বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে, বাস ব্যবহারের সুযোগ আসছে। এজনী ৬৭ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হচ্ছে ।গত ৮ ফেব্রুয়ারীবৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্ক সিটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাজেট অফিস দ্বারা প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটিতে ৭৬০,০০০ এরও বেশি নিম্ন-আয়ের সিনিয়র (৬৫ বা তার বেশী বয়স্ক) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে ট্রানজিট সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ হতে পারে।

তবে সিনিয়র (৬৫ বা তার বেশী বয়স্ক)রা বর্তমানে অর্ধেক ভাড়ায় সিটি ট্রানজিট ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

তবে ৬৫ বছরের কম বয়সী নিউইয়র্কবাসীদের যাদের আয় ফেডারেল দারিদ্র্য সীমার ১২০% এর কম তাদের অর্ধ-মূল্যের মেট্রোকার্ড ব্যবহারের সুযোগ প্রদানে ৯০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রয়েছে। সে তুলনায় সিনিয়রদের জন্য বরাদ্দ ৬৭ মিলিয়ন ডলার তুলনামুলকভাবে কম ।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাজেট অফিস এ প্রতিবেদনে ফেডারেল দারিদ্র্য সীমার ২০০% এর কম আয়ের বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সাবওয়ে, বাস এবং অ্যাক্সেস-এ-রাইড এ বিনামূল্যে ভ্রমণের জন্য এক ব্যক্তির পরিবারের বার্ষিক আয় ৩১২০০ ডলারের নিচে হতে হবে ।

তবে নিউ ইয়র্ক সিটি ফেয়ার প্রোগ্রামে ৫০% হ্রাসকৃত হারে ট্রানজিট সুবিধা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বরাদ্দের তুলনায় অনেক কম।

যদিও এটি আনুমানিক ৯০০,০০০ নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য উপযুক্ত, প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, প্রায় ৩১৫,০০০ জন সিটি ফেয়ার প্রোগ্রামে নথিভুক্ত হয়েছেন।

কিসে সুখ, হার্ভার্ডের ৮৫ বছরের গবেষণায় মিলেছে জবাব

সাদিকুর রহমান খান : সুখ সব কালে, সব যুগের মানুষের কাছেই আরাধ্য একটি জিনিস। একদিকে কবি লিখেছেন, 'করো না সুখের আশ, পরো না দুঃখের বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

আমেরিকা ও রাশিয়াকে নিয়ে কৌশলে খেলছে ভারত-নিকি হ্যালি

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনমুখী আমেরিকা। ধীর ধীরে সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে সরগরম হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্র। ইতোমধ্যেই রিপাবলিকান প্রার্থী হিসাবে নেভাদা ককাসে বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

'প্রকৌশলীদের নোবেল' পেলেন বাংলাদেশি প্রফেসর ড. তাহের সাইফ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং (এনএই) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আমেরিকা প্রবাসী বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

ঘুষের অভিযোগে নিউইয়র্ক সিটির হাউজিং অথরিটির ৭০ জন কর্মচারী গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক হাউজিং অথরিটির ৭০জন কর্মচারীকে গত ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের অংশ হিসেবে এনওয়াইসি হাউজিং অথরিটির বর্তমান এবং প্রাক্তন ৭০ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে ঘুষ ও চাঁদাবাজির অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে একদিনে এতো লোকজন আর কখনো গ্রেফতার হয়নি। নিউইয়র্কসহ কয়েকটি ষ্টেট জুড়ে ৭০০ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এ গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করেছে।

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক হাউজিং অথরিটির উপরোক্ত কর্মীদের বিরূদ্ধে সিটির হাউজিং অথরিটির বিভিন্ন প্রকল্পে নির্মাণ ও মেরামত কাজের জন্য কন্ট্রাক্ট দেয়ার বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

কার্লসনকে দেয়া পুতিনের আলোচিত সাক্ষাৎকারের প্রধান অংশে যা আছে

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাক্ষাৎকার নিয়ে ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছেন মার্কিন সাংবাদিক টাকার কার্লসন। এক্সে ওই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের পর তা এরইমধ্যে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানুষ দেখেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এটি এখন ভিউয়ারের সংখ্যায় এক্সের সব রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে। এক্সের মালিক ইলন মাস্ক ওই ভিডিও নিজের একাউন্ট থেকে শেয়ার করে সবাইকে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।

সাক্ষাৎকারটিতে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার চলমান সংঘাতকে। টাকার কার্লসন দাবি করেছেন, পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার ও গণমাধ্যম এই সংঘাত ইস্যুতে নিজ দেশের জনগণকে অন্ধকারে রেখেছে। একজন সাংবাদিক হিসেবে তিনি সবার সামনে সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পশ্চিমা মিডিয়া আউটলেটগুলি তাদের পাঠক এবং বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাবের নেপথ্যে...

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই গঠিত হবে পরবর্তী সরকার। তবে এ নির্বাচনে কারা বিজয়ী হবেন-তা সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলেই মনে করা হয়। অতীত ইতিহাস ঘাটলে বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার দৌড়ে অপ্রতিরোধ্য ট্রাম্প, নেভাডায় ককাসে ৯৭.৬ শতাংশ ভোট লাভ

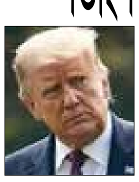

পরিচয় ডেস্ক: যত সময় যাচ্ছে ততই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছেন ডোনাল্ড বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
• ALL CHOICE ENERGY
• WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
• BALAKA 3 STAR STAFFING
• MERCHANT SERVICES
• NEW YORK STATE ENERGY BROKER
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ASTA IATA Emirates
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
৩৯-০৬ ৩৩ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Member:
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Multi Services
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
sarderdrivingschool2020@gmail.com
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world
Choice
Authorized Agent
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান?
বিদেশ
আমরাই দিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
Authorized Agent
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK